বীরকুমার-বধ-কাব্য।

"কাব্যকুসুমাঞ্জলি", "কনকাঞ্জলি" প্রভৃতি-রচয়িত্রী-

শ্রীমানকুমারী-প্রণীত।

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন-

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৫নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী-প্রেসে মুদ্রিত।

সন ১৩১০ সাল।

মূল্য ॥০ টাকা।] [ডাকমাশুল /১০ আনা।

PRINTED BY K. P. CHAKRAVARTI,

JAYANTI PRESS,

[illegible], PATALDANGA STREET, CALCUTTA.

উৎসর্গ।

ঋষিপ্রতিম, জিতেন্দ্রিয়, পুণ্যাত্মা

স্বর্গীয়

৺আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী

পিতৃদেবের পাদপদ্মে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

পিতৃপাদাম্বুধ্যায়িনঃ
সন্তানস্য।

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥"

গীতা।

ভূমিকা।*

দেব! মা সর্ব্বমঙ্গলার আশীর্ব্বাদে এবং আপনকার ইচ্ছায় আজি আপনকার আদিষ্ট কাব্য সম্পন্ন করিয়া আপনকার চরণে পাঠাইতেছি। অভিমন্যু-বধ এদেশে যাত্রায় গীত, কথকতায় কথিত, কাশীরামের কৃপায় অনেকেরই পঠিত এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত। এ রকম পুরাতন জিনিসের উপরে নূতন রং না দিলে, লোকে আদরেই দেখিবে না। সেই জন্য যথাসাধ্য নূতনত্ব দিয়াছি। বাঙ্গলাভাষায় 'মেঘনাদবধ' অতুলনীয় কাব্য; তাহার সহিত তুলনা করিলে ইহা কাব্য বলিয়াই বোধ হইবে না। সে জন্য আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না; কারণ, ভগীরথ ব্যতীত যেমন গঙ্গাকে আনা অসম্ভব, আমার স্বর্গীয় কাকা মহাশয় ব্যতীত তেমনি মেঘনাদবধের সৃষ্টি অসম্ভব।

অবিশ্রাম সংসারের কার্য্য, আত্মীয়দিগের পীড়া, নিজের অসুস্থতা প্রভৃতি নানা প্রতিবন্ধকের মধ্যে আমি যে এ কাব্য শেষ করিতে পারিব, এমন

---

* গ্রন্থকর্ত্রী প্রকাশকের নিকট এই গ্রন্থের হস্তলিপি প্রেরণ-কালে যে পত্র তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, তাহাই ভূমিকারূপে প্রদত্ত হইল।

আশা ছিল না। আমার শরীর অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, আমার মন এই তপস্যায় নিযুক্ত ছিল। আজি এই পুস্তকে বাবার নাম লিখিয়া আমি কৃতার্থা।

পুস্তকের যাহা দোষ, তাহা আমাকে বলিয়া দিয়া সুস্থির করিবেন। তবে, ইঁহার মধ্যে 'মাইকেলী ভাষা' যাহা আছে, তাহা ব্যাকরণবিরুদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিবেন না। আমি এই গ্রন্থের একস্থলে অর্থাৎ অভিমন্যুর মৃত্যুসময়ে মেঘনাদ-বধের অনুকরণ করিয়াছি। জ্ঞানতঃ আর কোথাও অনুকরণ করি নাই। এই পুস্তক পড়িয়া অনেকে বলিবেন,—আমি স্বর্গীয় কবিবর ৺মধুসূদন দত্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি। আপনি জানেন,—সেই স্বর্গীয় কবিবরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে আমার অধিকারও আছে; তবে তাহা আমি করিতে পারিয়াছি কি না, সে কথা বিচারাধীন। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

প্রণতা সেবিকা

শ্রীম——

"নমো ধর্ম্মায় মহতে
ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ"

প্রকাশকের কয়েকটী কথা।

অভিমন্যু কথা মহাভারতের একটা প্রধান ঘটনা। ইহা দ্বারা মর্ত্ত্যলোকের মহোপকার সাধিত হইয়া আসিতেছে। অভিমন্যু কথা শোকার্ত্ত মানবের সান্ত্বনাস্থল।

"মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ॥"

শ্রীহরি বিপত্তিহারী যাহার মাতুল,
পিতা যার ধনঞ্জয় বিক্রমে অতুল;
দেখ! রণে সেই অভিমন্যুর মরণ,
কার সাধ্য নিয়তিরে করে নিবারণ?

অভিমন্যুবিষয়ক এই সকল গাথা চিরকাল মানবের শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিবে, অলঙ্ঘ্য নিয়তির জন্য মানবকে প্রস্তুত করিবে।

অভিমন্যু-নিধন, সানুজ ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি। জাগতিক অভিমানের উপর ধর্ম্মরাজ্য

প্রতিষ্ঠিত হয় না। বৈরাগ্যই মহান্ ধর্ম্মের সিংহাসন। অভিমন্যু-নিধনে পাণ্ডব-হৃদয়ে একটী গভীর বৈরাগ্যের ছায়া পতিত হইয়াছিল; তাহাতেই তাঁহারা জয়োল্লাসে স্ফীত হন নাই; তাঁহারা সার্ব্বভৌম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও মত্ত বা বিচলিত হন নাই। হৃদয়ে বৈরাগ্য ও মস্তকে গুরুতর কার্য্যভার ধারণপূর্ব্বক, তাঁহারা অতি সংযতভাবে সনাতন কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির সর্ব্বগুণান্বিত হইলেও, মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ বলিয়া তাঁহাতে একটু দুর্ব্বলতা ছিল; সেটুকু দ্যূতক্রীড়ায় আসক্তি; দ্যূতক্রীড়া ব্যসনমধ্যে পরিগণিত, সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যিনি যুধিষ্ঠির দ্বারা জগতে ধর্ম্ম-সেতু বন্ধন করিবেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ, অভিমন্যু-নিধন ঘটাইয়া, ভক্ত যুধিষ্ঠিরের দ্যূতা-সক্তি চিরকালের জন্য ঘুচাইয়া দিলেন, তাঁহাতে দুর্ব্বলতা মলিনতার লেশমাত্র রাখিলেন না। গ্রন্থকর্ত্রী অভিমন্যু-বধ-কাব্যের উপসংহারে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় এ বিষয়টী বুঝাইয়াছেন।

"প্রতিপাদ্যমহিম্না চ প্রবন্ধো হি মহত্তরঃ"—প্রতিপাদ্য অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ের গৌরবেই গ্রন্থের উৎকর্ষ-বৃদ্ধি হয়। এজন্য, এ কাব্যের প্রতিপাদ্য-বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"।—এই মহাবাক্য—এই সার সত্যই এ কাব্যের প্রতিপাদ্য। গ্রন্থকর্ত্রী তাহা অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, অতি মধুরভাবে বুঝাইয়াছেন। যিনি আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া, "উপদেশ দিতেছি" বলিয়া উপদেশ দান করেন, তাঁহার উপদেশবাক্য অমূল্য হইলেও, মর্ম্মস্পর্শী হয় না। এজন্য, মনু, ঈশা ও মহম্মদাদির উপদেশ তাদৃশ ফলপ্রদ হয় নাই। কিন্তু কাব্যশাস্ত্র আচার্য্যের আসন গ্রহণ করে না। মধুরভাষিণী, হৃদয়সন্নিহিতা, প্রেমময়ী কান্তা যেমন উন্মার্গগামী স্বামীকে ধীরে ধীরে প্রেমানন্দ-ধারার মধ্য দিয়া সৎপথে আকর্ষণ করে, কাব্যও সেইরূপে পাঠককে ধর্ম্মপথে আনয়ন করে। এজন্য সহৃদয় পণ্ডিতেরা কবি-ভারতীর জয় ঘোষণা করিয়া থাকেন। ফলতঃ সৎকাব্যের ন্যায় প্রাণারাম উপদেষ্টা আর নাই।

কবি-কল্পনা কাহারও দাসী নহে। ইহা বিধাতার বিধান-সীমার অতীত, অথচ সৃষ্টি-স্থিতির মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেহাভিমান-মুক্ত আত্মার ন্যায় কবি-কল্পনা অনন্ত শূন্যে মুক্তপথে স্বেচ্ছায় বিহার করে; সুখ-দুঃখসঙ্কুল সংসারের পারে গিয়া, অবিমিশ্র আনন্দের রাজ্য নির্ম্মাণ করিয়া, মানবকে সেই আনন্দময়ের আদেশে

গঠিত করে। মূলে সত্যরূপ অমৃত (১) না থাকিলে, কবিকল্পনায় এ মৃতসঞ্জীবনী শক্তি আসিত না। সে সত্যরূপ অমৃত আর কিছুই নয়, তাহা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি, অর্থাৎ রাম হও, রাবণ হইও না;—"রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ"। গ্রন্থকর্ত্রী প্রতিভাবলে নব নব চরিত্র সৃষ্টি করিয়া, প্রত্যেক চরিত্রেই এই মহান্ সত্যকে পাঠকের প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া দিয়াছেন।

এই মহাকাব্যের রচয়িত্রী (২) সাত্ত্বিক-প্রকৃতির কবি; এজন্য ইহাঁর কাব্যে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, গান্ধারী প্রভৃতির চরিত্র ব্যাসবর্ণিত সেই সেই চরিত্র হইতে বিভিন্ন হয় নাই, বরং কোনও কোনও চরিত্র মূল মহাভারত অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। কবির প্রকৃতি অনুসারে কাব্য

---

(১) "অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ দ্বয়ং দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
মৃত্যুমাপদ্যতে মোহাৎ সত্যেনাপদ্যতেঽমৃতম্॥"
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)

জীব-মধ্যে আছে দুটী,—সত্য ও অনৃত
অনৃতেতে রহে মৃত্যু, সত্যেতে অমৃত।

(২) সংস্কৃত শাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে বঙ্গভাষায় মহাকাব্য বা নাটক হয় নাই, এবং হইতে পারে কিনা সন্দেহ। অতএব সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণ লইয়া কেহ যেন এ কাব্যের বিচার না করেন।

প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ;—সত্ত্বগুণপ্রধান ও রজোগুণপ্রধান। তমোগুণে কাব্য হয় না। রজোগুণপ্রধান কাব্য যদি রজোগুণেই পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ তৎপাঠে লোক-চিত্ত সত্ত্বভ্রষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহা অন্যদেশে কাব্য বলিয়া আদৃত হইলেও, ভারতীয় আচার্য্যগণের নিকট হেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয় (১)। ভারতীয় আচার্য্যেরা রসকে কাব্যের আত্মা বলেন, এবং তাহার স্বরূপ এইরূপে নির্দ্দেশ করেন ;—

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ"।

যেমন অরুণ ভানুর উদয়ে নৈশ তিমির তিরোহিত এবং গগনতল অপূর্ব্ব রাগে রঞ্জিত হয়, তেমনি হৃদয়ে রসের উন্মেষমাত্রেই রজোগুণ ও তমোগুণ তিরোহিত হইয়া, অনির্ব্বচনীয় সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয় ; তখন অদ্বৈত আনন্দ ভিন্ন আর কোনও জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না ; সংসারের সুখ-দুঃখ, ভেদাভেদ, সকলি বিলয়প্রাপ্ত হয়। এই রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, চিন্ময়, আনন্দময়, ব্রহ্মানন্দ-সম্ভোগের তুল্য।

---

(১) "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ"—অর্থাৎ অসৎকাব্যের কথা মুখেও আনিবে না।

এই কাব্যখানি পাঠ করিতে করিতে, চিত্ত সেই অপার্থিব সাত্বিক রস আস্বাদন করিয়া পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হয়, অলৌকিক বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া অসীম মঙ্গলের পথে প্রসারিত হয়। অতএব সৎকাব্যের চরম উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। বলিতে কি, এই গ্রন্থকর্ত্রীর হৃদয়-তন্ত্রী সত্ত্বগুণেই বাঁধা এবং সত্ত্বগুণেই সাধা। সূক্ষ্মদর্শী সহৃদয় চন্দ্রনাথ ইহাঁর 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' পড়িয়া সত্যই বলিয়াছেন ;—

"আমি শ্রীমতী মানকুমারীর কবিতা পড়িয়াছি। কবিতাগুলি বুঝিতে পারিয়াছি, চিনিতে পারিয়াছি, অর্থাৎ কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানিতে পারিয়াছি।. ....অনেক দিনের পর একটী খাঁটি মন, একটী ঋজু হৃদয়, একটী সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি দেখিলাম। তাই শ্রীমতী মানকুমারীর কবিতা পড়িয়া আমার এত উল্লাস হইয়াছে। মনে হইয়াছে,—আমাদের মত স্থূল প্রাণীকে নিষ্কাম বিশ্বজনীন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারে এমন প্রাণীও দেশে এখনও আছে।" (১)

---

(১) বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের ট্রান্সলেটার, শ্রীযুত চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল্ মহাশয়ের কৃত কাব্যকুসুমাঞ্জলির সমালোচনা হইতে উদ্ধৃত।

এই কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত। বাঙ্গলা অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে অপূর্ব্ব মধু-ধারা প্রবাহিত করা যায়, তাহা মধুময় ৺মধুসূদন জানিতেন, এবং তিনিই ইহার প্রবর্ত্তক। সেই স্বর্গীয় কবির অমিত্রাক্ষরে একটী স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরপ্রবাহ নিহিত আছে; তাহাই তাঁহার অমিত্রাক্ষরের প্রাণস্বরূপ। এই মহিলা-কবি ৺মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বংশ-গুণে ও সাধনার বলে ইনি পিতৃব্যের প্রদর্শিত সেই স্বরপ্রবাহকে আত্মস্থ করিয়াছেন; এইজন্যই অমিত্রাক্ষর-রচনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন।

ইহাঁর ভাষাবিষয়ে স্বতন্ত্র বক্তব্য কিছুই নাই। মাতৃভূমির গৌরব, প্রাতঃস্মরণীয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যকুসুমাঞ্জলি পড়িয়া ইহাঁর ভাষাবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম;—

"কাব্যকুসুমাঞ্জলির কয়েকটী কবিতা পড়িলাম। কয়টীই বড় সুমধুর। এখনকার বাঙ্গলা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরেজি যে না জানে, সে সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। এই কবিতাগুলিতে সে দোষ নাই। বাঙ্গলাটুকু খাঁটি বাঙ্গলা। উক্তিও আন্তরিক।"

প্রকৃত সৎকাব্যই স্বদেশের, স্বজাতির ও মাতৃভাষার কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তি। দেখ! সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, কিন্তু পতিতপাবন রামায়ণ অদ্যাপি

পূর্ণযৌবনে বিরাজমান। যুধিষ্ঠিরের সে হস্তিনার এবং শ্রীকৃষ্ণের সে দ্বারকার চিহ্নও নাই, কিন্তু জ্ঞানসাগর মহাভারত ও ভাগবত, ভারতের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিদ্যমান। গ্রীক ও রোমকজাতির সে সাম্রাজ্য ও সে বৈভব কোথায়? কিন্তু মহাকাব্য ইলীয়ড্ ও ইনীয়ড্ উহাদের জাতীয় গৌরবের দীপ্যমান সাক্ষী। এই জন্যই বলিয়া থাকে,—"কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্"।

কবিত্বশক্তি নরলোকের দুর্লভতম সৌভাগ্য (১)। যিনি বিধাতার কৃপায় এ শক্তি লাভ করেন, তাঁহা দ্বারা মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা চিরধন্য হয়। যে মঙ্গলময় ঈশ্বর এই গ্রন্থকর্ত্রীকে এ শক্তি দান করিয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার মঙ্গলের জন্য ইহাঁকে চিরজীবিনী করিয়া রাখুন।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

---

(১) "নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥"
(আগ্নেয় পুরাণ)

প্রথম সর্গ।

"পাদাঙ্গং সন্ধিপর্ব্বাণং স্বরব্যঞ্জনভূষণম্।
যমাহুরক্ষরং দিব্যং তস্মৈ বাগাত্মনে নমঃ॥"
(শান্তিপর্ব্ব—৪৭ অধ্যায়।)

প্রণমি চরণাম্বুজে শ্বেতাম্বুজাসনা
দয়াময়ি বীণাপাণি! দয়া কর আজি
এ শরণাগত দীনে, জননী যেমন
অধম অকৃতী সুতে করেন করুণা।
বড় সাধ ছিল মনে, চিরদাসী-রূপে
সেবিয়া ও রাঙা পদ যুড়াব জীবন।
শকতি-ভকতি-হীন আমি মা ভারতি!
সে আশা দুরাশা, তাই বহিয়া বাসনা

জীবন চলিয়া যায় অসীম সাগরে।
সে যে কি দারুণ ব্যথা, তুমি তা বুঝিবে,
(অন্তব-যামিনী তুমি) সন্তানের ব্যথা
কবে না বোঝেন মাতা এ অবনীতলে ?
তাই সাধি, আইস মা, হৃদি-পদ্মাসনে
শুভময়ি দয়াময়ি ! করুণা কবিয়া
দেহ বব, হে ববদে ! দিযাছিলে যথা
দস্যু বত্নাকরে, মূর্খ কালিদাসে, আব
বঙ্গভাষা-বোধ-হীন শ্রীমধুসূদনে।
শিখাও আমারে, মাতঃ ! অমৃত-সমান
মহাভারতের কথা—কিশোর কুমার
তরুণ উদ্যম সুখ, তরুণ উন্নতি,
অনায়াসে অবহেলি ধূলিরাশি হেন,
আপনা আহুতি দিয়া জ্বালিলা কেমনে
প্রচণ্ড সমরানল, পুড়ি' গেল যাহে
"অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী" শুষ্ক তৃণসম।
শিখাও সে মহাগাথা, জননী যেমতি
শিশুরে শিখান স্নেহে পুরাণ-কাহিনী।
নম দেব আদি কবি বাল্মীকি অমর !
নম আর্য্য বেদব্যাস অতুল ভূতলে

মহাভারতের কবি! নম কালিদাস
ভারতীর বরপুত্র! নম বঙ্গবাসী—
কাশীরাম, কৃত্তিবাস, কীর্ত্তি ভব-ভরা!
নম নম কবিবর শ্রীমধুসূদন,
যাঁর "মেঘনাদ-বধ" মেঘমন্দ্র-রবে
স্তিমিত বঙ্গের বক্ষে উঠিল নিনাদি।
তোমাদের পদ-ধূলি শিরোপরি ল'য়ে
এ দাসী পশিছে আজি কল্পনা-কাননে;
করহ কবীন্দ্রকুল! শুভাশীষ দান,
পারি যেন গাঁথিবারে, কবিতা-প্রসূনে
নব হার, অনশ্বর তারাহার সম।
দশ দিন যুঝি' রণে মহা বাহুবলে,
বীর-শয্যা "শরশয্যা" লইলা আশ্রয়
কুরুপিতামহ ভীষ্ম; সাধি' নিজ কাজ
দিবাকর দিবাশেষে লভেন যেমতি
বিশ্রাম কাঞ্চনকান্তি অস্তাচল-চূড়ে।
কৌরবের সেনাপতি দ্রোণগুরু এবে
অঙ্গীকৃত রণ-যজ্ঞে দিবেন আহুতি
পাণ্ডবের পঞ্চ শির, অমেয় বিক্রমে।
সুধীরে শ্যামাঙ্গী সন্ধ্যা উরিলা ভূতলে,

চন্দ্রমা-তারকা-আলো জ্বলিল অম্বরে।
দিক্-বালা বুঝি এবে হেরিলা বিস্ময়ে
কুরুক্ষেত্র রণ-ক্ষেত্র, মরতের নর
দুরাচার !—কেমনে সে তুচ্ছ ধন-লোভে
অমূল্য জীবন-রত্ন করিছে বিনাশ !
কেমনে উন্মাদ-মদে রাজা দুর্য্যোধন
ভারতের ভাগ্য-লিপি রঞ্জিছে শোণিতে।
বিস্ময়ে মেলিয়া তাই সহস্র নয়ন
দেখিছে সে দৃশ্য বুঝি ত্রিদিব-সুন্দরী !
পাণ্ডব-শিবিরে এবে একাকী বসিয়া
নরপতি যুধিষ্ঠির চিন্তাকুল মনে।
হেনকালে কৃষ্ণ সহ ভাই চারি জন,
অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বিরাট, পাঞ্চাল,
রথী মহারথী সবে আসিল ফিরিয়া।
বাজায়ে বিজয়-শঙ্খ দাঁড়াইল সেনা,
ধ্বনিল তুরঙ্গ করী অম্বর বিদারি'।
প্রণতি, আশীষ-দান করি' পরস্পরে,
বসিলা সকলে, মাঝে নরেশে লইয়া।
কহিলেন নরপতি—"আজি, নারায়ণ !
শুনিলাম চর-মুখে, কৌরব-শিবিরে

হয়েছে মন্ত্রণা—কালি ত্রিগর্ত্তের পতি
সুশর্ম্মা যুঝিবে ল'য়ে নারায়ণী সেনা ;
করিবে কৌরবপতি আপনি সমর
(ধরি গদা) শুনি মম চঞ্চল হৃদয়।
কেমনে রক্ষিবে কালি পাণ্ডব-বাহিনী,
কহ তাই যদুপতি! তুমিই ভরসা,
পাণ্ডবের আর কিছু নাহি এ জগতে।"
প্রশান্ত প্রসন্ন মুখে কৃষ্ণ উত্তরিলা—
"কিসের ভাবনা, দেব! ধর্ম্মরাজ তুমি ;
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' দিয়াছেন বর
মা গান্ধারী, মহাবাক্য অবশ্য ফলিবে।
সত্যের অন্যথা কবে? দেবাসুর-রণে
চিরজয়ী কবে দৈত্য? বিজ্ঞতম তুমি,
তোমারে বিশেষি আমি কি কহিব আর।
কালি যুদ্ধে যুঝিবেন বীর ধনঞ্জয়,
নারায়ণী সেনা আর সুশর্ম্মার সনে।
কুরুপতি সহ সুখে করিবে সমর
রণজয়ী বৃকোদর, কেশরি-বিক্রমে।"
আবার সুধিলা রাজা—"ভীমার্জ্জুন দোঁহে
এরূপে যুঝিবে যদি, দ্রোণাচার্য্য-শর

কেবা নিবারিবে কৃষ্ণ ! সে দীপ্ত অনলে
কে পশিবে ? ক্ষুধাতুর শার্দ্দূলের মুখে
কহ কে যাইতে চাহে, মৃগরাজ বিনা ?”
আকর্ণ-বিস্তৃত আঁখি-যুগ্ম-নীলোৎপল
বিকাসি, চাহিয়া কৃষ্ণ বীরগণ-পানে
উচ্চারিলা উচ্চ কণ্ঠে—“ক্ষত্রিয়-কুমার !
তোমরা সকলে ত্যজি’ রাজ্য, ধন, সুখ,
ত্যজি’ জীবনের আশা আসিয়াছ রণে ;
এক মহাব্রতে ব্রতী—ধর্ম্মের উদ্ধার
অধর্ম্মের কর হ’তে—জীবন মরণ
উভয়ে সমান জ্ঞান ক্ষত্রিয়-সমাজে।
কে আছ পাণ্ডব-দলে বীরচূড়ামণি,
যুঝিতে আহবে কালি ভীম পরাক্রমে,
সুরাসুর-জয়ী শূর দ্রোণাচার্য্য সনে ?
শুভক্ষণে কার জন্ম, কারে সে জননী
সার্থক শোণিত-দানে করিলা পালন ?
কে হেন অটল গিরি ? ভীম প্রভঞ্জনে
কাঁপে না কাহার বক্ষ, টলে না পরাণ ?
‘ন্যায়-যুদ্ধ ধর্ম্মরক্ষা অধর্ম্ম-বিনাশ’
এই মহামন্ত্র জপি’ এ মহাসমরে

কে হইবে অগ্রসর, মহা ইতিহাসে
কার নাম লেখা র'বে অক্ষয় অক্ষরে ?"
  না ফুরাতে কেশবের মেঘমন্দ্র বাণী,
দাঁড়াইল অভিমন্যু অর্জ্জুন-কুমার
কৃতাঞ্জলি-পুটে। শত সহস্র নয়ন
পড়িল অমনি আসি' সে মুখ-উপরে।
কৃষ্ণা যামিনীর ঘন আবরণ খুলি'
ফোটেন শশাঙ্ক যবে, মেলি' কোটি আঁখি
সে কান্তি নিরখে-যথা দিক্‌পালগণ।
  বীরত্ব-বিনয়-মাখা সে মুখ-চন্দ্রমা!
সে কান্ত কিশোর-কান্তি—তরুণ যৌবন
সরায়ে কৈশোরে যেন ধীরে—অতি ধীরে
আপনার অধিকার করিছে স্থাপন।
কুঞ্চিত কুন্তল শ্যাম, প্রশস্ত ললাট,
বিশাল উরস, ভুজ আজানু-লম্বিত,
ক্ষীণ কটি, দৃঢ় কায় তবু সুকুমার,
বীরত্বের সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মিলন!
সে স্নিগ্ধ-প্রদীপ্ত মুখে রয়েছে জাগিয়া—
উদারতা, সরলতা, সে মহাপ্রাণতা,
অনন্যদুর্লভ গুণ, ভাগ্যবলে বলী

লভিয়াছে বিধাতার স্নেহাশীষ সম;
তাই সে সুঠাম ছটা অমন সুন্দর!
তাই কমনীয় কান্তি ভুবন-মোহন।
লোচন-কমল বীর তুলি' ক্ষণ তরে
চাহিল শ্রীকৃষ্ণ-পানে, আবার অমনি
আনত হইল আঁখি, কহিল কুমার—
"দেবের আশীষ আর নৃপতি-আশীষ
গুরুজন-স্নেহাশীষ লইয়া মস্তকে
ধর্ম্ম, ন্যায়-রক্ষা আর রাজ্যোদ্ধার তরে,
এ দাস যুঝিবে কালি দ্রোণাচার্য্য সনে।"
বীরত্ব-বিনয়-মাখা সে স্বর-লহরী—
সে কথা শুনিয়া আহা! মুহূর্ত্তেক তরে
নির্ব্বাক্ কেশব, স্তব্ধ বীরগণ যত।
অগ্রসরি ধর্ম্মরাজ বাহু পসারিয়া
বক্ষে তুলি, শিরে চুম্বি' সে বীর কুমারে
কহিলা—"পাণ্ডুর কুলে বাপধন তুমি
অতুল্য অমূল্য রত্ন, কুলের প্রদীপ!
জানি তুমি মহাবাহু, তব বাহুবলে
সশঙ্ক দানব দেব, অর্জ্জুন-নন্দন!
জানি বৎস! দীপ হ'তে যে প্রদীপ জ্বলে

হীনতেজা নহে তাহা পূর্ব্ব দীপ হ'তে।
কিন্তু, পুত্র! কালি সেই মহাকাল-করে,
পাঠা'তে তোমারে মোর না হ'বে শকতি।"
সলাজে ঈষৎ হাসি' কহিল কুমার—
"কেন তাত! অমঙ্গল চিন্তিছেন মনে?
অনন্ত-মঙ্গলময় জগতের পতি
করিবেন সুমঙ্গল ধর্ম্ম-রক্ষা তরে।
ও পদ-প্রসাদে দাস না ডরে শমনে,
মর্ত্ত্যের মানব দ্রোণ কি ভয় তাঁহারে?
গোবিন্দের শিষ্য আমি, অর্জ্জুন-নন্দন,
জনমিনু কুরু-কুলে, ভয় নাহি জানি।
দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ আদি
সপ্ত রথী একসনে মিলি' আসে যদি,
তাহে নাহি ডরে দাস ও পদ-প্রসাদে।
বিদিত এ বীরকুলে—সে দিন সংগ্রামে
যে বীরত্ব সাধি' গেছে, বীর-কুল-মণি
শঙ্খ, সে অমর গাথা কে পারে ভুলিতে?
লক্ষ লক্ষ অরি দলি' দ্রোণ গুরু সনে
করিল তুমুল রণ, আচার্য্য যখন
নিবারিতে নারি তারে (রাজার আদেশে)

ছাড়িল ব্রহ্মাস্ত্র রোষে, সারথি সাত্যকি
ভয়ে ফিরাইলা রথ, কিন্তু সে গর্জ্জিয়া
কহিল যা' সাত্যকিরে, এখনও বাজিছে
সেই বীর-ভাষা মম শ্রবণ-কুহরে!
কহিল সে—'বীর বলি' প্রশংসে তোমায়
সকলে, সাত্যকি! মম নাহি লয় মনে
বীর-কুলে জন্ম তব! অথবা তোমার
দেহে বহে তপ্ত রক্ত, অসম্ভব মানি!
তা'হলে ছাড়িয়া রণ তুচ্ছ প্রাণ-ভয়ে
পারিতে কি পলাইতে?—মানব-জীবন
অজর অমর কবে? আজি যাও চলি'
কিনিয়া এ অপযশ, কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন,
কিন্তু কার তরে? ধিক্! এ জীবন-কণা—
আজি হোক কালি হোক ফুরাবে নিশ্চিত।
ফিরাও ফিরাও রথ, বিরাট-নন্দন
প্রাণভয়ে ভীত নহি কাপুরুষ মত।
বীর-বংশে জন্ম মম, আগ্নেয় শোণিত
এখনো ছুটিছে বক্ষে শিরায় শিরায়!'
"বলিতে বলিতে তাত! দেখিনু চাহিয়া
রথ ছাড়ি' শূরবর পড়িল ভূতলে,

এড়িল সে শরজাল, নারাচ, তোমর,
মুষল, মুদ্গর, শূল, পরিঘ, পট্টিশ,
কিন্তু সে অব্যর্থ অস্ত্র—তাই নিবারিতে
না হ'ল শকতি! শঙ্খ কহিলা আমারে—
'তবে ভাই অভিমন্যু! সাধি' বীর-কাজ
চলিলাম! বলিও সে পিতার চরণে
দাসের মরণ-কথা; বলিও স্বদলে—
মরেনি বিরাট-সুত কাপুরুষ সম।'
—"সে মহা মরণ তাত! যবে পড়ে মনে,
ইচ্ছা হয় সেই দণ্ডে পশিয়া সংগ্রামে
ক্ষত্রিয়কুলের গ্লানি অধর্ম্মী সকল
বিনাশি, হরণ করি ধরণীর ভার।
অথবা শঙ্খের মত মহাবাহুবলে
প্রাণপণে দলি অরি, শ্রান্ত দেহে শেষে
লভিব অনন্ত নিদ্রা শরশয্যা করি'—
সতত বীরেন্দ্রবৃন্দ চাহে যে শয়ন।"
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি' নীরবিল বলী,
থামে যথা বারিনিধি ঝড়-অবসানে,
তেমনি থামিল পুনঃ সে বীর-হৃদয়;
আবার আয়ত আঁখি হইল আনত;

আবার জাগিল লাজ সে রাঙা কপোলে।
সস্মিত প্রসন্ন মুখে উঠি' নারায়ণ
কহিলেন—"ধর্ম্মরাজ! অহি-শিশু কভু
বিষহীন নহে দেব, এ বীর-কুমার
সমরে যাইতে ইচ্ছে ধর্ম্ম-রক্ষা-আশে,
প্রসন্ন অন্তরে তুমি কর অনুমতি।
এ শিশু কেশরি-শিশু কালাগ্নির কণা
জানি' অনুমতি দেহ গুরু, বন্ধুজন।"
অচ্যুতের কথা শুনি অশঙ্ক হৃদয়,
কহিলা প্রসন্ন-মনে ধর্ম্ম নরপতি,—
"তুমি আজ্ঞা দিলে ভাই! ভয় কি আমার?
অর্জ্জুনের পুণ্যবলে, তোমার কৃপায়,
প্রভাতে করিবে রণ অভিমন্যু মম,
সুরাসুরজয়ী শূর গুরুদেব সনে।"
দাঁড়াইলা ভীমার্জ্জুন আলিঙ্গি' কুমারে,
কহিলা রথীন্দ্র ভীম—"যুঝিবে আহবে
প্রাণধন! যথাবিধি দেবতার কাজে
করিও আপনা দান, ধনঞ্জয় সম;
উপরোধ করি,—কভু না করিও হেলা—
করুণা-মমতা-বশে দৈব কাজ ভুলি'

ঢাকিও না ভস্ম-মাঝে দেব বৈশ্বানরে !”
শুনি, অগ্রজের কথা হাসিয়া ফাল্গুনি
আশীষি কহিলা পুত্রে,—“প্রাণাধিক মম,
রাজার কৃষ্ণের আর ভীমের আজ্ঞায়
প্রভাতে করিও রণ আচার্য্যের সনে।
সুযশ-মন্দার-মালা পরায়ে ও গলে
প্রসন্না বিজয়লক্ষ্মী করুন কল্যাণ।
লক্ষ চক্ষে দেখে যেন মানব দেবতা—
‘এ শিশু কেশরি-শিশু, কালানল-কণা !’
কিন্তু বৎস ! মনে রেখ জীবন মরণ
সংগ্রামে ক্ষত্রিয়কুলে উভয় সমান।”
নীরবিলা ধনঞ্জয়, পাণ্ডবের দলে
উঠিল দিগন্তভেদী মহা জয়ধ্বনি,
কাঁপিল সে জয়-রবে কৌরব-শিবির ;
অন্যমনে শিহরিলা সুভদ্রা জননী ;
অকস্মাৎ চমকিয়া উত্তরা সুন্দরী
চাহিল সখীর পানে উদাস নয়নে—
অজানা আতঙ্কে দেহ উঠিল কাঁপিয়া,
ভূকম্পনে কাঁপে যথা সরসে নলিনী।
কনক পালঙ্ক-পরে কুসুম-শয্যায়

সহচরী-সহ বসি বিরাট-নন্দিনী।
জ্বলিছে সুবর্ণ-দীপ উজলি' আগার,
ভরিছে আনন্দে মন কুসুম-সুবাসে।
বীণা, বাঁশী, সপ্তস্বরা বাজাইছে সুখে
সখীগণ; কলকণ্ঠে গাহিছে সঙ্গীত;—
কি ছার ইহার কাছে কুলু কুলু ধ্বনি
তটিনীর, বিহগীর কাকলী বিজনে।
(শিখিল গান্ধর্ব্ব-বিদ্যা বিরাট-নগরে
বৃহন্নলা শিখাইলা পরম যতনে,)
ফুল-কুল-মাঝে যথা ফুলকুলেশ্বরী
কমলিনী, সখীদলে তেমতি উত্তরা।
উজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দু সীমন্তে শোভিছে
নারীর ভূষণশ্রেষ্ঠ, মণি-মুকুতায়
বিভূষিত চারু দেহ, কিন্তু আহা, তা'র
রূপের আভায় যেন গিয়াছে নিভিয়া
সে রত্ন-সম্ভবা বিভা; চন্দ্রালোকে যবে
উজলে গগন-বক্ষ, নিভে তারাবলী।
 আচম্বিতে উত্তরারে বিকম্পিতা হেরি'
চমকি' দক্ষিণা, সখী বাহু পসারিয়া
ধরিলা স্নেহের বুকে, ধরিত্রী যেমতি

ধরেন—কাঞ্চন-লতা কাঁপে যবে ঝড়ে।
মধুর বচনে সখী কহিল—"সজনি!
চমকি উঠিলে কেন, কি হেতু কাঁপিছে
দেহ তব? তন্দ্রাবেশে নবীনা গর্ভিণী
কত বিভীষিকা দেখে, তুমিও তেমতি
দেখিলে স্বপন কিবা কহ সবিশেষ।"
ধরিয়া দক্ষিণা-কর কহিল উত্তরা
(বীণায় বাজিল যেন পূরবী রাগিণী)
"স্বপ্ন নহে প্রিয়সখি, নহে বিভীষিকা,
তোমার মধুর গান শুনিতে শুনিতে
কি জানি কি অন্যমনা হইনু এখনি,
সহসা বাহিনী-কণ্ঠ-জয়ধ্বনি-রবে
কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ, এখনো দক্ষিণে!
কি যেন আশঙ্কা প্রাণে আসিছে ঘনায়ে!
শূন্যময় সব যেন—সব তো রয়েছে
তবু কি হারানু যেন লাগিছে এমনি!
ভাল তো আছেন সখি, প্রাণাধিক মম,
গুরুজন, বন্ধুজন, পাণ্ডবী বাহিনী?
প্রতিদিন সন্ধ্যা-শেষে বিরামের তরে
আসেন জীবিতনাথ দাসীর সকাশে;

নিত্য আমি মন-সাধে—জান তো সজনি,
সেবি সে চরণযুগ, অগুরু চন্দন
দিয়া শ্রান্ত বর অঙ্গে, নব পুষ্পদামে
শোভি তাঁর কণ্ঠ ; করি চামর বীজন
ধীরে ধীরে ; কত মানা করেন আমারে
প্রাণনাথ, কিন্তু আহা পতি-সেবা সম
রমণীর লোভনীয় কি আছে জগতে ?
সেই সুখ-লোভে আমি নাহি মানি মানা
প্রাণেশের ; কিন্তু আজি দক্ষিণা সজনি,
নিশার প্রথম যাম হইল বিগত,
কেন না আসিলা প্রভু বুঝিতে না পারি।”
উত্তরিলা সুভাষিণী দক্ষিণা সঙ্গিনী ;—
“কল্যাণে আছেন সবে, তুমি বরাননে!
শুনিলে তো জয়ধ্বনি, বীরগণ-রবে।
শত কাজে রত সখি, প্রাণপতি তব
অনুক্ষণ ; বিলক্ষণ চিনি আমি তাঁরে।
সৈন্য-পরিচর্য্যা করে ভৃত্যগণ যত,
স্বচক্ষে কুমার তাহা করেন ঈক্ষণ ;
পীড়িত ব্যথিত জনে সেবেন আপনি
জনক-জননী-স্নেহে ; মন্ত্রণা-আগারে

শূরদল-পুরোভাগে থাকেন সতত।
শিক্ষাগারে নারায়ণ কহেন যখন
নীতিশাস্ত্র, পিতৃপাশে বসিয়া কুমার
সে সুধা করেন পান চকোরের মত।
শত কাজে রত তিনি, তাই, বিধুমুখি,
আসিতে বিলম্ব তাঁর।” আবার হাসিয়া
কহিলা দক্ষিণা (সদা সদানন্দময়ী)—
“রমণী-কটাক্ষ সদা মানে পরাভব
তব বীর-পতি-কাছে ; জানিও নিশ্চিত
অপ্সরা কিন্নরী কেহ রাখেনি ভুলায়ে
সে বীরেশে, তবে তব কিসের ভাবনা ?”
কহিল উত্তরা—“যদি আছেন কুশলে
প্রিয়তম, তবে তাঁর বিরহ-ব্যথায়
উত্তরা অধীরা নহে নিশ্চিত, সজনি !
আনন্দে করুন তিনি কার্য্য যাহা তাঁর,
সেই ভিক্ষা চাহি আমি বিধির চরণে।
তাঁর সুখ মোর সুখ একই জগতে,
তাঁহা বিনা উত্তরার কি আছে আবার ?
অপ্সরা কিন্নরী, সখি, ভুলাবে কেমনে
চিত্তজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ প্রাণেশে আমার ?

যে কুলে জন্মিলা দেব দেবব্রত বলী
বিশ্বজয়ী জিতেন্দ্রিয়, শ্বশুর ঠাকুর,
উর্ব্বশীর গর্ব্বহারী, আত্মজয়ী সদা,
আমি জানি প্রভু মম সে কুল-প্রদীপ
ভুলিয়া রতির পানে না চাহেন কভু।
ভাবি শুধু, প্রিয়সখি ! পাছে কভু তাঁর
ব্যাধি বিঘ্ন ঘটে ; ভালে কি আছে না জানি !”
হেথায় সুভদ্রা দেবী আছেন বসিয়া
পথ চাহি পুত্র-মুখ দেখিবার তরে।
হায় রে ! মায়ের হিয়া কে বোঝে জগতে
মা বিনা ? সুখাদ্য কত রাখিছেন তুলি
স্বর্ণ-পাত্রে ; প্রাণধন খাইবে বলিয়া।
হেন কালে অভিমন্যু প্রণমিল আসি
চরণে ; জননী-হিয়া স্নেহে উথলিল
চাঁদেরে হেরিয়া সিন্ধু উথলে যেমতি।
সমাদরে চুম্বি শির সুভদ্রা কহিলা,—
“কেন এ বিলম্ব, বাপ, চাঁদ মুখ তব
হেরিবারে সারাদিন পথ চেয়ে থাকি ;
অভাগীরে ‘মা’ বলিতে, তোমা বিনা আর
কেহ নাই, সে কথা কি নাহি পড়ে মনে ?”

মাতৃস্নেহ-সুধা-ঢেউ উছলি উছলি
ভিজাইল বীর-বক্ষ, বিনীত কুমার
কহিল সস্মিত মুখে কৃতাঞ্জলি-পুটে,—
"মা ! তোমারি শুভাশীষে সকল মঙ্গল
এ দাসের ; বহুকাজে রত ছিনু আজি
তাই এ বিলম্ব মম প্রণমিতে তোমা।
শুভ সমাচার কহি, আমারে নৃপতি
সেনাপতি করি কালি পাঠাবেন রণে।
শুভাশীষ দিও, মাতঃ ! যুঝিব প্রভাতে
বীর দ্রোণাচার্য্য সহ পিতৃপুণ্যবলে।"
কহিলা সুভদ্রা,—"মম সার্থক জীবন
তোমা হ'তে, প্রাণাধিক ; যশস্বী সুকৃতী
পুত্র যার, ভাগ্য তার অতুল জগতে।
কল্যাণ করুন বিধি, পিতৃ-যশ তব
তোমা হ'তে সমুজ্জ্বল হউক ত্রিলোকে।
আর কি বলিব, বাপ, হও চিরজীবী
এমনি আনন্দ দিও বান্ধব স্বজনে।"
খাইয়া মায়ের দত্ত সুখাদ্য পানীয়,
চলিল কুমার সুখে যেখানে উত্তরা;
মধুমাসে গন্ধবহ যায় যথা ছুটি

রসাল মুকুল-মালা শোভিছে যেখানে।
খুলিল স্ফটিক দ্বার, চমকি চাহিলা
বিরাটনন্দিনী ; দ্রুত পশিলা আসিয়া
অভিমন্যু ; মেঘজাল সরায়ে সহসা
হাসিল শশাঙ্ক যেন, বাঁচিল চকোরী।
নীরবে মনের কথা কহিল নয়ন,
নীরবে হাসিতে হ'ল হাসি-বিনিময়,
আকর্ষিল লৌহে যেন অয়স্কান্ত মণি,
তাই দোঁহে দোঁহা পানে চলিল ছুটিয়া।
শিথিল মৃণাল-বাহু রাখি পতি-গলে
কহিল উত্তরা,—"আজি বিলম্বে তোমার,
হ'তেছিল পোড়া মনে কত যে যাতনা
কি বলিব, প্রিয়তম ? কালি হ'তে আর
দহিও না এ দারুণ কুচিন্তা-অনলে,
দাসীর হৃদয়, নাথ!" বলিতে বলিতে
বহিল আকুল অশ্রু যুগল নয়নে।
চুম্বি সিক্ত আঁখিযুগ কহিল কুমার,—
"কেন অশ্রু, প্রাণাধিকে, কমল-নয়নে ?
কিসের ভাবনা, তব সুকুমার বুকে ?
পিতৃমাতৃ-আশীর্ব্বাদে, তব পুণ্য-বলে

সুপ্রভাতে, তব পতি সেনাপতি রূপে
যুঝিবে আচার্য্য সনে ভূপতি-আদেশে।
কি গৌরব দেখ, প্রিয়ে, বিধির করুণা
মূর্ত্তিমতী হয়ে যেন উত্তেজিছে মোরে!
কখন্ পোহাবে নিশা, কখন, প্রেয়সি,
দ্রোণ-সনে শস্ত্রালাপ করিব সাদরে?"
সোহাগে হাসিয়া বালা কহিল প্রাণেশে,—
"প্রভাতে যুঝিবে যদি সেনাপতি হয়ে,
এবে তো উত্তরাপতি, কর অনুমতি,
চরণ সেবিবে দাসী, গাহিবে গায়িকা।
আতপ-তাপিত তুঙ্গ অচল-শিখরে
হিমাংশুর অংশু যেন সহসা পড়িল।
হাসিয়া আর্জ্জুনি তবে বসাইল বামে
প্রিয়ারে; মিলিল যেন চন্দ্রমা-রোহিণী!
অথবা বসন্ত যেন আসিল জগতে
বাসন্তী লক্ষ্মীর সনে; আসিল অমনি
তারাদল কিম্বা ফুল্ল ফুলদল সম
সখীদল; উথলিল আনন্দ উল্লাস!
কেহবা পূরিল বীণা, কেহবা গাহিল
কলকণ্ঠে; কেহ সুখে দিল করতালি।

যেন রে পাপিয়া পিক মধু ঢালি দিল
মধুমাসে, রমণীয় বন উপবনে !
মঞ্জুকেশী উত্তরার কবরী বেড়িয়া
সোহাগে পরায়ে দিল মল্লিকার মালা,
নিশার ললাটে যথা তারাময়ী সিঁথি ।
দুজনে ভাবিতেছিল—"স্বর্গ-সুখ-মাখা
অই নীলপদ্ম-নেত্রে, অই চন্দ্রাননে !"
হেরি সে আনন্দ-ভরা যুগ চন্দ্রানন
সবে সুখী ; ভাবী কথা ভাবিয়া কেবলি
কাঁদিল যামিনী দেবী! জলদাবরণে
ঢাকিল ললাট-রত্ন শশাঙ্কে সুন্দরী ।
ফেলিয়া নীহার-অশ্রু, অনন্তের পথে
সমীরণ চলি গেল হায় হায় করি !

ইতি শ্রীবীরকুমার-বধ-কাব্যে উপক্রমো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ ।
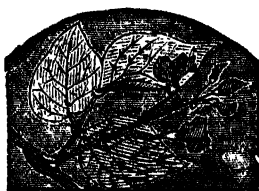
দ্বিতীয় সর্গ।

অস্তমিত অংশু সহ শীতাংশু সুন্দর,
ত্রিযামার মণি রত্ন—জ্বলিছে তারকা
আকাশের নীল বক্ষে, বিশুভ্র চন্দনে
সুশোভিত শ্যাম-অঙ্গ বৃন্দাবনে যথা।
দ্বিতীয় প্রহর গত, নিশাবিনোদিনী
ধরাতলে একেশ্বরী, রাজেন্দ্রাণী সমা।
কুরুক্ষেত্র-মাঝে এবে বিনিদ্র নয়নে
কৌরব-শিবিরে, বসি রাজা দুর্য্যোধন
একাকী শয়ন-গৃহে, চিন্তিত অন্তরে।
খুলিয়া গবাক্ষ-দ্বার ক্ষণেক চাহিয়া
যামিনীর স্তব্ধ দেহ করিল ঈক্ষণ।
কহিল আকাশে চাহি,—"কোথা জয়দ্রথ,
কি আছে তাহার ভাগ্যে?—অথবা সে কথা
কেন কহি, এ জগতে কেবা নাহি জানে

ভক্তাধীন ভগবান্ চিরকাল তরে ?”
আবার সম্মুখ-গৃহে, ফিরিল ভূপতি ;
সুবর্ণ পালঙ্ক ’পরে রয়েছে ঘুমায়ে
তনয় লক্ষ্মণ, যেন শিশু শশধর !
বিমল, কনক-কান্তি, কিন্তু কুস্বপনে
বিবর্ণ সুষুপ্ত মুখ, থাকিয়া থাকিয়া।
চাহি সেই মুখ পানে ফেলি দীর্ঘশ্বাস
কহিল নৃপতি,—“মোরে রাণী ভানুমতী
কহিল বিদায়-কালে,—‘লহ প্রাণেশ্বর !
দাসীর সর্ব্বস্ব-ধন কুমার লক্ষ্মণে ;
দেবতার আর গুরুজনের কৃপায়
মহাসমরের শেষে দিও পুন আনি
মম বক্ষে।” এই কথা কহিতে কহিতে
ভিজিল কমল-আঁখি, হেমন্তে যেমতি
সরসী-কুসুম ভিজে শিশির-আসারে।
রণচিন্তা-মগ্ন চিত্তে, বিরামের বেলা
সেই আর্দ্র আঁখিযুগ কেন দেয় দেখা ?
জানি না অদৃষ্ট-গতি ; কিম্বা কি জানিব ?—
পাণ্ডবের স্নেহবশে পিতামহ এবে
লভিয়াছে, শরশয্যা আপন ইচ্ছায়।

দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ আদি দিকপাল সম
যুঝিতেছে মোর তরে করি প্রাণপণ।
অন্য তো দূরের কথা, এই বাহু মম
ধরে মত্তহস্তিবল, বৃকোদর বিনা
মম যোগ্য অরিপক্ষে নাহি বলী কেহ।
"অসহ্য শত্রুর শৌর্য্য—ক্ষত্রিয়ের কুলে
হেন কুলাঙ্গার কেবা সহে অনায়াসে?
সেই রাজসূয় যজ্ঞ—এখনো স্মরিলে
তাড়িত প্রবাহে ছুটে সর্ব্বাঙ্গে শোণিত!
স্বচক্ষে দেখিনু, বসি যাজ্ঞসেনী সনে
রত্নাসনে যুধিষ্ঠির—রাজরাজেশ্বর।
মণিময় ছত্র শিরে, রাজদণ্ড করে,
চামর-সমীরে দেহ জুড়ায় পামর!
স্তুতি করে বন্দিগণ কত ছন্দ গাহি,
লক্ষ রাজা করযোড়ে মাগিছে প্রসাদ!
সেই মণিময় সভা—ময় নিরমিল
তুষিতে অর্জ্জুনে, হায় কৃষ্ণের আদেশে।
অদ্বিতীয়া সভা-শোভা, বিচিত্র, সুন্দর,
চাহিতে ঝলসে আঁখি, ঝল মল করে
রত্নরাজি-বিভা, যেন উজলা বিজলী!

তাহে বহু ইন্দ্রচাপ প্রকাণ্ড আকারে
বিরাজিছে স্তম্ভরূপে, উপরে তাহার
বিচিত্র বিশাল ছাদ, জ্বলিছে উজলি
পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্তমণি,
কিবা চারু কারুকাজ আলেপন সম !
বিচিত্র সুবর্ণবস্ত্র লহরে লহরে
দুলিছে ঝালর 'রূপে, কে দেখেছে কবে
সে ঐশ্বর্য্য, ধরাতলে দ্বিতীয় অমরা ?
এদিকে ভীমের দর্প—বজ্রধ্বনি যেন
মহারঙ্গে, গিরিশৃঙ্গে করে প্রতিধ্বনি।
অর্জ্জুনের যশোরাশি—বায়ু যথা বহে
মন্দারের গন্ধ পশি নন্দন কাননে।
সে নকুল সহদেব আনন্দে আকুল,
কৃষ্ণের প্রভুত্ব সেই অসহ্য মরমে।
আমি যেন দীনহীন করুণা-কাঙালী
বসেছিনু এক পাশে, দেখিনু চাহিয়া—
উপহাস-মাখা হায়, অসংখ্য নয়ন !
সে সাম্রাজ্য, যত কার্য্য যবে স্মরি মনে
ইচ্ছা হয় রক্ত মাংস বিলাই এখনি
শৃগাল কুক্কুর-দলে, খাউক ছিঁড়িয়া

কলিজা-হৃদয়-পিণ্ড, শ্যেন বা গৃধিনী!
যে মরে মরুক রণে, ক্ষতি নাহি তাহে
বিপক্ষে তুষিবে লক্ষ্মী অসহ্য আমার!"
আবার গবাক্ষ হ'তে হেরিল ভূপতি;
নিরখিল জয়দ্রথ আসিছে ফিরিয়া।
শশব্যস্তে আহ্বানিল খুলিয়া দুয়ার;
ধীরে ধীরে সিন্ধুরাজ প্রবেশিল আসি।
চন্দনচর্চ্চিত ভাল, রুদ্রাক্ষের মালা
বিলম্বিত বক্ষমাঝে, গিরি-দেহে যেন
দুলিছে ফণীন্দ্র, কিম্বা তরু-দেহে লতা।
আচ্ছাদিত দীর্ঘ দেহ গৈরিক বসনে,
করে শর, অগ্নি-বিভা উঠিছে উজলি।
সুধিলা বারতা রাজা,—"কহ মহামতি!
পূজা-বিবরণ তব; প্রত্যক্ষ হইয়া
বর দিলা কিনা হর প্রসন্ন অন্তরে।"
উত্তরিল জয়দ্রথ,—"পূজিনু যতনে
মহেশের পদাম্বুজ, নব বিল্বদল,
বকপুষ্প, তীর্থোদক, শুভ্র মলয়জে।
কক্ষ বাদ্য, গালবাদ্য, করি যথাবিধি
হইলাম ধ্যানে মগ্ন; কতক্ষণ পরে"

মন্দিরের অন্ধকার নিস্তব্ধতা ভেদি
উঠিল গম্ভীর স্বর,—'কি চাহ মানব!
শিবের সেবক নন্দী, প্রভুর আজ্ঞায়
জিজ্ঞাসিছে, কহ তুমি, কি চাহ মানব?'
উন্মীলিনু আঁখি আমি, আনন্দ-লহরী
উথলিল হৃদি-তলে! অন্বেষিনু কত
নন্দীরে মন্দির-মাঝে, কিন্তু নেত্রে মম
না হইল প্রতিভাত দেব-কান্তি তাঁর।
ক্ষমিও রাজেন্দ্র, মোরে—সে স্বর শুনিয়া
যা' ছিল সঙ্কল্প তাহা ক্ষণেক ভুলিনু,
কহিনু,—'প্রণমি দেব! ও রাঙা চরণে,
কি চাহিব ক্ষুদ্র নর, জীবনের শেষে
স্থান যেন দেন বিভু চরণ-কমলে।—'
"বলিতে বলিতে কথা উঠিনু চমকি,
ধিক্কারিনু বিস্মৃতিরে, দলিনু চরণে
দুর্ব্বলতা, মুক্তকণ্ঠে কহিনু অমনি,—
'চাহি আমি, মহাভাগ! কুরুক্ষেত্র-রণে
নাশিব পাণ্ডব পঞ্চ, রজনী-প্রভাতে।'
উচ্চারিল দেবদূত উচ্চরবে হাসি,
'ধিক্ হেন কুবুদ্ধিরে, শুভকর যাহা

বলিতে বলিতে মূঢ়, আবার ভুলিলে ?
আত্মোন্নতি, ধর্ম্ম, মোক্ষ উপেক্ষিত তব,
প্রার্থনীয় পরপীড়া! ধিক্ দুরাশয়ে!
হিত ইচ্ছি কহি আমি, ত্যজি কুবাসনা
অন্য বর চাহ ভদ্র, জিঘাংসা-অনলে
পুড়িয়া মরিছ কেন, কেন এ দুর্ম্মতি ?'
সেই মর্ম্মভেদী হাসি, তীব্র তিরস্কার
অর্জ্জুনের বাণ সম তীক্ষ্ণ মর্ম্মঘাতী।
মুহূর্ত্ত অধীর চিত্ত পুন আনি বশে,
কহিলাম,—'মহাত্মন্! শত্রু নাশ বিনা
অন্য বর নাহি চাহি উমেশের পদে।—
বর যদি দেহ মোরে, নিশা-অবসানে
পঞ্চ পাণ্ডবেরে যেন বিনাশিতে পারি।'
কহিল শঙ্কর-দাস,—'কি আর কহিব,
কালের করাল গ্রাসে স্বেচ্ছায় পড়িবে
যে মূঢ়, রক্ষিবে তারে কেবা ত্রিভুবনে ?
কিন্তু তুমি কোন কীট—একাকী বধিবে
পঞ্চজনে ? তারা সদা ধর্ম্মকর্ম্মে রত!
ধর এই দিব্য অস্ত্র, রবে যতক্ষণ
এই অস্ত্র তব করে, নারিবে জিনিতে,

কেহ তোমা, ইচ্ছাময় দেবের ইচ্ছায়।
যাহারে ত্যজিবে অস্ত্র, মরিবে নিশ্চিত
সেই জন; কিন্তু মাত্র নাশি একজনে
শিবতেজোময় অস্ত্র পশিবে কৈলাসে।
আর এক কথা কহি, এই অস্ত্র ল'য়ে
পতিরতা, জিতেন্দ্রিয়া, সাধ্বী রমণীরে
প্রণমিবে ভক্তিভরে, থাকিতে শর্ব্বরী,
নতুবা বিপদ তব নিশ্চিত ঘটিবে।'
সহসা পড়িল শর, খসিল চপলা
পয়োবাহ হ'তে যেন, আনিনু কুড়ায়ে;
চলি গেল দেবদূত, উদ্দেশে প্রণমি
আমিও আসিনু হেথা, দেখ, নরোত্তম,
কি ভাস্বর দেব-শর ভাস্কর যেমতি!
এ শরে বধিব কা'রে, পার্থ, বৃকোদর,
কিম্বা যুধিষ্ঠিরে, তাহা কহ নরপতি।"
নিরখিল দুর্য্যোধন দেবের আয়ুধ,
ইরম্মদ-বিভা হেন ধাঁধিছে নয়ন।
প্রণমিয়া শিব-শরে, কহিল ভূপতি,
"ধন্য তুমি মহারথ! তোমার সাধনা
এত দিনে সিদ্ধকাম করিল আমারে।

বুঝিতে মানব-চিত্ত দেবের ছলনা
কত মৃত, ধন্য তুমি আসিলে জিনিয়া !
জানিলাম, প্রিয়বর, আগামী প্রভাতে
ভীম কিম্বা ধনঞ্জয় ত্যজিবে জীবন।
এতদিনে জানিলাম পূর্ণ আশা মম,
কৌরবের রাজলক্ষ্মী হইল অচলা।
প্রাণসম সখা তুমি, পূর্ব্ব-পুণ্য-বলে
পেয়েছি তোমারে তাহে নাহিক সন্দেহ।
যাও শূর, নিশাযোগে আরোহি স্যন্দন
হস্তিনায়, রাজপুরে, জননীরে মম
আইস প্রণমি, তিনি সাধ্বী পতিরতা ;
লভিলে আশীষ তাঁর, দেবতার বরে
সকল মঙ্গল হবে নাহিক সন্দেহ।”
আলিঙ্গি দুঃশলা-নাথে রাজা দুর্য্যোধন
হস্তিনার পথে ত্বরা দিল পাঠাইয়া।
হেথায় হস্তিনাপুরে রাজ-অবরোধে
সহসা সুষুপ্তি হ’তে জাগিলা গান্ধারী ;
সন্তাপিত চিতে দেবী চাহি চারিভিতে
কহিলা,—“বিধাতা বাম দাসীর উপরে,
জুড়া’তে প্রাণের জ্বালা স্মরিনু নিদ্রায়

হায় সে চলিয়া গেল দুঃস্বপ্ন দেখায়ে!
কমলা আকুলা যেন চাহেন ছাড়িতে
রাজপুরী; তাই আমি কতই কাঁদিনু
পড়িয়া সে পদতলে, বালিকা যেমতি
কাঁদে জননীর কাছে, রোষে মাতা যবে।
প্রবোধি করুণাময়ী কহিলা আমারে,
'গান্ধারি! ছাড়িতে তোমা নাহি চাহে মন
কিন্তু বাছা, কি যে করি বুঝিতে না পারি,
যে অধর্ম্ম আচরিছে পুত্রগণ তব,
বসুন্ধরা-বক্ষ সদা বিদরিছে তাহে!'
অমনি ভাঙিল নিদ্রা, এ পোড়া কপালে
আরো কি ঘটিবে তাহা জানেন বিধাতা।
হায় রে হস্তিনে! তোরে পূর্ব্বরাজগণ
পালিত কতই যত্নে, ছিল তোর খ্যাতি
রত্নগর্ভা বলি, হায় এত দিন পরে,
সকল গৌরব যশ ডুবিল অতলে!
হায় দেখিতেছি তোরে, গান্ধারীর মত
শূন্যময় হৃদি তোর, চন্দ্রহীনা যথা
বিভাবরী!" এত বলি কুরু-রাজ-মাতা
বসিলেন বাতায়নে বিষাদ-আকুলা।

গজদন্ত-বিনির্ম্মিত পালঙ্কে বিশ্রাম—
লভিছেন অন্ধরাজ ; নিদ্রা তেয়াগিয়া
স্মরিলা জায়ারে, দেবী আসিলা নিকটে।
কহিলেন ধৃতরাষ্ট্র মধুর বচনে,—
"দিবানিশি মহাদেবি, আকুলতা তব
পারি না সহিতে হেন, কেন এ বেদনা ?—
কি আতঙ্ক প্রাণে তব ? এখনো জীবিত
অবিধবে ! পতি তব, পুত্র শত জন,
কি আতঙ্ক প্রাণে তব ? এখনো সেবিছে
ভারতের রাজলক্ষ্মী তনয়ে তোমার।"
প্লাবনে সলিল যথা উঠে উথলিয়া
ছাপায়ে তটিনী-বক্ষ, উঠিল তেমনি
শোকাবেগ সতী-হৃদে, পতির বচনে।
সম্বরিয়া মহাপ্রাণা মহাধৈর্য্যে পুনঃ
সে উচ্ছ্বাস, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তখন
উত্তরিলা—"হায় প্রভো, কত দোষে দোষী
এ দাসী বিধির পদে, তাই দিবানিশি
লেলিহান হুতভুক্ শতমুখ দিয়া
দহিছে আমারে, আমি কহিব কি আর!
লোকে বলে—'গান্ধারীর শত পুত্র বলী'

কিন্তু দেব! জানে শুধু জ্ঞানী যেই জন,
শত মহাপাপ তারা, শত ব্রহ্মশাপ
মূর্ত্তিমান্, কলঙ্কিতে পুণ্য কুরুকুল!
যখন জন্মিল পুত্র, সে অশুভ ক্ষণে
আকাশে গর্জ্জিল বজ্র অমঙ্গল জানি—
শৃগাল-কুক্কুর-খর নাদিল বিকট,
পেচক প্রাচীরে বসি ডাকিল কুরবে,
গৃধিনী প্রাসাদ-চূড়ে পড়িল উড়িয়া,
খসিয়া পড়িল উল্কা, কাঁপিল মেদিনী,
দেবমন্দিরের চূড়া পড়িল ভূতলে!
ত্যজিতে নন্দনে নাথ, কহিল তোমারে
বিদুর, ধার্ম্মিক, ধীর, শুভাকাঙ্ক্ষী তব।
স্নেহ-বশ চিত্তে হায়, শুনিলে না তুমি
সে বচন, এতদিনে ফলিল সে ফল!
জাগ্রতে স্বপনে আমি হেরি অনুক্ষণ—
কমলা আকুলা সদা, চাহেন ত্যজিতে
পাপমতি দুর্য্যোধনে; পরমায়ু যথা
মুমূর্ষু মানবে হায়, চাহে ত্যজিবারে।”
বিষাদ-কাতর স্বরে কহিলা কৌরব—
“জানি আমি মহাদেবি, আমাদের পাপে

অল্পবুদ্ধি-পুত্রগণ হেন দুরাচার!
সদা করে কুমন্ত্রণা কুমন্ত্রী সকলে,
তাই তারা রত পাপে; হউক অবোধ
তবু আমাদের বাছা—তাহাদের সুখ
আমাদের প্রার্থনীয়; যাবৎ বাঁচিব
করিব আশীষ মোরা, প্রসন্ন বদনে।"
"বৃথা এ মমতা আর" কহিলা গান্ধারী—
"বৃথা মহারাজ, কেন আত্ম-প্রবঞ্চনা?
বিনা দোষে হিংসে যারা ভ্রাতৃবন্ধু জনে
তাহাদের সুখে সুখী না করুন বিধি—
যে ব্যাঘ্র শোণিত পান করে অনায়াসে
নির্দ্দোষীর, তার সুখে ভাগ চাহে কেবা?
দেখ স্মরি বাল্যকালে—যে কালে মানব
প্রফুল্ল ফুলের তুল্য নিষ্পাপ নির্ম্মল,
দেখ স্মরি, সেই কালে দুরাশয়গণ
বিষপান করাইল ভাই বৃকোদরে,
বলিষ্ঠ সে, তার হায় এই অপরাধ!—
বিধি রক্ষিলেন সেই নির্দ্দোষ কুমারে।
পুনঃ দেখ পুত্রগণ কৈশোরে আবার
নির্ম্মাইল জতুগৃহ, জননীর সহ—

পোড়াইতে পঞ্চজনে, বুঝিল না হায়!
ধার্ম্মিকে আপনি ধর্ম্ম করেন রক্ষণ।
বিধির কৃপায় পুনঃ হইল উদ্ধার
মাতৃসনে পঞ্চজন, দৈব-করুণায়
লক্ষ্য ভেদি' দ্রৌপদীরে করিল বিবাহ।
শুনিয়া সে কথা তুমি আনিলে আদরে
তাহাদের, তাঁরা তব আজ্ঞাবহ সদা।
স্নেহে সমাদরে তুমি করিলে প্রদান
ইন্দ্রপ্রস্থ যুধিষ্ঠিরে; বাহুবলে তা'রা
রাজ্য ধন যশ মান অর্জ্জিল সকলি।
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিল যখন,
আমাদের শতপুত্র (কুরুকুলাঙ্গার)
অমনি মরিল পুড়ি' অসূয়া-অনলে!
কুমন্ত্রিগণের সহ করিয়া মন্ত্রণা,
ঘৃণিত উপায় যত করিয়া সৃজন,
অধর্ম্মী দুর্ম্মতিশ্রেষ্ঠ দুরাত্মা শকুনি
আরম্ভিল দ্যূতক্রীড়া—স্মরিলে সে কথা
এখনো মরম-তল উঠে চমকিয়া।
কপট ক্রীড়ায় জিনি,' লইল পামর
পাণ্ডবের রাজ্য ধন, কুরু-কুল-বধূ-

কৃষ্ণারে আনিল ধরি' সভার ভিতরে
বিবসনা করিবারে ! তাহা নাহি পারি,
কত ছলে, পঞ্চজনে পাঠাইল বনে।
দেখ স্মরি, হিত কথা বুঝাইলা কত
কুরুপতি ভীষ্মদেব, আচার্য্য, বিদুর,
এ দাসী, তুমিও দেব, কত শিখাইলে,
না শুনিল ক্রূরমতি, শুনিল কেবল
ক্রূর হৃদয়ের বাক্য, হায় তারি ফলে
চলি' গেল বনবাসে পাণ্ডুপুত্রগণ।
ত্রয়োদশ বর্ষ তারা বঞ্চি মহাদুখে
মাগিল স্বরাজ্য, যাহা ছিল অঙ্গীকৃত ;
দুর্য্যোধন—দুরাশয় দুর্ম্মতির দাস,
করিল প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, বিনা যুদ্ধে কভু
'সূচ্যগ্র মেদিনী' দিতে চাহিল না আর।
দূত রূপে নারায়ণ হস্তিনায় আসি'
বুঝাইলা কত নীতি ; ভাই পঞ্চজন
মাগিল সে পঞ্চ গ্রাম, ভিখারীর মত ;
তথাপি পৈশাচ গর্ব্বে নরাধমগণ
'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'
উচ্চারিল দম্ভভরে ! দেবোপম বীর

বাসুদেবে বাঁধিবারে করিল মন্ত্রণা!
কুরুসভা-মাঝে যত শুভাকাঙ্ক্ষিগণ
কত উপদেশ দিল, কিন্তু শত ভাই
রহিল বধির হ'য়ে; দেখিয়া নয়নে
মরমে মরিনু আমি দারুণ জ্বালায়।
ভাসিয়া আঁখির জলে কতই সাধিনু
দুর্য্যোধন-করে ধরি', কি পাষাণ হিয়া
অভাগার, দুরাচার পরশ্রীকাতর,
সে অশ্রু-বন্যায় তার ভিজিল না মন।
কহিল সে—'যেই আজ্ঞা করিবে জননি,
পালিব তা' কিন্তু কভু নারিব পালিতে
প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া আমি, আদেশ তোমার।
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব পাণ্ডবের করে
রাজ্য ধন, কিম্বা মৈত্রী তাহাদের সনে
করিব না এ জনমে দৃঢ়পণ মম।
এমনি কুবুদ্ধি-রাহু বিবেক-তপনে,
গ্রাসিয়াছে পূর্ণগ্রাসে, চিরকাল তরে!"

"আর না কহিনু কিছু, নয়নের ধারা
আঁচলে মুছিয়া ঘরে আসিলাম চলি।
সে দিনে বুঝিনু প্রভো, বিমুখ বিধাতা

দুর্য্যোধন আর তার সহোদরগণে।
তাই সেই দিন হায়—যে দিন তাহারা
রণবেশে সাজি' সবে লইতে বিদায়
আসিল আমার কাছে; মাগিল আশীষ
শতপুত্র শত শির লুটি' পদতলে।
কহিল আমারে—'মাতঃ! কর আশীর্ব্বাদ
মোরা যেন হই জয়ী, কুরুক্ষেত্র-রণে।
একাদশ অক্ষৌহিণী বাহিনীর পতি
দুর্য্যোধন পুত্র তব; ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ,
রাধেয় সহায় তার, হয়, হস্তী, রথ,
পদাতিক অগণিত; শুভাশীষ দেহ।'
তখন নয়নে অশ্রু উঠিল উথলি
আমার, অমনি তাহা সম্বরিণু আমি
যেমন অঙ্কুশাঘাতে প্রমত্ত বারণে
নিবারে নিষাদী সদা; কহিনু তখন
'জানিছ তো বৎসগণ! ক্ষুদ্র নারী আমি,
কি হবে আশীষে মম না পারি বুঝিতে।
অনাদি অনন্ত কাল দেখ যুগে যুগে
জয় পরাজয় কিসে, আগ্নেয় অক্ষরে
লেখা আছে জগতের ললাট-ফলকে,

'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ' বিধির বিধান।'
এখনো সে দৃশ্য প্রভো, জাগিছে নয়নে,
চমকে পথিক যথা গর্জ্জিলে অশনি
(একাকী প্রান্তরমাঝে) শুনি মোর কথা
চমকি উঠিল হায়, তাহারা তেমতি।
আশীষিছ তুমি নাথ, স্নেহের উচ্ছ্বাসে
তব পুত্রগণ-জয় ; সে যে বিষময়
জগতের ; মানবের অভাগ্য কেবলি।
ডিম্ব ভাঙি' উঠে যবে কাকোদর-শিশু,
(মায়ের হৃদয়ানন্দ) বিষদন্তে তার
ডরে না কি বিশ্ববাসী মরণের ডরে ?
পরাজয়ে, পুত্র-শোকে পুড়িবে হৃদয়
আমাদের ; কিন্তু নাথ ! দেখ চিন্তি' মনে
কালের অনন্ত স্রোতে আসে যায় কত
ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী বা দুর্য্যোধন আদি।
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যারা পাইবে নিস্তার
তারা কি শমন-দণ্ড পারিবে এড়াতে ?
কেন তবে বসুমতী অধর্ম্মের তরে
হইবে পীড়িতা সদা ; কুপুত্রের হেতু
কাতরা জননী যথা এ অবনীতলে।

কহ তবে নরনাথ, আমরা দুজনে
স্বার্থ লাগি এ অনর্থ কেমনে চাহিব?
সত্য বটে পুত্রশোক দারুণ ভীষণ,
কিন্তু তার সীমা আছে—নশ্বর নরের
পরমায়ু কতদিন? অনিত্যের তরে
কেন নাথ, নিত্যধনে দিব জলাঞ্জলি?"
কাতরে করুণ-স্বরে আম্বিকেয় ধীরে
কহিলেন—"মহাদেবি, সত্য তব কথা;
কিন্তু বুঝাইলে চিত্ত প্রবোধ না মানে,
বুঝি না এ দুর্ব্বলতা কেন মানবের?
ভাবি' দেখ মনে মনে, তনয়-বিহনে
কেমনে ধরিব প্রাণ, রাজ-রাজেশ্বর
দুর্য্যোধন পুত্র মম, কুরুকুল-রবি!—
প্রতাপে গৌরবে মরি কেবা তার সম?
হয় তো বিধির ইচ্ছা শুভময় হ'য়ে
দিবে শুভ বুদ্ধি তারে; কৃষ্ণপক্ষ-শেষে
হাসে যথা চন্দ্রকলা সায়াহ্ন-গগনে।
হয় তো সমর-শেষে (লভিলে বিজয়)
সুমতি হইবে পুত্র, অসম্ভব কিবা,
অচিন্ত্য বিধির ইচ্ছা কে বোঝে জগতে?"

সাশ্রুনেত্রে হাসিলেন গান্ধারনন্দিনী,
অভ্র-অঙ্গে পয়ঃ-সঙ্গে খেলিল চপলা !
বিনয়-বচনে দেবী কহিলা পতিরে—
"সে দুরাশা, প্রাণেশ্বর ! ফুরায়েছে হায় !
মধুর অসত্য বহি' কি সুখে বাঁচিব,
কর্কশ হউক সত্য তবু তাহা চাহি ;
ফুলময় পথে পান্থ কি সুখে ভ্রমিবে
যদি সে কুসুমমাঝে থাকে কালফণী !
গ্রাসিয়াছে পাপ-রাহু স্নেহের সন্তানে ;
সে তো নাহি এ জনমে উগারিবে আর !
কেন নাথ, ক্ষুব্ধ হেন দাসীর বচনে,
জননীর স্নেহ কবে করে কৃপণতা
কুসন্তানে ? তরুবরে আঘাতে যে নর
তারে সে প্রদানে ছায়া সুমধুর ফল !
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন আদি পুত্রগণ
স্নেহে প্রাণাধিক মম ; তাদের শৈশব,—
মধুমাখা হাসি আর আধ আধ ভাষা
এখনো জাগিছে যেন হৃদয়ে আমার।
কিন্তু দেখ পুত্র মিত্র সকলের আগে
প্রাণপ্রিয় ধর্ম্ম সত্য, তাই বলি পুনঃ

নীচ-স্বার্থ, বহু উচ্চ বিশ্বের মঙ্গল;
দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির যাহার কল্যাণে
বিশ্বের কল্যাণ হবে, হোক্ তারি জয়।
আমি তব দাসী, আজি কি শিখাব তোমা ?
যা ইচ্ছা করুন বিধি আমার কপালে;
সম্রাট্-জননী কিম্বা পথ-ভিখারিণী—
করুন মঙ্গলময় মঙ্গলের তরে—
তাহাই সহিব আমি, তুমিও সহিবে,
সকলি অজেয় শক্তি দেন সহাইয়া।
জীবনের সম নাথ, সুখ-দুঃখ-রাশি
অস্থির চঞ্চল সদা, কে জানে কখন
কি ঘটিবে নরভাগ্য কেবা বোঝে কবে ?
অই যে নির্ম্মলা নিশা, হয়তো এখনি
গর্জ্জিবে ভীষণ বজ্র কাল মেঘ-কোলে!
এই যে প্রাসাদ নাথ, দ্বিতীয় অমরা,
(সুধা-ধবলিত সৌধ) পড়ে বা এখনি
শত শত খণ্ড হ'য়ে রাজপথ-মাঝে।
অদৃষ্ট-লিপির লেখা কে পড়িল কবে,
কে জানে কখন, কোথা, কোন ক্ষণে কার
ফুরাবে কামনা আশা চিরারাধ্যতম ?

সকলি নশ্বর, শুধু অনন্ত অক্ষয়
ধর্ম্ম-ধন! চিরদিন সহায় সম্বল!'
তাই তো অসহ্য তাপে তাপিত হৃদয়
সদা মম; হা অদৃষ্ট! সোদর শকুনি
পাপাচারী, পুত্রগণ পাপে রত সদা,
জামাতা সৌবীরপতি পাপমতি, হায়!
আমার বান্ধব এঁরা! এ দারুণ কথা
ভাবি যবে নরনাথ, শুকায় পরাণ।
ধর্ম্মের সুগম পথ স্বেচ্ছায় ত্যজিল
মূঢ়গণ, কাল-বশে অভাগা যেমতি
সুধা ত্যজি বিষ পিয়ে মরিবার তরে।
সেই পাপানলে আগে হইলা আহুতি
মহামতি পিতামহ, তবু না বুঝিল
ভয়াবহ পরিণাম, গর্ব্বান্ধ এমনি!
তাই আমি কহি, প্রভো! কাজ নাহি আর
এখানে বসতি করি, চল যাই দোঁহে
কান্তারে, পরম-ব্রহ্ম-আরাধনা তরে।
ও চরণ সেবি' সদা, জুড়াইব জ্বালা!
কুরুক্ষেত্র ভারতের বিরাট শ্মশান,
পুড়িবে সমরানলে দিনে দিনে সেথা—

অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী! কি হবে শুনিয়া
সে ভীষণ বার্ত্তা আর সঞ্জয়ের মুখে!”
হেথা রথে জয়দ্রথ, ছুটিছে তুরঙ্গ
ঊর্দ্ধমুখে, পদভরে বিধূনিতা ধরা।
কতক্ষণে উত্তরিয়া নগর-তোরণে,
ডাকিল সৌবীরনাথ দিয়া পরিচয়
দ্বারপালে; শুনি কথা ত্বরায় আসিয়া
খুলিল নগরপাল লোহার কবাট
বজ্ররবে; জয়দ্রথ পশিল নগরে।
দেখে বীর রাজপথে আলোকের মালা
জ্বলিছে উজলি পথ, পরিখা, প্রান্তর।
নীরব হস্তিনা যেন রয়েছে পড়িয়া
প্রাণহীন দেহখানি; যদিও রয়েছে
সে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, সেই দুই পাশে
শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজি আতপবারণ,
পথিকের ক্ষুধা-হর সুধা-ফল-ভরা,
সে সরসী, শুভ্র শিলা-বিনির্ম্মিত ঘাট;
সেই পুষ্পোদ্যান, তীরে শোভে মাঝে মাঝে
লতাকুঞ্জ, শিলাতল; নীরবে ফুটিছে
মল্লিকা, মালতী, চাঁপা, অশোক, বকুল;

সেই সে বিপণিশ্রেণী, জনশূন্য এবে,
গিয়াছে বিক্রেতা ক্রেতা কুরুক্ষেত্র-রণে।
হয়-হস্তি-শালা সেই, শূন্যময় এবে,
গিয়াছে সমর-ক্ষেত্রে করী, বাজিরাজি।
উচ্চচূড় দেবগৃহ, নীরবে দেবতা
মানবের কদাচার দেখিছেন যেন!
সেই শ্বেত সৌধশ্রেণী (রাজপুরী চারু)
কনক-কলস শিরে, উড়িছে পতাকা
স্বর্ণময়ী, লৌহময় বিশাল কবাট,
জাগে দ্বারপালগণ কালান্তক সম।
জয়দ্রথে হেরি, সবে সম্ভ্রমে প্রণমি
ছাড়িল দুয়ার, শূর অবাধে পশিল।
দেখিল সে রাজসভা, যেখানে বসিয়া
শাসিত বিশাল রাজ্য কুরুরাজগণ।
বিজয়ী বীরেন্দ্র যত দৃপ্ত বাহুবলে
আস্ফালিত, হুঙ্কারিত সিংহের গর্জ্জনে।
রত্নসিংহাসন হায় রয়েছে এখন
রাজ-শূন্য ; স্বর্ণ ছত্র, বিচিত্র চামর,
স্বর্ণদণ্ড রহিয়াছে, বিধবা-ভূষণ
রঙ্কে যথা অযতনে অঙ্গ-চ্যুত হয়ে।

দূরে রাজ-অন্তঃপুর দেখিল নরেশ
যেথা সুসজ্জিত কক্ষে কুরুসীমন্তিনী
বিকাশি পবিত্র ছটা, করেন বসতি
ঊষার কুসুম সম ; চাহেন সতত
গৃহের রাজ্যের শিব, শিবেরে পূজিয়া।
সকলি নীরব আজি, বজ্রাঘাতে যেন
পুড়িয়াছে বসন্তের রম্য বনস্থলী,
অথবা কনকলঙ্কা পুড়িল যেমতি
রক্ষরাজ-পাপানলে, রাঘবের শরে।
অমঙ্গল-রাহু যেন আসিছে ধাইয়া
গ্রাসিতে সে হস্তিনার সৌভাগ্য-চন্দ্রমা।
ক্লান্ত চক্ষে চাহি শূর ফেলিল নিশ্বাস—
মনে করি, প্রিয় জায়া দুঃশলা সুন্দরী,
মনে করি মণিভদ্র প্রাণের নন্দনে !
আপনা আপনি কথা বাহিরিল মুখে
"হয় তো জন্মের মত দেখিব না আর !"
পাঠাইল প্রতিহারী গান্ধারী-সকাশে,
রহিল অদৃষ্ট-ভাগ্য প্রতীক্ষা করিয়া।
অন্ধ নরপতি-গৃহে কনক-দুয়ারে,
দাঁড়াইল প্রতিহারী জানায়ে প্রণতি।

নিবেদিল করযোড়ে রাজ-দম্পতীরে—
প্রণমিতে জয়দ্রথ চাহিছে ত্বরায়।
আজ্ঞা দিলা অন্তঃপুরে আনিতে জামাতা
অন্ধরাজ; চমকিয়া কহিলা গান্ধারী—
"সহসা দুর্ম্মতি নাথ, না জানি কি ছলে
আসিয়াছে হস্তিনায়, এ যামিনী-যোগে?
কিবা অভিসন্ধি তার জানেন বিধাতা!
কার সর্ব্বনাশ ইচ্ছে—বুঝিতেছি আমি
যেই কলুষিত চিত্ত, পাপাচারে রত,
সুমঙ্গল, শুভাকাঙ্ক্ষা, কভু নাহি তাহে।
সে মুখ হেরিলে বুক ফাটিয়া আমার
বিষাদ-প্রবাহ আরো উঠিবে উচ্ছ্বসি।
অতএব নরবর! অভ্যর্থিও তারে,
দূরে চলিলাম আমি—যদি সে জিজ্ঞাসে
মোর কথা; অভাগারে বলিও তখন—
যবে এ অধর্ম্ম-যুদ্ধ করি পরিহার
আসিবে হস্তিনাপুরে, জামাতা, তনয়,
ভ্রাতা বন্ধুগণ মম, সাগ্রহে সে দিন
আনন্দে লইব আমি ভকতি-প্রণতি;
অন্যথা আমার সনে হবে না সাক্ষাৎ

কহিও তাহারে প্রভো, বারতা আমার।"
'প্রণমি' পতির পদে চলিলা গান্ধারী
কৌরব-কুলের রমা মূর্ত্তিমতী যেন!
মুমূর্ষুর অন্বেষিত সঞ্জীবনী-সুধা
গেল যেন দেব-দেশে ফাঁকি দিয়া তারে।
শূন্য গৃহে জয়দ্রথ প্রবেশিল যবে,
অলক্ষ্যে নূতন লিপি হইল লিখিত
অদৃষ্ট-ফলকে তার; বিধির বিধানে
কর্ম্ম-ফল নরকুলে কে পারে এড়া'তে?

ইতি শ্রীবীরকুমার-বধ-কাব্যে অস্ত্রপ্রাপ্তির্নাম
দ্বিতীয়ঃ স্বর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

গভীর নিশীথ এবে নীরব ধরণী,
শান্ত সুপ্ত জীবগণ যে যাহার স্থানে ;
যেন গো নিদ্রার কোলে পড়েছে ঢলিয়া
কুরুক্ষেত্র-রণক্ষেত্র কোলাহল-ভরা।
দিবার সে বীরনাদ, আয়ুধ-শিঞ্জন,
রণবাদ্য, জয়গীতি, হয়-হস্তি-রব,
মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, স্যন্দন-নির্ঘোষ-
প্রপূর্ণ সে রণক্ষেত্র নীরব নির্জ্জন,
শব্দমাত্র-পরিশূন্য, মহাশান্তিময়।
যেন কোন মহাযোধ সমরের শেষে,
মহা বীরদর্প ভুলি' রয়েছে ঘুমায়ে ;
অথবা ঝড়ের পরে জলধি যেমতি
প্রশান্ত গম্ভীররূপে রহেন আপনি।
আকাশে জাগিছে তারা, জাগিছে মরতে

চিন্তাকুল চিত্ত যার, ব্যথিত হৃদয়।
আর কুরুক্ষেত্র-প্রান্তে তটিনীর তটে
জাগেন ভারতলক্ষ্মী ইন্দুনিভ-ছটা,
পুঞ্জীকৃত পুণ্য যেন কুরু-নৃপতির
বসিয়াছে, দেবীরূপে ভুবন উজলি!
আলোময় চারিদিক্ বরাঙ্গ-আভায়;
যেন রে অবনীতলে অচলা বিজলী!
কোকনদ-পদযুগ-পরশন-তরে
লহরে লহরে নদী উঠিছে উথলি!
মধুর মৃদুল বায়ু বহিছে তথায়
সে অঙ্গ সুবাস-লোভে; চন্দ্রালোক ভাবি'
কলকণ্ঠ কলকণ্ঠে গাহিছে সঙ্গীত;
বনতরু দাঁড়ায়েছে বনফুলে সাজি'
দিতে সে কমল-পদে সৌরভ-সম্ভার।
হেরিঃ সে পবিত্র-আভা ম'রে যায় লাজে
মরতের পাপ তাপ হীনতা নীচতা—
যথা যবে ঊষা-রাণী বসেন আসিয়া
স্বর্ণাচলে, অন্ধকার পলায় আপনি;
কিন্তু অন্যমনা দেবী চাহিয়া কেবল
কুরুক্ষেত্র পানে, আহা মলিন বদন!

মেঘমাখা শশি-সম ! প্রতপ্ত নিশ্বাস
প্রকাশিছে মরমের বিষাদ-বেদনা।
 হেন কালে যক্ষরাণী—কুবের-বনিতা
মুরজা, আসিল সাথে শত সহচরী।
অম্বর বিদারি' যেন তড়িতের লতা
উরিল অবনীতলে ঝলকে ঝলকে !
ভরিয়া কনক-থালা স্বরগের ফুলে,
সিন্দূর, চন্দন আর পবিত্র তুলসী,
পূত মন্দাকিনী-বারি সুবর্ণ ভৃঙ্গারে
আনিয়াছে সখীগণ ; সকলে মিলিয়া
কমলা-চরণ-তলে করিল প্রণতি ;
মৃদুল সমীর-ভরে ঊষার চরণে
পড়ে যথা ফুলকুল শির লুটাইয়া।
 স্বাগত সম্ভাষি' রমা মধুর বচনে
সুধিলেন,—"কিবা হেতু যক্ষরাজ-রাণী
মুরজা, স্বজনী সহ এ রজনীকালে
মর-দেশে ? কহ শুনি স্বরগ-বারতা।"
কহিলা মুরজা,—"মাতঃ ! বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া
কতদিন নরদেশে আছ পদ্মাসনা,
প্রতিদিন ভাবি মোরা আজি বুঝি আসি'

পবিত্রিবে দেব-ধাম, সে আশা দুরাশা!
শুভতিথি আজি তাই পূজিতে চরণ
আসিনু, আমরা সবে, মা যদি ভুলিলা
সন্তানে, আমরা মা'রে ভুলিব কেমনে?"
পাতিলা কমলাসন যক্ষরাজরাণী,
বসিলা কমলা তাহে, আনন্দে মুরজা
পদধূলি নিলা শিরে; পরম যতনে
চিত্রিলা অলক্ত-রসে, রাঙা পা'দুখানি,
সুন্দর সিন্দূর দিল সীমন্তে সুন্দরী,
কস্তুরীর বিন্দু চারু শোভিল ললাটে,
তুলসী, সুবর্ণ পদ্মে পূজিলা চরণ
যথাবিধি; শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাইল সুখে।
পুড়িল গুগ্গুল ধূপ, সৌরভ বিস্তারি'
দশ দিকে; বারি-ভরা ভৃঙ্গার ধরিয়া
করে সবে প্রদক্ষিণ দিয়া জলধারা।
পুনঃ বসি, পদতলে কহিল মুরজা—
"পাইনু পরম প্রীতি পূজি ও চরণ
তোমারি আশীষে আজি। শুনিনু স্বরগে
দেবর্ষি নারদ-মুখে মরতের কথা।—
ভারতে সমর নাকি, রাজ্যধন তরে?

ভাই ভাই যুঝিতেছে, সত্য কি জননি ?
গুরু শিষ্য, পিতামহ পৌত্রগণ সনে
করিতেছে মারামারি ক্ষিপ্ত পশু সম ?
শুনি এ অদ্ভুত কথা, আমারে কহিলা
বাসব-মহিষী শচী কাতর বচনে,—
'যাহ তুমি যক্ষরাণি, কহিও রমারে
কেমনে আছেন তিনি অশান্তির দেশে ?
দেবেন্দ্রের বরপুত্র বীর ধনঞ্জয়
জয়ন্ত-অধিক মম, ভীষণ সমরে
সে পার্থ কেমন আছে জানিতে বাসনা।'
কহিলেন পদ্মাসনা,—"বহুদিন আজি,
আছি আমি ধরাতলে সত্য যক্ষেশ্বরি,
জান আমি চিরদিন কত ভালবাসি
তোমা সবে, কিন্তু ভাগ্য ! কি করিব বল ?
বলিব কি যক্ষরাণি, এতদিন পরে
মজিল ভারতবর্ষ ! অসূয়ার বশে
মজাইল ক্ষত্রকুলে রাজা দুর্য্যোধন।
নিরন্তর কুমন্ত্রণা, পাপাচার তরে
চঞ্চল পরাণ মম, ব্যথিত হৃদয় ;
সত্য হইতেছে রণ, ভাই বন্ধু মিলি'

রাজ্য ধন-আশে করে বান্ধব-নিধন!
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রাণপণে
যুঝিতেছে অনুদিন, না জানি বিধাতা
কত দিনে এ দুর্দ্দিন দিবেন কাটিয়া।
ইন্দ্র-বর-পুত্র পার্থ অজেয় সমরে
কুশলে অক্ষত আছে, কিন্তু কোন দিন
কেমন থাকিবে, তাহা জানে অন্তর্যামী।
আমি নিজ দুঃখ ভদ্রে! সহিবারে পারি,
বসুধার ব্যথা আর সহেনা আমার।
কত যে কাঁদিছে ধরা, সাধিছে আমারে
নিবারিতে মহাযুদ্ধ, কহিব কি আর?
এ দুঃখের দিনে তারে ছাড়িয়া কেমনে
স্বরগে যাইব আমি? সে হেতু মুরজা
রয়েছি অবনীমাঝে, ত্রিদিব ত্যজিয়া।”
“তুমি, মা! করুণাময়ী, করুণা তোমার
অতুলনা,” করপুটে কহিল বিনয়ে
যক্ষেন্দ্রাণী—“কহ মাতঃ! এ উভয় দলে
কোন রথী সেনা, আর সেনাপতি কেবা?”
কহিলা পীযূষ-কণ্ঠে ইন্দিরা সুন্দরী,—
“কুরুপতি ভীষ্মদেব যুঝি’ দশদিন,

লভিছে বিরাম এবে শর-শয্যা-মাঝে।
দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, জয়দ্রথ,
দুঃশাসন বিকর্ণাদি সেনাপতি এবে,
কৌরবের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা।
পাণ্ডবের সেনাপতি ভীম, ধনঞ্জয়,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, ঘটোৎকচ, বিরাট, পাঞ্চাল,
আদি যত, চমূ সেথা সপ্ত অক্ষৌহিণী,
শ্রীকৃষ্ণ সারথিরূপে অর্জ্জুনের রথে
রক্ষিছে পাণ্ডবগণে সুযুক্তি প্রদানি।
অদ্ভুত কাহিনী শুন, কিশোর কুমার
অভিমন্যু, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সনে
যুঝিবে সংগ্রামে কালি হ'য়ে সেনাপতি।"
সবিস্ময়ে ধনেশ্বরী কহিল—"মা! কহ
কে সে অভিমন্যু কেবা পিতা মাতা তার?
জানি মোরা দ্রোণাচার্য্যে অর্জ্জুনের গুরু,
কিন্তু সে কিশোর কেবা, কহ বিবরিয়া।"
কহিলেন শুচিস্মিতা সরোজবাসিনী—
"শুন কহি সে কাহিনী মুরজা সুন্দরি!
একদা ভ্রমিল পার্থ ব্রহ্মচারি-রূপে
বহু তীর্থ দেবালয়ে; গেল অবশেষে

দ্বারকায় ; রম্য পুরী, মনোহর স্থান
রৈবতক-গিরিমূলে চিত্রপট সম !
জলধি পরিখারূপে রক্ষেন সতত
দ্বারকারে, চিরদিন বসন্ত বিরাজে।
ফলফুলে সুশোভিত তরুলতাগণ ;
বিহঙ্গকূজিত কুঞ্জ, শ্যামল প্রান্তর ;
জলাশয়ে শোভে কিবা কুবলয়রাজি !
শস্যভরা ক্ষেত্র যুত ; সে চারু নগরী
আর প্রাণসখা কৃষ্ণে পাইয়ে ফাল্গুনি
হইল পরম তৃপ্ত ; যাদবসকলে
সাদরে তুষিল তারে, মলয়-বাতাসে
তোষে যথা সমাদরে মহীরুহগণ।
এ হেন সময়ে দেখ ! বিধির ঘটনা,
জরাসন্ধ রাজা-সহ বাজিল সমর,
চলিল যাদববৃন্দ দূর রণভূমে,
অর্জ্জুনে রক্ষক রাখি' দ্বারকানগরে।"
"একদা গভীরা নিশা, সুষুপ্ত সকলে
রাজপুরে ; কৃষ্ণানুজা সুভদ্রা সুন্দরী
(ত্যজি' শয়নের গৃহ) একাকিনী বালা
রয়েছে প্রমোদবনে বিষাদ-ব্যথিতা !

কতক্ষণে ঊষা সখী আসিল সেখানে,
(কেশব-ভামিনী দেবী সত্যভামা তারে
পাঠায়েছে, সুভদ্রার অন্বেষণ-হেতু)
দেখে ঊষা—ভদ্রা বসি, বকুলের তলে
অন্যমনা, চিন্তা-রাহু গ্রাসিয়াছে যেন—
পূর্ণিমার চারু চাঁদে, দেখিল সঙ্গিনী,—
সুকেশীর মঞ্জুকেশ পড়েছে খুলিয়া ;
গুঞ্জরিছে শিলীমুখ কোকনদ-ভ্রমে
মুখ-অরবিন্দ-পাশে ; দুলিছে সমীরে
ললাটে অলক চূর্ণ, সুশোভন কিবা !
বৃন্তচ্যুত ফুলকুল বরাঙ্গে পড়িছে
সন্তর্পণে, বাজে পাছে সুকুমার দেহে !
(নবনীতে গড়া যেন) কিন্তু সুবদনা
রহিয়াছে এক ধ্যানে, যোগীন্দ্র যেমন
ধেয়ায় দেবতা নিজ, জগতে ভুলিয়া ।
মৃদু পাদ-ক্ষেপে সখী বসিল তখন
সে সুবর্ণ-লতা-পাশে, অমনি চমকি
হেরিল সখীরে ভদ্রা কাতর নয়নে ।
ধরিয়া দুখানি কর কহিল সজনী,
'একাকিনী গৃহ ত্যজি' কুসুম-কাননে

কেন আসিয়াছ সখি, না হেরি' তোমারে
বিষাদ-ব্যাকুলা অতি সত্যভামা সতী।'
পড়ে যথা ফুলদলে শিশিরের ফোঁটা,
তেমনি পড়িল অশ্রু সুভদ্রা-কপোলে
(শুনিয়া সখীর কথা), অধীর হৃদয়ে
আবার কহিল ঊষা—'কেন প্রিয়সখি,
হেন বিষাদিনী তুমি, কি-লাগি ঝরিছে
অশ্রুধারা, সুভগে লো, কি অভাব তব ?
মা' বাপের প্রাণাধিকা, ভাই বন্ধু সবে
আদরের ধন জানি' যতনে তোমায়।
সদানন্দময়ী তুমি বিমলহৃদয়া,
পুণ্যরতা, পূর্ণতায় দেববালা-সমা।
কিন্তু আজি কয় দিন কি হেতু সজনি,
হেন ভাবান্তর তব, কুসুমের মাঝে
পশিয়াছে কীট যেন আসব নাশিতে ?
হৃদয়-দুয়ার খুলি দেখাও আমারে
কি ব্যথা সরল প্রাণে, নলিনী যেমতি
নিজ মনস্তাপ নিয়া প্রদানে গোপনে
কোকবধূ সজনীরে, নিশার আঁধারে।'
"লাজে নতমুখী ভদ্রা, মুছি' আঁখিজল

উত্তরিল ধীরে ধীরে—'কাঁদিতে কেবলি
এখানে এসেছি সখি; সত্যভামা দেবী
সুধিলে কহিও তাঁরে, কি আর কহিব।'
নীরবিলা বিধুমুখী, বীণার নিক্বণ
সহসা ছিঁড়িলে তার নীরবে যেমতি।
আবার কহিল উষা—'এই কি লো তবে
তব ভালবাসা ভদ্রে, কিসে লাজভয়?
তুমি আমি সত্যভামা একই পরাণ
জানি মনে; এ কি হেরি এতদিন পরে?
পৃথিবীর সব দুঃখ লইবারে পারি
এই বক্ষে, কিন্তু হায়! তব প্রণয়ের
সংশয়-কণিকা কভু পারি না সহিতে।
সহস্র আতপ-তাপে হাসে যে নলিনী
সে পুনঃ মরিয়া যায় শিশিরে পরশি!'
ব্যথিত করুণ হিয়া সখীর বেদনে,
লাজভয় আবরণ দূরে সরাইয়া,
কহিলা—'ক্ষম গো উষে, কহিও সতীরে
আনন্দ উল্লাস সব ফুরায়েছে মম;
অকস্মাৎ বাল্যকাল ফেলিয়া আমারে
চলি গেছে ফাঁকি দিয়া; গেছে তার সনে

সেই খেলা নৃত্য গীত সে মধুর হাসি ;
এখন বাসনা শুধু দাসী হ'য়ে থাকি
সুরাসুর-জয়ী শূর ধনঞ্জয়-পদে—'
বলিতে বলিতে বালা উঠিল চমকি
খুলিয়া বক্ষের দ্বার ইষ্ট মন্ত্র যেন
বাহিরিল! মুখে আর স্ফুরিল না বাণী।
অরুণ-কিরণ-মাখা শতদল সম
রক্তিম আনন লাজে ; আনন্দে হাসিয়া
কহিল সঙ্গিনী ঊষা,—'কিসের ভাবনা
প্রাণসখি, ইথে তব—শূর সব্যসাচী
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসখা, যোগ্য পতি তব।
এ কথা শুনিলে কৃষ্ণ আনন্দ-উল্লাসে
তোমারে কৌন্তেয়-করে করিবেন দান।'
'না সখি,—নিশ্বাস ফেলি উত্তরিল ভদ্রা
ম্লানমুখে—'বলদেব করেছেন স্থির,
দুর্য্যোধন-করে মোরে করিতে অর্পণ!
অন্যে অনুরক্তা আমি একথা জানিলে
বিষম অনর্থ হবে—কি ঘটে না জানি!
সতীরে করিও মানা, দামোদর কাছে
যেন না কহেন মোর সাধের স্বপন!'

ক্ষত্রিয়-দুহিতা আমি মানি গুরুজনে
পূজি ধর্ম্মে, তাহা বিনা নাহি ডরি কভু
অন্য জনে; তুচ্ছ ভাবি মরণে সজনি!
তেঁই কহি, ধ্যান করি' সে যুগচরণ
ডুবিব জলধি-তলে, নাহি পাই যদি
এ জনমে পতি তাঁরে, পা'ব জন্মান্তরে।'
উচ্ছলিত অশ্রুজল মুক্তা-ধারা সম
বহিল কপোলযুগে, সুনীল নয়ন
আঁচলে মুছায়ে স্নেহে কহিল সঙ্গিনী,—
'এ অশুভ কথা শুভে, কেন তব মনে?
মহাবাহু ধনঞ্জয় বিদিত জগতে
কৃষ্ণের ইচ্ছায় তোমা করিলে গ্রহণ
কার সাধ্য দিবে বাধা?—কেশরীরে কবে
নিবারে কুঞ্জরযূথ, রোষে যবে হরি?'
ক্ষণেক উষার মুখ কাতর নয়নে
নিরখি কহিল ভদ্রা—'আমারে সজনি,
জীবনের সহচরী করিতে কি কভু
সম্মত হইবে পার্থ? চন্দ্রকলা বিনা
নিজ তেজে কারে ভানু সাজায় আপনি?
বুঝি আমি মনে মনে নিজ অযোগ্যতা,

তাঁহারে মনের কথা কহিব কেমনে ?
সহস্র ভীষণ মৃত্যু আমন্ত্রি আনিব,
তবু এ উন্মাদ মম নারিব দেখা'তে
তাঁর কাছে ; পায়ে পড়ি ক্ষমিও আমায়।'
হাসিয়া কহিলা ঊষা—'কেন সখি, হেন
চিন্তা তব ? এ জগতে দেখ নিরবধি
রত্নে কি অযত্নে কেহ ? নারীকুলে রমা
তুমি ভদ্রে, রূপে গুণে ভুবনমোহিনী ;
কৃতার্থ হইবে পার্থ লভিলে তোমায়,
নারায়ণ, পদ্মাসনা লভিয়া যেমতি।
"অনন্তর সত্যভামা করিয়া মন্ত্রণা
ঊষা সহ, (সুভদ্রারে না কহি বারতা)
পাঠাইলা সঙ্গিনীরে সব্যসাচী-পাশে।
নিভৃতে অর্জ্জুনে ঊষা কহিল বিনয়ে,—
'নমি আমি শূরশ্রেষ্ঠ, আপনার পদে,
কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা প্রেরিলা আমারে ;
কৃষ্ণের অনুজা, দেবী সুভদ্রা সুন্দরী
পবিত্র উদ্বাহ-যোগ্যা, সতীর বাসনা
অর্পিতে কুমারী-রত্ন তব যোগ্য করে।'
উত্তরিল অরিন্দম—'নমস্কার মম

মাধব-মহিষী-পদে ; কন্যা-সম্প্রদানে
অধিকারী পিতা, শুভে, ভ্রাতা তদভাবে।—
বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্যে রত মম মন,
এবে তাই বরাননে, হেন অনুগ্রহ
না পারিনু গ্রহণিতে, কুগ্রহ আমার !'
"বিস্মিতা লজ্জিতা ঊষা চলিল ত্বরিতে
সত্রাজিত-সুতা-পাশে। দুজনে সরমে
অবনতা, ঝটিকায় পুষ্পলতা যথা।
বহুক্ষণ দুইজনে করিয়া মন্ত্রণা,
প্রেমের দেবতা মারে পূজিল গোপনে—
অশোক বকুল চাঁপা পুন্নাগ পারুলে
পূজিল মদনে সতী, সুপ্রসন্ন মনে
কহিলেন মনোভব দৈববাণীরূপে,—
'গ্রহণিনু পূজা আমি ; সত্রাজিত-সুতে !
জানি আমি চিত্ত তব, যথাসাধ্য মম
করিব তোমার প্রিয় সুভদ্রার তরে।
পুষ্পধনুঃ শর মাত্র সম্বল আমার,
কিন্তু বজ্রাধিক ইহা ত্রিজগতে জানে।
ভদ্রারে পাঠাবে ভদ্রে, অর্জ্জুন-সকাশে
সখা সহ সেথা আমি চলিনু এখনি।'

"মহোল্লাসে কহে সতী ভদ্রারে সম্বোধি—
'মহামায়া পূজিবারে যাহ বিধুমুখি' ;
আহা সে সরলা বালা না বোঝে ছলনা,
অলঙ্ঘ্য সতীর কথা, পালিল গৌরবে।
সাজাইল সুভদ্রারে দুই সখী সুখে,
বাঁধিল মুকুতা-দামে বিচিত্র কবরী,
মতির ঝালর সহ মণিময় সীঁথি
শোভিল ললাটে ; দিল মোহন অঞ্জন
নয়নে ; দুলিল কাণে কনক-কুণ্ডল।
থরে থরে মণিমালা রাজিল উরসে ;
রতন কঙ্কণ করে, রতন কঞ্চুকে
দিল অঙ্গ আবরিয়া ; শোভিল মেখলা
কটিতটে ; চীনাংশুক পরাইল পরে।
রঞ্জিয়া অলক্ত-রাগে রাঙা পাদু'খানি,
মনসুখে সাজাইলা সুচারু মঞ্জীরে।
লতা যথা মধুমাসে শোভে ফুলকুলে,
কিম্বা যথা শশিকলা পূর্ণিমা-নিশায়,
তেমনি শোভিল সেই চারুচন্দ্রাননা,
হেরিয়া পরম প্রীতি লভিল সঙ্গিনী।
সতীর আদেশে ঊষা কনক-থালায়

লইল চন্দন, জবা, নব বিল্বদল,
পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজল নানা উপচার।
চলিল সুভদ্রা রঙ্গে সঙ্গিনীর সনে।
“আনন্দে অর্চ্চিলা বালা অভয়া-চরণ,
যথাবিধি স্তুতি নতি করিল সুন্দরী।
পূজাশেষে ঊষা সখী কহিল,—কামনা
ভ্রমিতে উদ্যানমাঝে সুভদ্রার সনে।
তুষিতে সখীর মন চলিল রূপসী
উপবনে ; পার্থ বসি’ শিলাতলে সেথা।
“সহসা লভিল যেন তরুণ যৌবন
বনভূমি ; মনোহর হরিত-অম্বরে
আবরিল বরতনু বাসন্তী কমলা।
ধবল, পাটল, রাঙা, সোণালী বরণে
ফুটিল কুসুমকুল স্তবকে স্তবকে ;
পারিজাত-পরিমল বহি’ সমীরণ
নামিল ত্রিদিব হ’তে সিক্ত সুধারসে।
তরুর বিপুল বপু ধরিয়া আদরে
মধুময়ী লতা-বধূ নাচিল হরষে ;
কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জরিল মধুকরকুল
আকুল আসব হেতু ফুলেরে সাধিয়া ;

কোকিল পাপিয়া কল-তরঙ্গ তুলিল,
উছলিল দশদিক্ সুললিত রাগে ;
মাতঙ্গ বিহঙ্গ কিবা পতঙ্গমগণ
খুঁজিল সঙ্গিনী নিজ, আনন্দ-উল্লাসে।
যতিবেশ ধনঞ্জয়, করে ধনুঃশর,
সুপ্রসন্ন সৌম্য শোভা গম্ভীর মধুর—
অতুল্য অমূল্য ধন যেন অবনীর।
নিরখি' অর্জ্জুনে ভদ্রা লাজে অবনতা
লজ্জাবতী লতা যেন নরের পরশে।
অবশ বিহ্বল আঁখি পড়িল ভূতলে,
কাঁপিল ললিত তনু মধুর কম্পনে ;
ক্ষণকাল বিধুমুখী ভুলিয়া সকল
দাঁড়াইল মন্ত্রমুগ্ধা আয়তলোচনা ;
পুনঃ যেন হিমাচলে, ধূর্জ্জটির পাশে
সরলা কিশোরী উমা দাঁড়াইলা আসি' !
"অন্তরীক্ষে থাকি' স্মর অর্জ্জুনে লক্ষিয়া,
ফুলময় গুণ দিয়া ফুল-শরাসনে
সম্মোহন নামে শর নিক্ষেপিল ত্বরা।
আঁখি তুলি' মহাবাহু ক্ষণেক হেরিল
ভদ্রার আনন-ইন্দু, মরম-মরমে

পশিল মাধুরী, সেই অপরূপ ছটা!
কি যেন স্বপন এক শিথিল পরাণে
ঘনায়ে আসিল অতি মৃদুল হিল্লোলে।
ফিরায়ে নয়ন শূর স্মরিল মানসে
ভকতবৎসল-ইষ্টদেব-পাদপদ্ম,
কি যেন পবিত্র আলো শান্ত-রশ্মি-মাখা
উজলিল মর্ম্মতলে, যুড়াইল হিয়া।
ভাঙ্গে মহাপ্রভঞ্জন জীমূতে যেমতি
বিচূর্ণি অযুত খণ্ডে, তেমতি ভাঙ্গিল
চঞ্চলতা; শক্তিমান্ নব শক্তি লভি'—
সুস্থির হৃদয়ে বীর প্রসন্ন বদনে
কহিলা কুমারী-যুগে—'দিবা অবসান,
আসিছে গোধূলি শুভে! কোন প্রয়োজনে
আসিয়াছ উপবনে, কহ সে বারতা।
রক্ষি' আমি দ্বারাবতী কৃষ্ণের আদেশে,
তোমরা বিপন্না যদি, দানিস্থু অভয়;
অর্জ্জুনের ধনুঃশর ক্ষণকাল তরে
উদাসীন নহে কভু অবলা-রক্ষণে।'

"না হেরি' বিকার-বিন্দু পবিত্র আননে,
বিস্মিতা সে উষা, মনে আপনা ধিক্কারি,

ধীরে ধীরে যুক্তকরে করিল উত্তর ;—
'কৃষ্ণের অনুজা ভদ্রা, দেবী-পূজা-তরে
আসিলা মন্দিরে, দেব ! এখন ফিরিয়া
যেতেছি আগারে মোরা। পার্থ মহারথী
আছেন যেখানে, সেথা কুল-বালা-তরে
রহেনা বিপদ ভয়, জানি চিরদিন।'
রাখিয়া হৃদয়খানি বিজয়-চরণে
সখী সনে ধীরে ভদ্রা চলিলা আবাসে।
"কহিল বসন্ত সখা অনঙ্গে সম্ভাষি,—
'একি সখে, অব্যর্থ যে কুসুম-সায়ক
বিশ্বজয়ী, আজি হেন ব্যর্থ কেন তাহা ?
কেন পরাজিত তুমি ?—ইন্দ্র, চন্দ্র আদি,
পরাশর, বিশ্বামিত্র, যযাতি, শান্তনু,
দেব, ঋষি, বীরগণ পতঙ্গের সম
পুড়িল যে শরানলে, কালাগ্নি-সদৃশ
সেই ফুলশর, সখে ! পরাজিত আজি ?—
কেন কহি গত কথা, এই দেখ চাহি,
পশু পাখী তরু-লতা সকলে ভাসিছে
উন্মদ আনন্দ-স্রোতে তব ভুজবলে !
এ হেন অব্যর্থ শর, গৌরব তাহার

কি মন্ত্রে জিনিল পার্থ, ধরাতলবাসী ?
বারতা বহিবে বায়ু জগতে জগতে,
কি কহিবে সুরাসুর, নর, নাগ যত ?
হাসিয়া মকরকেতু কহিলা মধুরে,—
'ভুলিয়াছ পূর্ব্ব কথা, এবে প্রিয়তম !—
স্মরি' দেখ পুরাকালে শঙ্করের করে
কি দশা ঘটিল মম ! সুরেন্দ্র-আদেশে
ফুলধনু-দর্পে গেনু যোগীন্দ্রে ছলিতে !—
(খদ্যোতের দর্প যথা মিহির-সকাশে)
পুড়িলাম রোষানলে, তৃণকণা যথা
জ্বলন্ত অনল-মুখে পলকে বিলীন।
বলিতে উপজে হাসি, একদিন পুনঃ
ভুলাতে রাঘবানুজে, পঞ্চবটীবনে
কি পাইনু পুরস্কার শূর্পনখা-হেতু ?
মনে করি' দেখ সখে, কুসুম-আয়ুধ
দিয়া মোরে, বিশ্বধাতা দিলেন কহিয়া,—
'হে বৎস মন্মথ ! এই শর শরাসন
ত্রিভুবনজয়ী ; শুধু হ'বে পরাজিত
মনস্বীর সন্নিধানে, চিরদিন তরে।'
দেখিয়াছ মরুদেশে, ঝটিকার-বলে

ভূমে লুটে মহীরুহ, কিন্তু মহীধর
অচল অটল সদা ; ত্যজ মনস্তাপ ;
শুধু বাহুবলে বলী নহে ধনঞ্জয়
চিত্তজয়ী শূরশ্রেষ্ঠ ! তেঁই পরাভব
আজি মোর ; চিরদিন হইবে এমতি।'
"লাজে ক্ষোভে ম্রিয়মাণা ঊষা সত্যভামা,
কহিল ভদ্রার সনে সকল কাহিনী ;
শুনিয়া বিস্মিতা বালা কহিলা সতীরে,—
'না ভাব বিষাদ দেবি, অভয়া-আশীষে
বিফল এ মনোরথ নিতান্ত জানিনু।
কন্দর্পের দর্পে হায়! ভুলাইতে আজি
পাঠালে তোমরা মোরে, কি লাজের কথা !
শুনি' অনুতাপ-বহ্নি সহস্র শিখায়
জ্বলিছে মরমে মম তীব্র মর্ম্মদাহী।
শত জন্মে যদি তাঁরে নাহি পাই কভু
তাও শ্রেয়ঃ, তবু যেন প্রলোভন-বশে
বশীভূত করিবারে না ইচ্ছি জনমে।'
"একান্তে স্মরিয়া স্মরে সুভদ্রা সুন্দরী
পূজিল যতন করি' বিহিত বিধানে।
প্রসন্ন হইয়া মার কহিল—'কল্যাণি,

কি কামনা তব মনে কহ তা' আমারে।'
উত্তরিল সুবদনা বিনীত বচনে
'মনসিজ! তুমি যদি সদয় দাসীরে,
দীনতা, জড়তা, ব্রীড়া, প্রলাপাদি মম
লহ দেব; আমা সহ যেই শুভক্ষণে
হ'বে তাঁর দরশন, সে সুখ-সময়ে,
আমারে রাখিও সত্য সুভদ্রা করিয়া।'
'তথাস্তু' বলিয়া স্মর চলিল স্বস্থানে,
লভিল পরম তৃপ্তি সুভদ্রা রূপসী।
"অতঃপর যাদবেরা আসিল ফিরিয়া
দ্বারকায়; অর্জ্জুনেরে প্রেম-আলিঙ্গনে
তুষিলা গোবিন্দ দেব আনন্দের ভরে।
একদা চলিল পার্থ গিরি রৈবতকে
মৃগয়ার তরে, সখা কৃষ্ণেরে কহিয়া।
একবিংশ-শৃঙ্গধারী মহামহীধর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে নব শোভা, চারু চিত্ররাজি!
কোথাও জলদজাল, নীলাম্বর রূপে
আচ্ছাদিত, মুহুর্মুহুঃ খেলিছে চপলা।
কোন খানে নবোদিত অরুণ তপন
ছড়ায় সুবর্ণ রশ্মি নয়ন ধাঁধিয়া।

কোথাও প্রস্তররেণু হীরাচূর্ণ রূপে
স্তূপীকৃত ; কোন স্থানে আঁধার গভীর।
কোথাও বহিছে ঝড়, উলটি পালটি
তরু তৃণে, পশু পাখী পলাইছে বেগে।
মলয়-মারুত কোথা মৃদুল হিল্লোলে
সুবিশাল শালবনে বিহরিছে সুখে।
চন্দ্রককলাপ খুলি' শিখী সুখে কোথা
নাচিছে শিখিনী সনে আনন্দ-উল্লাসে।
কোথাও গজেন্দ্র প্রতি রক্তিম নয়নে
পারীন্দ্র ধাইছে রোষে, গর্জ্জি' ভীম রবে।
প্রফুল্ল কুরঙ্গযূথ নির্ভয়ে চরিছে
কোন স্থলে, পাখিগণ কূজনিছে চারু।
কোথাও অজিনে বসি তাপসপ্রবর
পূজিছে অনাদিনাথে হৃদয়-মন্দিরে।
আনন্দিত ধনঞ্জয় হেরি গিরিবরে,
বিস্তারিলা শরজাল, নয়ন-নিমিষে
কত পশু কত পাখী মরিল সঘনে ;
কান্তারে জ্বলিল যেন ভীম-কান্ত-রূপে
দাবানল, বিনাশিতে বনবাসিকুলে।
"সহসা হেরিল শূর অপূর্ব্ব সুন্দরী

পুরোভাগে ; তনুত্রাণে আবরিত তনু ;
কনক কিরীট শিরে চপলার আলো
বিভাতিছে ; দোলে পিছে কাদম্বিনী-বেণী।
প্রলম্ব তূণীর পৃষ্ঠে, করে শরাসন,
মণিময় সারসন শোভে কটিতটে ;
ভুবনমোহিনী ছটা—যেন রে ভৈরবী
উপনীতা পুনঃ সেই হিমালয়-দেশে,
(ছলিতে নিশুম্ভ শুম্ভে কিশোরীর রূপে !)
সবিস্ময়ে পরন্তপ সম্ভ্রমে সুধিল,—
'কে তুমি সুভগে ! দেবী অথবা মানবী,
কিবা অভিলাষে হেথা কহ সবিশেষি।'
উত্তরিলা তেজস্বিনী,—'নরবালা আমি ;
মহামতি ! আমাদের পোষা পশু পাখী
খেলিবারে বনচারী পশু-পাখি-সনে
আসিয়াছে রৈবতকে আনন্দবিহারী !
বিকালে ফিরিবে বাসে, নাহি জানে তারা
ভয়, ডর, কপটতা, হিংসিতে অপরে।
কুরঙ্গ, ময়ূর, শশ, শুক শারী সবে,
দুরন্ত শিশুর মত নাচিবে দুয়ারে ;
তণ্ডুল, গোরস কারো নব তৃণ দল

দিলে মুখে, মহানন্দে খাইবে সকলে।
তৃণ-পর্ণ-শয্যা মোরা দিব বিছাইয়া,
অমনি অলস দেহে করিবে শয়ন।
না করে অহিত কারো, কোন দোষে তবে
বধিছেন সে সবারে অগ্নিময় বাণে?
কেন হায়! ক্ষত্রিয়ের এ নিষ্ঠুর খেলা?—
সাধুর এ ব্যাধবৃত্তি ত্যাজ্য অনুক্ষণ।
তথাপি ইচ্ছেন যদি ধনুঃশর ল'য়ে
যান চলি' দূর বনে রৈবতক ছাড়ি'।
অনুগ্রহি শরজাল করুন বারণ,
নতুবা অবলা-বল দেখুন এখনি
ধনুঃশরে, অশিষ্টতা ক্ষমিয়া তাহার।'
"কহিলা শূরেন্দ্র—'শুভে! এ সাহসে তব
হইয়া পরম প্রীত সম্বরিনু শর।
কহ তুমি কোন দেবী, ভৈরবীর বেশ,
হৃদয়ে করুণা-উৎস, বয়সে কিশোরী?'
পরশি' চন্দ্রমা-কর চন্দ্রকান্ত মণি
গলে যথা সুধা-রসে, ভদ্রার হৃদয়
দ্রবীভূত, অর্জ্জুনের মধুর বচনে।
আনত আননে বালা কহিলা বিনয়ে,

'ক্ষত্রিয়দুহিতা আমি—দেব দামোদর
গড়িলা যতনে মোরে ; তাঁহারি শিক্ষায়
শিখিয়াছি ধনুর্ব্বেদ, আশ্রিত-রক্ষণে।
সুভদ্রা দীনার নাম, কৃষ্ণের অনুজা ;
আপনার এ মহত্ত্ব স্মরণীয় মম।'
গেল বালা, তমোমাঝে অনুভার আভা
চমকিয়া চলি' গেল আঁধার বাড়ায়ে।
আচম্বিতে সূর্য্য যেন প্রথম দেখিল
সূর্য্যমুখী ফুলধনে—পত্র-আবরণে।
অপূর্ব্ব আনন্দ সহ প্রভূত কামনা
বক্ষের নিভৃত কক্ষে উঠিল জাগিয়া।
অগ্নিময় বাণরাজি পূরি' পুনঃ তূণে,
সুমন্দ গমনে বীর গেল রাজপুরে।
"দিনে দিনে বাসুদেব জানিল কাহিনী—
অর্জ্জুন-ভদ্রার নব-অনুরাগ-কথা।
একান্তে অচ্যুত পার্থে কহিল,—'পৌরব !
নিজের গৌরব রাখ, তোষহ আমারে,
রক্ষা কর সুভদ্রারে, পার যেই মতে।
অর্পিতে ভদ্রারে, সখে ! ইচ্ছেন সতত
রৌহিণেয়, তাঁর প্রিয় দুর্যোধন-করে।

হিত বাক্যে রুষ্ট তিনি, তেঁই নরোত্তম !
মৌনী হ'য়ে আছি আমি অশান্তির ডরে।
অতএব মহাবাহু, সুযোগে কৌশলে—
লভিয়া ভদ্রারে, মণি-কাঞ্চনের যোগে—
ধন্যা কর অবনীরে, ধন্য কর মোরে।'

"সুপ্রভাতে মহামায়া প্রদক্ষিণ করি'
আগারে ফিরিছে ভদ্রা কুসুম-কোমলা।
হেন কালে ধীরে ধীরে আসিল ফাল্গুনি
সুভদ্রা-সুন্দরী-পাশে, সৌর-কর যথা
ধীরে ধীরে আসে প্রাতে নলিনী-সকাশে।
মধুর বচনে পার্থ কহিল,—'রূপসি !
এতদিনে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদযাপন ;
এখন যাইব দেশে মাধব-আদেশে।
শুনিনু তাঁহার কাছে প্রসন্ন আমারে
বিধাতা ; সেহেতু তুমি চাহিছ অর্জ্জুনে।'
নীরবে রহিলা বালা, মরমের কথা
ভাসিল নয়নে ; শূর কহিল হাসিয়া,—
'তবে আজ্ঞা দেহ দেবি, অই পদ্ম-কর
ধরি করে, তাপসেন্দ্র তপোবলে যথা
লভে নিজ ইষ্ট ফল সাধনার শেষে।

অনুমতি কর দেবি, অই পদ্ম-কর
করে ল'য়ে যাই চলি'; তপন যেমতি
ছায়া সহ যান দেশে; বীরাঙ্গনা তুমি
কি সাধ্য পরশি তোমা অনুমতি বিনা ?'
"সাধনার শুভ সিদ্ধি !—রোমাঞ্চিল কায়,
বিভাতিল প্রেম-অশ্রু কমল-নয়নে;
সলাজে মুকুতা-মালা খুলি' বিধুমুখী
ইষ্টদেবে সাক্ষী করি' দিল পার্থ-গলে।
ভদ্রা-করে ধরি' বীর শ্রীকৃষ্ণের রথে
আরোহিল; অশ্বকুলে ছুটাইল ত্বরা
দারুক সারথি কৃতী ইন্দ্রপ্রস্থ-পথে।
"হেথা শুনি বলভদ্র, সুভদ্রাহরণ
ক্রোধোন্মত্ত, রক্তজবা নয়নযুগল,
বিকম্পিত অঙ্গ, যেন প্রলয়ের কালে
উথলিল যাদঃপতি ভীষণ গর্জ্জনে;
আদেশিল বজ্ররবে বান্ধব সকলে—
'যদু, বৃষ্ণি, ভোজ সেনা হ'য়ে আগুয়ান
ফাল্গুনির ছিন্ন মুণ্ড আন বিন্ধি' শূলে।'
সাজিল যাদবী চমূ নাশিতে অর্জ্জুনে
চতুরঙ্গে; কম্পে ধরা ভূমিকম্প-রূপে।

উঠিল যাদব-কেতু বিচিত্র সুন্দর;
হ্রেষে বাজী, গর্জ্জে গজ শুণ্ড উর্দ্ধে তুলি';
বাজিল সমর-বাদ্য দামামা দুন্দুভি;
বাহিরিল সেনাগণ হয়, হস্তী, রথে,
ধনুঃ-শর, অসি-চর্ম্ম, শেল শূল ধরি'।
দারুক কহিল পার্থে,—'অনুমতি দেহ
মহাভাগ! আমি যাই ত্যজি' এ সমরে;
যাদব-কিঙ্কর হ'য়ে, সাধিব কেমনে
বিপক্ষতা, অরি-পক্ষে চালায়ে স্যন্দন?
জলদপ্রতিম স্বনে কহিলা কৌন্তেয়,—
'যথা ইচ্ছা যাহ ভদ্র, অনুচিত তব
থাকিতে আমার সনে, কৃতঘ্নের সম,
কিম্বা যদি ইচ্ছ তবে বাঁধি' পদ কর
রাখি আমি রথোপরি, কহ যা বাসনা।
লইনু প্রতোদ আমি, দেবতার বরে
চরণে চালিব অশ্ব যুঝিব আহবে।'
কহিল দারুক,—শূর! নাহি ইচ্ছি আমি
পলাইতে, রাখ রথে বাঁধিয়া আমারে।
হাসি' অশ্ব-রশ্মি নিয়া বীর ধনঞ্জয়
রথস্তম্ভে সারথিরে রাখিল বাঁধিয়া।

"উন্মোচিয়া প্রাবরণ সুভদ্রা সুন্দরী
কহিল অর্জ্জুনে,—'প্রভো! কি হেতু চালাবে
চরণে তুরঙ্গ তুমি? আছে তো কিঙ্করী
বসি' তব পাশে—মোরে দেব দামোদর
শিখাইলা সূতবিদ্যা, সে শিক্ষার ফল
দেখ তুমি নরমণি, দেখুক যাদবে।'
বলিতে বলিতে বালা লইয়া সুকরে
রশ্মি সহ প্রহরণ, চালাইলা রথ।

"টঙ্কারি কার্ম্মুক যত যাদব-বাহিনী
আবরিয়া অহর্ম্মণি শত শত শর
নিক্ষেপিল একেবারে ধনঞ্জয়-প্রতি।
বহ্নিমুখ অস্ত্ররাজি ছুটিল গর্জ্জিয়া
উগারিয়া ধূমপুঞ্জ, কাঁপিল বিমানে
গ্রহ উপগ্রহ সহ দিক্‌পাল যত;
উচ্ছ্বসিয়া ফেনপুঞ্জ গর্জ্জিল জলধি;
শুধু টলিল না সেই অটল অচল
অর্জ্জুনের বীর-হৃদি, আর তার সনে
টলিল না তেজস্বিনী সুভদ্রা সুন্দরী।
যথা বজ্রহস্ত শক্র দানব-সমরে
স্থির, নিজ শক্তিরূপা পৌলমীর সহ।

ক্ষিপ্রহস্ত সব্যসাচী, দীপ্ত অগ্নি যথা,
টঙ্কারি কোদণ্ড নিজ, শঙ্খ নিনাদিল ;
ছুটিল সহস্র শর অশনি-নিস্বনে,
লক্ষ বজ্রানল্প যেন উঠিল জ্বলিয়া
একেবারে, (ভীম দৃশ্য) ধাঁধিয়া নয়ন ;
পড়িল খেচর ভূমে করি জড়াজড়ি,
খসিল আগ্নেয় উল্কা গিরিরাজ-চূড়ে ;
ঊর্দ্ধ পুচ্ছে বেগে অশ্ব পলাইল দূরে,
শুণ্ড তুলি' লণ্ডভণ্ডে ছুটিল কুঞ্জর।
নিবারি' অরাতি-অস্ত্র কাটিল কার্ম্মুক
শূরমণি ; যেন দৃপ্ত সিন্ধুর উচ্ছ্বাস
শুষিল অগস্ত্য ঋষি একই গণ্ডুষে।
ব্যর্থ চেষ্টা—যদু, ভোজ, বৃষ্ণি-সেনাগণ
রুষিল দ্বিগুণ তাহে, পুনঃ বাহু-বলে
ত্যজিল কলম্ব-মালা আচ্ছাদি' অম্বর।
কুশলী সারথি ভদ্রা আঁখির নিমেষে
কোথায় চালিছে রথ লক্ষিতে না পারে
বিপক্ষেরা ; ক্ষণপ্রভা বিহরে যেমতি
মেঘ হ'তে মেঘান্তরে, দেখিতে দেখিতে।
তাহে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট সেনা, যদি বা আয়াসে

ছাড়ে শর, অর্দ্ধপথে কাটে ধনুর্দ্ধর
ধনঞ্জয়, বিজ্ঞ বীর আত্মরক্ষা-লাগি'
নিবারে বিপক্ষ-অস্ত্র, প্রতিহিংসা কভু
নাহি করে ; কি মধুর সক্ষমের ক্ষমা !
"সুভদ্রার নিপুণতা হেরিয়া কৌন্তেয়
বিস্মিত ; বাখানি তারে কহিল আপনি,—
'ধন্য তুমি চন্দ্রাননে ! রমণী-মণ্ডলে ;
ধন্য তব শিক্ষা, ধন্য শিক্ষা-দাতা তব !
অর্জ্জুনের বলবীর্য্য ধন্য এতদিনে
লভি' এ রমণী-রত্ন ! সারথিত্বে তব
সমরে জিনিবে জিষ্ণু, নাহি সে সন্দেহ।'
"নিরখি অদ্ভুত যুদ্ধ (বিমানে থাকিয়া)
কহিলা পবনদেব, তপনে সম্ভাষি—
'কি দেখিছ কাশ্যপেয়! এ হেন সমর
রহে যদি কিছুক্ষণ, অনর্থ ঘটিবে।
এখনো বালক-ক্রীড়া—যে হেতু বহেনি
শোণিত বসুধা-বক্ষে, এখনি বহিবে
রক্ত-নদী, দিব্য চক্ষে দেখিতেছি আমি।
হা ধিক্ মানব-জাতি, অকারণে তারা
হিংসে নির্দ্দোষীরে হিংস্র পশুর মতন।

জানিয়া বিধির বিধি—কত পাপ-ফলে
নর-জন্ম ; সে যা'হোক এবে দিনমণি !
হ'র যাদবীয় তেজ, বলদৃপ্ত দেহে
দেহ অবসাদ, শীঘ্র ছাড়ুক সংগ্রাম।'

"স্বীকারি' মার্ত্তণ্ডদেব মারুত-বচনে
কহিলেন,—'বায়ুপতি ! দেখ সে কৌতুক ;
ক্ষণকালে যাদবীয় অহঙ্কার-রাশি
হ'বে চূর্ণ, যাবে তূর্ণ সমর-পিপাসা।'
কহি' ইহা অংশুমালী অংশু-বিকিরণে
হরিল বাহিনী-তেজ ; নিস্তেজ সহসা—
সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, কৃতবর্ম্মা আদি
ক্লান্ত পরিশ্রান্ত রণে ; বর্ম্মাবৃত তনু
ঘর্ম্মে সিক্ত ; অকস্মাৎ অসমর্থ চমূ
আয়ুধ-ধারণে ; রোষে, লাজে, অভিমানে
সমাকুল বীরবৃন্দ, করিয়া মন্ত্রণা
রৌহিণেয়-স্থানে দূত দিল পাঠাইয়া।

"রামেরে কহিল দূত হ'য়ে কৃতাঞ্জলি
সবিশেষ ; পার্থ রথী, সুভদ্রা সারথি।
শ্রমাতুর সেনাগণ নারিল জিনিতে
অর্জ্জুনের ক্ষিপ্র হস্ত, ভদ্রার কৌশল।

ক্রোধে অভিমানে রাম মেঘমন্দ্র-রবে
আদেশিল সারথিরে আনিতে স্যন্দন।—
'আপনি যাইব রণে ভদ্রা উদ্ধারিতে,
দেখি কে বাঁচায় আজি কুরু-কুলাঙ্গারে!'
কহিলেন বাসুদেব যুড়ি যুগ পাণি,—
'শুনিনু সুভদ্রা, দেব! হইয়া প্রচেতা
প্রবর্ত্তিছে অর্জ্জুনেরে, কি উদ্ধার তা'র?
যোগ্য পাত্রে অনুরক্তা ভগিনী আপনি,
কেন প্রতিকূল মোরা, বুঝিতে না পারি।'
লজ্জিত হইল রাম কৃষ্ণের বচনে,
নারায়ণ সনে তবে করিয়া মন্ত্রণা,
সাদরে অর্জ্জুনে ডাকি' মহা সমারোহে
সুভদ্রারে যথাবিধি করিলা প্রদান।

"সেই বীর-দম্পতীর শুভ সম্মিলনে
জন্মিল কুমার এক, বিধির প্রসাদে;
অভিমন্যু অভিরাম সর্ব্বগুণান্বিত
কুরু-যদু-কুল-পুণ্যপুঞ্জ মূর্ত্তিমান্!
বয়সে কিশোর, বীর যুবা বাহুবলে,
জ্ঞানে বৃদ্ধ, অকলঙ্ক শিশুর মতন।
প্রভাতে যে প্রভাকর হেন তেজ ধরে,

যৌবন-মধ্যাহ্নে তার কি হ'বে না জানি!—
কালি সেই, পার্থগুরু-দ্রোণাচার্য্য-সনে
যুঝিবে এ মহারণে হ'য়ে সেনাপতি।"
  নীরবিল পদ্মাসনা মধুমাখা বীণা
থামিল নিকুঞ্জে যেন গীতি-অবসানে।
কহিল মুরজা—"মোরা হইনু কৃতার্থ
শুনিয়া শ্রীমুখে আজি অপূর্ব্ব কাহিনী।
আমরাও চাহি মাতঃ! বিধির চরণে
বীর পুত্র অভিমন্যু হোক চিরজীবী;
সাবাসি জনক তার সাবাসি জননী!
তাহাদেরি পুণ্যফলে জন্মিল তনয়।
এ মহাসংগ্রাম শীঘ্র হোক অবসান,
রমা সহ বসুমতী থাকুন আরামে।"
  প্রণমি' সে রাঙা পদে যক্ষ-বালাগণ
চলিল অম্বর-পথে অলকা-আগারে।

ইতি শ্রীবীরকুমার-বধ-কাব্যে পিতৃমাতৃ-
বৃত্তান্তো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

সমাপিয়া নিজ কার্য্য শর্ব্বরী সুন্দরী
চলিল অনন্তধামে নিদ্রা-সখী-সনে।
বিশুভ্রবরণা ঊষা মুক্তা-মালিনী
উঠিয়া সস্মিত মুখে একচক্র-রথে,
তেয়াগিয়া দিব্যলোক উরিলেন আসি
সুমেরু-শেখরে; গিরি সুবর্ণে গঠিত।
শোভিছে কাঞ্চন শাল বিশাল পাদপ,
দুলিছে সুবর্ণ পর্ণ মৃদুল সমীরে;
সুবর্ণ অশ্বত্থ-বটে সুবর্ণ ব্রততী
জড়ায়ে তরুর তনু অধিক উজলে।
সেই স্বর্ণ চূড়ে ঊষা রাঙা পা দু'খানি
রাখিলা, সোণার শোভা দ্বিগুণ বাড়িল—
উজ্জ্বলে মণির আভা রবি-রাগে যথা।

রাজেন্দ্র-মুকুটে কিম্বা রাজরাণী-গলে।
দাঁড়াইলা দেববালা, বরাঙ্গের ছটা
পড়িল ভূতলে আসি, পবিত্র আলোকে
আলোকিত দশ দিক্ ; সুধা সঞ্জীবনী
পরশি বাঁচিল যেন মৃতা বসুন্ধরা।
গাহিল বিহগবৃন্দ সুমধুর তানে,
ফুটিল কুসুম-কুল সৌরভ বিতরি ;
গুঞ্জরিল চঞ্চরীক নীলমণি তনু
দুলায়ে ফুলের পাশে ; বহিল সমীর
ঊষার ঘোষণা-বার্ত্তা জানায়ে জগতে।
আনন্দে গাহিল বন্দী,—"ঊষা সমাগতা
ভূতলে ; নবীন বলে উঠ অরিন্দম !
দলিয়া অরাতিদলে পূরাও বাসনা।"
কুরুক্ষেত্রে মনোরম শিবিরে যথায়,
কনক-পালঙ্কোপরি কুসুম-শয়নে,
নিদ্রার স্নেহের কোলে আছিল আর্জ্জুনি,
বন্দীর প্রভাতি গীতি ভাসিল সেখানে।
কমল-নয়ন খুলি' বিরাটনন্দিনী
চাহিল পতির পানে, সূর্য্যমুখী যথা
নিরখে মিহির-মুখ নয়ন খুলিয়া।

হরষ-প্রফুল্ল নেত্রে হেরিল উত্তরা
জীবনের চিরানন্দ, আনন্দ-দেবতা-
নবোদিত ভানু সম উঠিছেন জাগি' ।
পড়েছে কুন্তলচূর্ণ নিটোল ললাটে,
এখনো ঘুমের ঘোর অলস নয়নে,
শিথিল মোহন তনু, দেখিল রূপসী ।
তৃষিত যুগল আঁখি চাতকীর মত
নব জলধরে ছাড়ি চাহেনা ফিরিতে ।
প্রণমি' নাথেরে বালা 'যুড়ি' যুগ কর
নমিল অনাদিনাথে, পতির মঙ্গল
মাগিল মানসে সতী দেবের চরণে ।

প্রণমিয়া ইষ্টদেবে, কহিল আর্জ্জুনি—
"বল মোরে প্রাণাধিকে, দ্রোণেরে জিনিয়া
কি আনিব তোমা লাগি, দেখ স্মরি' মনে
উত্তর-গোগৃহ-রণে, পিতৃদেব-কাছে
পুতলী খেলার তরে বিচিত্র বসন
আদরে মাগিয়াছিলে, আজি বিধুমুখি !
বল কিসে বাঞ্ছা তব, দিব তা আনিয়া ।"
আনন্দে হাসিলা বালা, রঞ্জনে রঞ্জিল
যেন কোকনদ চারু ! কহিলা নাথেরে,—

"কি চাহিব প্রিয়তম, আচার্য্যে জিনিয়া
আনি দিও মোরে পুনঃ প্রাণাধিকে মম ;
তাঁর পা দু'খানি বিনা, এ মহীমণ্ডলে
উত্তরার বাঞ্ছা কিছু নাহি কোথা আর।"
নীরবিলা চন্দ্রাননা প্রেমার্দ্র নয়ন
মুছায়ে কহিল শূর,—"প্রাণের প্রতিমা,
জীবনে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী; মানস-সরসে
সুখ শতদল মম! পুণ্যবান্ আমি
তোমারে জীবন-ক্ষেত্রে লভি সহচরী!
দেখ চাহি বিভাবরী পোহায় ললনে!
ঊষার তরুণ বিভা ভাতিছে ভূতলে ;
আসি তবে, হরিণাক্ষি! কৌরবে বিনাশি
বাঁধিয়া আনিব যত দুরাচারগণে।
জুড়াবে প্রাণের জ্বালা—শুভ দিন আজি
আমা দোঁহাকার প্রিয়ে, দেখ ভাবি' মনে।"
শুনি' সে আদর-মাখা মধুর ভারতী
কি যেন লাগিল ব্যথা উত্তরা-মরমে,
কি যেন হারায়ে গেল—মহতী কামনা
অপূর্ণ রহিল যেন চিরদিন তরে!
উছলিত অশ্রু বালা রাখিল চাপিয়া'

পতির অশিব-ভয়ে, বিম্বাধরে আহা
মরমের তাপ যেন রক্ত ঢালি দিল!
সাদরে প্রিয়ারে তুষি' চলিল কুমার
সজ্জাগৃহে, নব আশা নবীন ভরসা।
হেথায়, যুঝিবে পুত্র হ'য়ে সেনাপতি
শূর দ্রোণাচার্য্য সনে, ভদ্রারে কহিলা
সব্যসাচী,—"পুণ্যবতি! কত পুণ্য-বলে
পেয়েছি বাছারে মোরা, অভিমন্যু-তরে
পরিতৃপ্ত কুরুকুল, পিতৃগণ আজি।"
মৃদুভাষে ধীরে ধীরে ভদ্রা উত্তরিলা—
"তব পুণ্যপুঞ্জ, নাথ! নহিবে বিফল;
তোমার আত্মজ কেন হীনতেজা হবে
ভূমণ্ডলে? বিশ্বজয়ী জনক যাহার,
অসাধ্য তাহার কিবা? সুবৃক্ষে সুফল।
শুনি কিম্বদন্তী, প্রভো! দ্রুপদ-নগরে
লক্ষ বীরে একা তুমি জিনিলে নৃমণি!
স্বচক্ষে দেখিনু শৌর্য্য—আজিও জাগিছে
মম নেত্রে, পরন্তপ! পরাক্রম তব।
সেই যে যুঝিলে তুমি এ দাসীর তরে
অসংখ্য যাদব সহ; দেখিনু চাহিয়া

মূর্ত্তিমান, বৈশ্বানর মহাতেজে যেন
বিকীর্ণিছে বহ্নিরাশি! কোদণ্ড শোভিছে
সব্য করে, স্কন্ধোপরি বিশাল তূণীর।
লঘু ক্ষিপ্র হস্ত কিবা—ভাবিনু সফল
রমণী-জনম মম, দময়ন্তী সতী
লভিলা নৈষধনাথে, লভিলা বৈদেহী
রাঘবেরে, তাঁহাদের সুকৃতির বলে;
কিন্তু দয়াময় বিধি সদয়ে আমারে
দিলেন দয়িত-রত্ন নরকুল-নিধি,
এমন সৌভাগ্য কার কবে মহীতলে?
আর কি চাহিব, যেন জনমে জনমে
দাসী হ'য়ে রহি অই রাজীব-চরণে।
আহা সে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি মনে আসে যবে
কি এক আনন্দ-গর্ব্ব উঠে উথলিয়া
প্লাবি মরমের তল; ইন্দু-দরশনে
উচ্ছ্বাসে উল্লাসে যথা জলধির হিয়া।
তেঁই কহি অভিমন্যু কিশোর কুমার,
তবু সে হর্য্যক্ষ-শিশু কেবা নাহি জানে!"
হাসিয়া কহিলা জিষ্ণু,—সে বীরত্ব-কথা
কে না জানে প্রিয়তমে!—সে রথে সারথি

ছিল কেবা, কার বলে জিনিমু একাকী ?
ত্রিপুরে নাশিলা যবে দেব ত্রিলোচন,
মহাশক্তি দিলা শক্তি, তুমিও তেমতি
অর্জ্জুনে বীরত্ব বল দিলে যোগাইয়া।
তোমার শোণিতে জন্ম লভিল কুমার,
অলক্ষ্যে মায়ের শৌর্য্য পশিল তাহাতে ;
সুমাতা অমৃত-ধারা সন্তানের মুখে
স্তন্যরূপে দেন ঢালি, শশিকলা যথা
ঢালেন অমৃতরাশি কৌমুদীর রূপে ;
সেই সুধা পিয়ে নর লভে অমরতা—
জ্ঞান, ধর্ম্ম, তেজ, শক্তি ; যাহার প্রভাবে
খ্যাতি, কীর্ত্তি চিরজীবী করে মানবেরে।
প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা, তনয়-তারিণী
তাঁ'র ঋণ এ জগতে কে পারে শোধিতে ?
যা' হউক প্রিয়তমে ! শুভ দিনে আজি
কেন তুমি অন্যমনা—আনন-চন্দ্রমা
গ্রাসিছে কুচিন্তা-রাহু, কি লাগি প্রেয়সি ?"
উত্তরিলা মৃদুভাবে মঞ্জুল-ভাষিণী,—
"কেমন কুস্বপ্ন, নাথ ! দেখিলাম কালি,
অকস্মাৎ দশদিক্ শোণিত-বরণ ;

গর্জ্জিয়া ছুটিছে গ্রহ রক্তিম আকাশে,
ডুবিছে সপ্তমী-চাঁদ শোণিত-সাগরে ;
সপ্ত রাহু চক্রাকারে বেড়িয়াছে যেন
চন্দ্রমারে, একেবারে সপ্ত মুখ মেলি'
গ্রাসিতে ধাইছে, দৃশ্য মহা ভয়ঙ্কর !
ভাবিনু তোমারে ডাকি, চন্দ্রের বিপদে
আসি', চন্দ্রবংশ-চূড়া ! ' বাঁচাও তাঁহারে।
কিন্তু হায়, ডাকিবারে না হয় শকতি,
কণ্ঠরোধ, চক্ষে কিছু না পাই দেখিতে !
শুনিনু ক্ষণেক পরে গাণ্ডীব-টঙ্কার,
সুগ্রীবাদি-হ্রেষা সহ পাবনি-গর্জ্জন ;
তখন চাহিয়া দেখি—বীর দর্প করি'
উপনীত তুমি তথা—অচিরে বধিলে
একটী ভীষণ রাহু ভয়াল মূরতি !—
ভাঙ্গিল স্বপন মম সেই বজ্রনাদে,
আঁখি উন্মীলিয়া হেরি উষা সমাগতা।
তদবধি, প্রাণেশ্বর ! থাকিয়া থাকিয়া
কাঁপিছে পরাণ মম কি হেতু না জানি ;
ভাবিতেছি ধর্ম্মরাজ আজি সুপ্রভাতে
বাছারে পাঠাবে রণে সেনাপতি করি',

হেন শুভ দিনে কেন দিলেন বিধাতা
এ হেন কুস্বপ্ন মোরে, আতঙ্কিছে হিয়া।”
বিষাদে নিশ্বাস ত্যজি’ নীরবিল্লা দেবী
দুইটী মুকুতা-অশ্রু ভাতিল নয়নে!
প্রবোধি কহিলা পার্থ ভীতিশূন্য চিতে,—
“বীরবালা, বীরপত্নী, বীর্য্যবতী তুমি,
তবে, প্রিয়ে! কুস্বপনে কি হেতু ডরিলে?
পূজ কুল-দেবতারে, দেবী সুমঙ্গলা
করিবেন সুমঙ্গল; ক্ষত্রিয়-রমণী
বীর-প্রসবিনী যদি, সার্থক জীবন।
পুত্রধনে ধনী তুমি, করুন বিধাতা
কুমারের যশোরাশি অক্ষয়, অমর।
কীর্ত্তিমান্ পুত্র যদি জগতে, ললনে!
চাহিনা ত্রিদিব-সুখ, সে আনন্দ ছাড়ি’।”
বলিতে বলিতে বীর দেখিলা চাহিয়া,
ঊষার কোমল কম কনক-কিরণ
হাসিতেছে বাতায়নে মধুর হিল্লোলে।
ভদ্রা-মুখ চাহি’ শূর কহিলা আবার,—
“গগনে আসিল ঊষা, ভূষিতা অবনী
ফুলকুলে, তেঁই, দেবি! অর্জ্জুনের কর

চাহিছে,গাণ্ডীব, শর, চাহিছে অরাতি।
তাই আমি, সুবদনে! চলিনু এখন
যাদবেন্দ্র সখা সহ, মিটায়ে পিপাসা
নারায়ণী-সেনা-লোহ পান করিবারে।”
প্রণমিলা পতি-পদে সুভদ্রা সুন্দরী
চলি’ গেলা সব্যসাচী মত্ত বীর-মদে।
কহিলা কিঙ্করী দ্রুত কৃতাঞ্জলিপুটে,—
জননী-চরণাম্বুজ-দরশন আশে
দুয়ারে দাঁড়ায়ে সুত রণসাজে সাজি’।
অমনি চলিলা দেবী, পয়স্বিনী গাভী
নবীন বৎসের রবে ধায় যথা বেগে।
হেরিলা সুভদ্রা দেবী, অঞ্চলের ধন,
নয়নের তারা তাঁর, আছে অপেক্ষিয়া;
(রণবেশে পরন্তপ), উজলিছে শিরে
কিরীট রতনময়, চমকিছে বিভা
প্রভাকর-প্রভা সম ধাঁধিয়া নয়ন।
ললাটে মুকুতা-গুচ্ছ দুলিছে মৃদুল
তরুরাজ-শিরে যথা কিশলয়রাজি;
বিচিত্র কবচাবৃত সে সুন্দর তনু,
হৈম শরাসন শোভে চারু কটিতটে;

বিশাল ফলক সহ নিষঙ্গ শোভিছে
পৃষ্ঠোপরি ; শরাসন শোভে বাম করে ;
পিধানে পূরিত অসি, বদ্ধ সারসনে ;
নানা অস্ত্র ঝলসিছে বিজলী-ঝলকে।
সাজিলা কুমার, যথা তারকে বধিতে
(দেব-অস্ত্রে সাজাইলা যবে পুরন্দর)
অতুল সৌন্দর্য্য, ভূষা, বীর্য্য সহ মিশি'
চমকিলা দেবকুল বিস্ময়ে হরষে।
তেমতি নিরখি নেত্রে আর্জ্জুনির ছটা
মুগ্ধা পুরাঙ্গনা যত, বিস্মিতা মরমে !
ভাবিলা সুভদ্রা মাতা,—"সফল নয়ন
এত দিনে মম—আহা, বীরবেশ বিনা
সাজে কি বাছারে মোর ? সাজায়েছি কত
কুঙ্কুম, চন্দন চারু, কুসুমের দাম,
রত্ন-অলঙ্কারে, তাহে হেন মনোহর,
পবিত্র, সুন্দরতম, দেখিনি তো কভু !
এখানে থাকিলে প্রভু, দেখিতাম দোঁহে
এক সাথে ; পুত্র-কান্তি নিরখি' নয়নে
ভরিত সে বীর-হিয়া কতই উল্লাসে !
পুনঃ মোর অভিমন্যু রণ-জয়ে যবে

আসিবে, দেখাব তাঁরে সাজায়ে এমতি!"
পৌরবকুলের শশী হাসি-মাখা মুখে
প্রণমিলা মাতৃপদে, নিলা পদধূলি।
আশীষিলা স্নেহময়ী চুম্বিয়া ললাটে
উচ্ছ্বলিত মাতৃস্নেহে,—"দয়াময় বিধি!
দাসীর সর্ব্বস্ব ধন প্রাণের কুমারে
কুশলে রক্ষিও সদা করি' চিরজীবী।
অভাগীরে মা বলিতে কেহ নাহি আর
মনে রেখ দয়াময়! দাসীর মিনতি।"
উচ্ছ্বাসে রোধিল কণ্ঠ, বহিল নয়নে
অশ্রুধারা; অভিমন্যু কহিল হাসিয়া,—
"কেন মা! আকুলা হেন?—তোমারি আশীষে
পাঠাইছে নরপতি সেনাপতি রূপে
আমারে; কৌরবে নাশি' ত্বরায় আসিয়া
প্রণমিব ও চরণে, জয়-লক্ষ্মী সহ।
কি কহিব গত কথা—জান তো জননি!
কত মত দুঃখ দিলা কুরুকুলাঙ্গার
ভ্রাতৃ-সহ ধর্ম্মরাজে, সেই ক্ষোভ আজি
ঘুচাইব রণরঙ্গে, কামনা অন্তরে।
ভাঙ্গে যথা প্রভঞ্জনে কদলী-কানন,

কৌরবের পাপ-গর্ব্ব ভাঙ্গিবে তেমতি।
বিলম্ব না সহে মাতঃ! সাজিছে বাহিনী,
বাজিছে সমর-বাদ্য, গাহিছে ভৈরবে,
গর্জ্জিছে মাতঙ্গ বাজী, ধ্বনিছে পদাতি,
আহ্বানিছে মোরে এবে চতুরঙ্গ-দলে।
দ্রৌপদী জননী-পদে করিয়া প্রণতি
ত্বরায় যাইব আমি, দেহ শুভাশীষ
প্রসন্ন বদনে এবে।" পুত্রের আশ্বাসে
মুছিয়া নয়ন মাতা ইষ্টদেবে স্মরি'
জপিলা মঙ্গল মন্ত্র কুমারের শিরে।
নীরবে নিভৃত কক্ষে দেব-পূজা-শেষে
বসি' আছে মৃগাজিনে দেবী যাজ্ঞসেনী,
অরঞ্জিত কেশরাশি ঘনপুঞ্জ-সম,
অথবা নিতম্ব চুম্বে নীলোর্ম্মির মালা।
সুরক্ত চন্দন-ফোঁটা সুন্দর ললাটে,
অস্তগামী রবি-রাগ গোধূলির শিরে।
পরিধানে রক্তবস্ত্র, সন্তাপে অম্বর
বুঝি বা শোণিতবর্ণ হইল আপনি!
সুবসন-সুভূষণ-হীন বরতনু,
বন-সুশোভিনী লতা ফেলেছে খুলিয়া

সে রুচির রত্নদাম, বসন্তের শেষে।
করে সধবার চিহ্ন আয়তি বিরাজে,
অব্যক্ত মহিমা এক রাজে সে আননে।
নীলপদ্ম-নেত্রযুগে অভিমান-সহ
জাগিছে দৃঢ়তা ; বুঝি সেই নেত্রানলে
ভস্মিছে কৌরবকুল নীরব দহনে।
আগ্নেয় ভূধর-সম রাখিয়াছে চাপি'
দারুণ অসহ্য জ্বালা হৃদয়-বিবরে।
কিম্বা যথা কাদম্বিনী পোষে মর্ম্মতলে
বজ্রানল ; যথাকালে উগারে জগতে।
কুমারের কথা শুনি' কিঙ্করীর মুখে,
ডাকিলা সাদরে পুত্রে মধুরভাষিণী।
ইন্দুকুল-ইন্দু আসি' প্রবেশি ত্বরায়,
প্রণমিয়া পদধূলি লইলা মস্তকে।
সাদরে চুম্বিয়া শির দ্রুপদনন্দিনী
ধরিয়া উৎসঙ্গে নিজ কহিলা কুমারে,—
"শুনিয়াছি প্রাণাধিক ! আজি শুভযোগে
সেনাপতি-পদে তোমা বরিলা নৃপতি ;
রাখিও গৌরব বাপ ! অর্জ্জুন-কুমারে
দেখে যেন সিংহশিশু সকল কৌরবে।

পাণ্ডবের বংশধর তুমি মহাবাহু,
ঘুচাও বুকের জ্বালা জিনিয়া সমর।
করিবে ক্ষত্রিয়-কার্য্য, ধর্ম্মযুদ্ধ সাধি’,
নাশিয়া অধর্ম্মিকুল তুষিবে দেবতা।
অবধ্যে বধিয়া ভোগে যে নরক নরে,
জান তাহা প্রাণাধিক! নাহি বধে যদি
বধ্য জনে সুক্ষত্রিয়, ভুঞ্জে সে নিরয়।
দেখ স্মরি’ পূর্ব্বকথা—কৌরব দুর্ম্মতি
পাণ্ডবেরে কত মত করিল নিগ্রহ!
তুমি যবে ক্ষুদ্র শিশু, দ্যূত-পণ-ছলে
রাজ্য, ধন, জন সব লইল হরিয়া!—
কি ক’ব লজ্জার কথা! ধরিয়া আমারে
নরপশু দুঃশাসন রাজসভা-তলে
লইল যখন হায়! করিতে কিঙ্করী
পাশবদ্ধা সিংহী-সমা! রোমরাশি মম
নীরবে মরম-তলে লাগিল জ্বলিতে,
যেমতি বাড়বানল নীলাম্বুধি-বুকে
নীরবে হৃদয় দহে অসহ্য দহনে।
দ্রুপদনন্দিনী আমি, পাঞ্চাল-ঈশ্বর
বীরশ্রেষ্ঠ পিতা মম, বিদিত জগতে।

ধর্ম্মরাজপত্নী হ'য়ে রাজ-রাজেন্দ্রাণী
ত্রিদিবে গৌরবান্বিতা ইন্দ্রাণী যেমতি !
সেই আমি—মোর কেশে ধরিল পামর,
দীনহীনা নারী-সমা, সহে কি পরাণে ?
কত যে ঘৃণিত কথা কহিল আমারে
পাপমতি দুর্য্যোধন—কহিব কেমনে
পুত্র তুমি, তব কাছে ?—সে ঘৃণার চেয়ে
সহস্র মরণ শ্রেয় দ্রৌপদীর কাছে।
কি কহিব প্রাণাধিক ! হুতাশন যথা
রহে গূঢ় শমী-গর্ভে, রয়েছে তেমতি
সে অনল মম বক্ষে ইরম্মদরূপী।
তদবধি আছি আমি সেই মুক্ত কেশে,
উদাসীনা সন্ন্যাসিনী ! যেদিনে আমারে
দুঃশাসন-তপ্ত-লোহে করাইবে স্নান
মহাবাহু ভীমসেন, সেদিনে বাঁধিব
এ কেশে কবরী পুনঃ মনের হরষে।
মরিবে কৌরবাধম ভাঙি যবে ঊরু,
তখন সাজিব, রাজ-রাজেন্দ্রাণী-বেশে।
জানি না হৃদয়-শল্য উপাড়িবে কবে,
মহাহবে, আজি বৎস ! স্মরিও এ কথা।

"স্বরাজ্যে স্বধনে হায়! বঞ্চিত তোমরা
কৌরবের হিংসা হেতু; কোন দোষে দোষী
নহে ধর্ম্মরাজ কিম্বা অনুজেরা তাঁর।
পাপী দুরাচার ছলে পাঠাইল বনে
আমা সবে; (কত ক্লেশে বঞ্চিনু সকলে!)
অতুল বৈভবরাশি দেখাইতে পুনঃ
গেল সে বিজন বনে আনন্দ-উল্লাসে;
হায়! সেই কর্ম্মফলে, তাহাদের যবে
বাঁধি নিল চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের পতি,
দয়াময় ধর্ম্মরাজ নারিলা সহিতে;
শক্র-দুঃখে দুনয়নে বহি' অশ্রুধারা
ভিজিল অবনীতল; হেন চিত্ত কা'র
মর-দেশে?—অরি যবে মরে পর-করে,
কে রাখে আপনা দিয়া প্রাণ মান তা'র?
সদয় আদেশে তাঁর অনুকূল চিতে,
বীরর্ষভ সব্যসাচী নিজ বাহুবলে
উদ্ধারিল দুষ্টদলে গন্ধর্ব্বে জিনিয়া।
শুধিতে সে স্নেহ-ঋণ কৌরব পামর
জয়দ্রথে পাঠাইল হরিতে আমারে!
মহাবলী বৃকোদর গেলা বাহুবলে

বিনাশিতে সিন্ধুরাজে, গদার ঘূর্ণনে
প্রচণ্ড পবন বহি' পড়িল ভূতলে
তরু-লতা, পশু-পক্ষী, পলাইল ডরে।
দ্বীপী যথা ধায় ক্রোধে নাশিতে হরিণে
তেমতি ধাইল বীর, কাঁপায়ে কানন ;
মৃতপ্রায় করি' তারে দারুণ প্রহারে,
আনি' দিলা বৃকোদর ধর্ম্মের সকাশে।
দয়াময় নরপতি, সর্ব্বজীবে তাঁর
উছলে করুণারাশি জাহ্নবীর সম !—
যতনে সেবিয়া তা'রে অতিথির মত
সুভোজ্য পানীয় দিয়া করিলা বিদায়।

"ত্রয়োদশ বর্ষ শেষে, যথাকালে যবে
পাঁচখানি গ্রামমাত্র ভিখারীর মত
মহাবলী পাণ্ডবেরা মাগিল, তখন
'বিনা যুদ্ধ নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'
কহিল কৌরবাধম অভ্রভেদী রবে !—
কে সহে অরির দর্প অরিন্দম-কুলে ?
এ অধর্ম্ম সহে কোন্ ক্ষত্রিয়-হৃদয়ে ?
যাও বৎস ! রণে তুমি, বৈনতেয় যথা
নাশে দুষ্ট অহিদলে, নাশিও তেমতি

নিজ ভুজবলে আজি কৌরব-বাহিনী।
যাও বৎস! মহাবনে দাবানল যথা
ভস্ম করে মুহূর্ত্তেকে, তুমিও তেমতি
ভস্মিও পাপিষ্ঠগণে বিধির আশীষে।
জগত দেখুক চাহি' অনল-কণায়
কত দাহকতা রহে; ভুজঙ্গম-শিশু
বিষ-দন্তে দংশে যারে, মরে সে নিশ্চিত।
দেবতা করুন বলী নিজ বল দিয়া
তোমারে; আয়ুধে তব আপনি শমন
বিরাজি, বিপক্ষ-নাশ করুন সমরে।"
কহিলা শূরেন্দ্র—"মাতঃ! জানি সে কাহিনী,
তোমার নিগ্রহ-কথা যবে শুনি কাণে,
ইচ্ছা হয় সেই দণ্ডে উলঙ্গি কৃপাণ
আপনার হৃদি-পিণ্ড আপনি উপাড়ি!
তুচ্ছ রাজ্য ধন, মাতঃ! অপমান-সম
ক্ষত্রিয়ের মহামৃত্যু কি আছে জগতে?
তোমার আশীষ যবে ধরিনু মস্তকে
থাকুক অন্যের কথা, ডরি না কৃতান্তে;
প্রতিজ্ঞা আমার আজি—এই বাহুবলে
নাশিব পাপিষ্ঠদলে, ভস্মশেষ হ'বে

আর্জ্জুনির শরানলে কৌরবের সেনা।
বাঁচি যদি, মহাশল্য উদ্ধারিব আজি,
মরি যদি; যে অনল যাইব জ্বালিয়া
সমূলে কৌরবকুল পুড়িবে তাহাতে।
এবে মোরে স্নেহময়ি! দেহ পদধূলি,
আমার জনম যেন না হয় নিষ্ফল,
দাসেরে আশীষ দেহ, অন্য নাহি চাহি।”
আবার চুম্বিয়া শির দ্রুপদতনয়া,
আশীষিয়া পুত্রবরে চাহি’ শূন্য পানে
কহিলা,—“দেবতা! দয়া কর পাণ্ডবেরে
উজলিও পাণ্ডুকুল অভিমন্যু-হেতু।”
চলিলা বীরেন্দ্র মত্ত-গজেন্দ্র-গমনে,
শিঞ্জিল আয়ুধ-অঙ্গে চর্ম্মে, বর্ম্মে বাজি’।
 চলিয়াছে সিন্ধুপানে নদী সরস্বতী
পুণ্যতোয়া, চুম্বি’ বেলা ছুটিছে লহরী;
দুকূলে বিটপিশ্রেণী রয়েছে দাঁড়ায়ে
বিস্তারি অযুত বাহু, চাহে আলিঙ্গিতে
বিশ্বে জনকের স্নেহে! পর-হিত লাগি’
তরুর জনম বুঝি এ ভব-ভবনে;
ফুলে তোষে, ফল দানি’ ক্ষুধা হরে কেহ,

কেহবা শীতল ছায়া সতত প্রদানে।
বিশাল বটের তলে সরস্বতী-তটে,
সন্ধ্যা বন্দিছেন বসি' ভরদ্বাজ-সুত
দ্রোণাচার্য্য ; শ্যাম বপু পবিত্র বিশাল,
ললাটে চন্দন-রেখা, উপবীত গলে।
চাহি' পূর্ব্বাশার পানে পূজিলা ধীমান্
ইষ্টদেবে, যোড় করে করিলা প্রণতি।
সমাপি প্রণব-স্তোত্র, হেরিলা অদূরে
ব্যাসদেবে, দ্বিতীয় তপন আসি' যেন
উদিলা নদীর কূলে ; শিরে জটাবলী,
রুদ্রাক্ষ-মালিকা গলে, করে কমণ্ডলু,
পরিধানে কৃষ্ণাজিন, সস্মিত আনন।
হেরি' সসম্ভ্রমে দ্রোণ প্রণমিলা পদে
নারদ প্রণমে যথা ত্রিপুরসূদনে।
আশীষি সুধিলা ঋষি—"কহ মহামতি!
যুদ্ধের সংবাদ কিবা—সেনাপতি তুমি।"
উত্তরিলা ভারদ্বাজ—"সত্য তপোধন!
সেনাপতি আমি এবে রাজার আদেশে।
কিন্তু হায়! রাজ-আজ্ঞা পালনের তরে
কত কি অধর্ম্ম সাধি ইচ্ছার বিরোধে।

সে দিন বিরাট-সুত শঙ্খ ধনুর্দ্ধরে
ছাড়িতে ব্রহ্মাস্ত্র আমি বিমুখ হইনু,
(অপ্রয়োজ্য শিশু প্রতি সে শর ভীষণ)
কিন্তু শুনিল না নৃপ, পড়িল চরণে,
পুনঃ কত অনুযোগ করিল আমারে,
তেঁই ব্রহ্ম-অস্ত্র হানি বধিনু আহবে
বিশঙ্ক শঙ্খেরে আমি, শশাঙ্কে যেমতি
নির্ম্মম নিষ্ঠুর রাহু গ্রাসে অনায়াসে!
সত্য বটে, শত্রু-নাশে না হই কাতর
ধর্ম্মযুদ্ধে তপোধন! জানেন আপনি,
দ্বিজের কর্ত্তব্য ছাড়ি' ক্ষত্র-ব্যবসায়ী
চিরদিন দ্রোণাচার্য্য বিধির ইচ্ছায়!
অদৃষ্টলিপির বশ, দুঃখ নাহি তাহে
সাধিব নিষ্কাম কর্ম্ম পরহিত হেতু;
কিন্তু এ দারুণ জ্বালা জ্বলে মর্ম্মতলে
যুঝিনু অধর্ম্ম-পক্ষে!—কেন বা শিখিনু
অস্ত্রবিদ্যা, শত ধিক্ বলি সে বিদ্যারে
নহে যাহা ন্যায়-ধর্ম্ম-মহত্ত্বের হেতু।
কি কাজে মানবী শক্তি, মনুষ্যত্ব কিবা,
ন্যায়ে অনুসরি যদি না চলে মানব?

মানব, পিশাচ পশু, ন্যায় হারাইলে,
তেঁই কহি, হা বিধাতঃ! দ্রোণের ললাটে
এ হেন দুর্ভাগ্যরাশি লিখিলে কেমনে?
কাপুরুষ নহি আমি, নিজ ভুজবলে
কিনা পারি ঋষিবর! কেমনে বিধাতা
এ হেন পরান্নভোজী করিলা আমারে?
ধর্ম্ম, ন্যায়, প্রীতি, স্নেহ বিসর্জ্জিনু সবি
দগ্ধ উদরের তরে! ভিক্ষায় মিলিত
দীন ব্রাহ্মণের যাহা—সেই অন্ন তরে—
(কৃতঘ্নতা-মহাপাপ পরিহার লাগি)
নীচতা-নিগড়ে সাধি বাঁধিনু আপনা!
কি কহিব মহাভাগ! বদ্ধ সিংহ আমি
কৃতজ্ঞতা-পিঞ্জরেতে জম্বুকের সম।"
কহিলেন দ্বৈপায়ন—"কেন এ বেদনা
তব চিত্তে ভারদ্বাজ! বিধির ইচ্ছারে
কে পারে লঙ্ঘিতে কবে, কহ বিচারিয়া।
শুভাশুভ ভগবান্ করেন আপনি,
মানব নিমিত্তভাগী কর্ম্মসূত্রে বাঁধা;
ছাড়িয়া আসক্তি, স্বার্থ, কর কর্ম্ম তাঁর,
অনুশোচনার ব্যথা না হ'বে ভুঞ্জিতে।"

দূরে হুঙ্কারিল চমূ—"দুর্য্যোধন-জয়"
শুনিয়া দ্বিজেন্দ্র পুনঃ প্রণমি পাবকে
চলিলা, ডমরু-রবে ভুজগেন্দ্র যথা
চলে বিঘ্ন বাধা ভাঙি নিজ গম্য স্থানে।

ইতি শ্রীবীরকুমার-বধ-কাব্যে অভিযানং
নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।
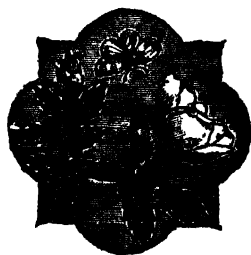
পঞ্চম সর্গ।

চল দয়াময়ি দেবি কল্পনা-সুন্দরি !
ছাড়ি' এ অবনীতল চল সুরপুরে ;
দীন হীন নর আমি ভিখারী ও পদে,
তব কৃপামৃত-দানে পূরাও কামনা ;
আনন্দ-হৃদয়ে যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী
রতন-ভাণ্ডার খোলে যাচকের তরে।
বহিছেন মন্দাকিনী বিমলসলিলা,
রজত-নিঃস্রাব যেন ছুটিছে উছলি
ক্ষালিয়া কৈলাস-পদ ; পুণ্যময় মেরু
ত্রিদিবে, বিরাজে যাহে শঙ্কর-শঙ্করী।
বহিছে মধুর বায়ু মৃদুল হিল্লোলে,
বিতরি মন্দার-গন্ধ পবিত্র কৈলাসে।
নানা জাতি বৃক্ষ লতা—রজত, কাঞ্চন,
হীরকের ফুল ফুটি' বিতরে সৌরভ।

জ্বলিছে মুকুতা মণি—শিশিরের রূপে
নব কিশলয়-শিরে, চারু দূর্ব্বাদলে।
প্রভাত-সমীর-শুভ-পবিত্র-পরশে
খুলিছে মুদ্রিত মুখ স্বুবর্ণ-নলিনী ;
ঊষার কনক-রাগ নিরখি নয়নে
রজত কুমুদ-কুল ঢাকিছে আনন।
অজর অমর দেশ সুখ-শান্তি-ভরা,
নাহি জানে পাপ তাপ, বিষাদ-বেদনা।
তরুতলে মৃগকুল জানু পাতি' সুখে,
শার্দ্দূলের কোলে শুয়ে করে রোমন্থন ;
অহি-সহ খেলে ভেক, অনসূয়া-ধামে
ছয়রিপু-তাপ-তপ্ত নহে কভু কেহ।
নানা রত্নময় সেথা কনক-প্রাচীর
ঠমকে চমকে আঁখি বিশ্ববিমোহন!
দ্বারপাল নন্দী ভৃঙ্গী জ্যোতির্ম্ময় দ্বারে,
(নির্ম্মিলা যা' বিশ্বকর্ম্মা রবি-রশ্মি দিয়া)
প্রশান্ত ভবন কিবা, চন্দ্র-বিভা-সম
স্নিগ্ধ, শ্বেত, পূত, রম্য শিলায় গঠিত।
উড়িছে অপূর্ব্ব বর্ণে শান্তির পতাকা
সৌধচূড়ে, বিতরিছে চন্দ্রিকার ভাতি।

নব দেবদারু-তলে ব্যাঘ্রাজিন-'পরি
বসি' আছে জগতের আদি পিতা মাতা;
আ মরি! রজতগিরি শ্বেত শতদল
মহাযোগী মহাদেব; শোভে কটিতটে
কৃত্তি-বাস; দোলে গলে রুদ্রাক্ষ-মালিকা,
অস্থিমালা; শিশু শশী উজলে ললাট।
শিরোপরি জটাজূট, বিভূতি ভূষণ,
হেরিছেন তিন লোক ত্রিনয়নে চাহি।
বামে শুভঙ্করী গৌরী সুবর্ণবরণা
(বরদা আনন্দময়ী ভকতের বুকে,
অভক্তের ভয়ঙ্করী অসুরনাশিনী !—)
বিশ্বারাধ্য ধর্ম্ম আর পবিত্রতা মিশি'
পবিত্রিছে, সুরক্ষিছে নিখিল জগতে।
অনন্ত ঐশ্বর্য্যরাশি চুম্বিতে চরণ
চাহিছে সাফল্য-আশে, কিন্তু সে দম্পতী
বিমুখ সম্পদ-ভোগে; ভক্তের বাসনা
পূরাবারে যক্ষরাজে দিলা অনুমতি
নির্ম্মিতে কৈলাসে এক রত্নময়ী পুরী;
(বাঞ্ছিলা যক্ষেন্দ্র যাহা তপস্যা করিয়া।)
বসি' আছে চারি পাশে দেব দেবী কত,

গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, ভূত প্রেত আদি,
কা'রেও বিমুখ নহে দয়ার দেবতা,
চাঁদের আলোক কোথা না পশে ভূতলে ?
শিব-মুখ-বিনিঃসৃত অমিয় ভারতী—
সৃষ্টির উদ্ভব-কথা শুনিছে সকলে ;
পূর্ণিমা-যামিনী-যোগে চকোর চকোরী
সুধানিধি-সুধা যথা পিয়ে মন-সুখে।
আছিল কারণ-জলে পূরিত নিখিল,
ইচ্ছা-বশে ইচ্ছাময় অনাদি কারণ
রচিলা ব্রহ্মাণ্ড তাহে অম্বু-বিম্ব-সম।
স্বর্গধাম—ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস,
অমরা, অমরলোকে দেব দেবী যত
যতনে গড়িলা নাথ ; গড়িলা আবার
গ্রহ, উপগ্রহ, আদি যা' শোভে যেখানে।
স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু, গুরু, সুন্দর, ভীষণ,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, সর্ব্ব-জীব-সহ
ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, ব্যোম বিরচিলা,
অনন্ত সৌন্দর্য্য-রাশি, অনন্ত সুন্দর !
আনন্দে বিশ্বের গতি দিলা নিরূপিয়া
অনন্ত মঙ্গল-পথে ; পদে পদে তাহে

বাধিবে সহস্র বাধা ; সে সংঘর্ষে ঠেকি'
মঙ্গল দ্বিগুণ বলে লভিবে উন্নতি।
জলদ-স্বননে শিব কহিছেন সবে
পুণ্যময় ইতিহাস ভবেশের লীলা।
সহসা অপূর্ব্ব বীণা-মধুর-ঝঙ্কারে
ঝঙ্কারিল দেবপুরী ; উল্লাসে উচ্ছ্বসি
উঠিলেন মন্দাকিনী ; ছুটিল লহরী
ফেনাইয়া পয়োরাশি। লতায় লতায়
সুবর্ণ-মুকুলমালা উঠিল ফুটিয়া।
স্বরগ পাপিয়া পিক দোয়েলের দল
গাহিল আনন্দভরে প্রতিধ্বনি-রূপে।
বিস্তারি রুচির পুচ্ছ নাচিল ময়ূর,
নাদিল কান্তারে হরি হরিণের সহ।
তুলিল সুন্দর ফণা ফণী মন-সুখে,
বহিল সুগন্ধবহ অমৃত বিতরি।
গিরিজার অশ্রুকণা ভাতিল নয়নে
মহাদেব-দেব-দেহ হর্ষে রোমাঞ্চিল!
বিস্ময়ে দেখিল চাহি' দেব দেবী যত
উপনীত দেব-ঋষি নারদ সহসা।
প্রভাত-তপন সম বরবপু-ছটা,

মাথায় পিঙ্গলা জটা, অক্ষমালা গলে,
পরিধানে কৃষ্ণাজিন, অধরে সুহাসি ;
বিতরিতে মহাপ্রেম বিশ্ব চরাচরে
করতলে স্নিগ্ধ বীণা—নিজে বীণাপাণি
দিলা যাহা ঋষিবরে মাতৃ-স্নেহ-ভরে।
শুভ্র কান্তি অকলঙ্ক-পূর্ণচন্দ্র-নিভ,
গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, তেজে হোমানল-সম।
দেখি' সসম্ভ্রমে উঠি' দেবদেবীগণ
অভ্যর্থিলা দেবর্ষিরে ; বন্দিলা নারদ
প্রেমভরে, হর-গৌরী-চরণ-কমলে।
 জয়া-দত্ত কুশাসনে বসায়ে নারদে
কহিলা শশাঙ্কমৌলি স্বাগত সম্ভাষি'—
"কহ বৎস ! ত্রিলোকের সমাচার মোরে,
সর্ব্বত্র তোমার গতি, সদাগতি-সম,
কোথা কি ঘটিছে এবে কহ সবিশেষি।"
 উত্তরিলা ঋষিশ্রেষ্ঠ কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"হেরিছ নখ-দর্পণে হে প্রভো ! আপনি
এ বিশ্ব-সাম্রাজ্য ; আমি ক্ষুদ্র রেণু-কণা,
তোমার সকাশে নাথ ! কহিব কেমনে
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-কথা ! দেখিতেছি এবে

অমঙ্গলে প্রতিহত, মঙ্গলের গতি।”
“তাহাই বিধির বিধি”, ত্র্যম্বক কহিলা—
“তপোধন! বিশ্ব-তত্ত্ব জানিছ সকলি;
মর্ত্ত্যলোকে জন্ম, মৃত্যু, আলোক, আঁধার,
সুখ, দুঃখ এক সূত্রে গ্রথিত যেমতি,
অমঙ্গল সেইরূপে মঙ্গলের সাথে
গ্রথিত হইতে চাহে; অক্ষম তাহাতে,
তেঁই মঙ্গলের পথে বাধারূপে রহে।
অশুভে বিনাশি, শুভে নিরাপদ রাখা
দেবের কর্ত্তব্য সদা ব্রহ্মাণ্ডের তরে।
বিধির আদেশ সেই, দেবগণ প্রতি
জানিছ তা বুধশ্রেষ্ঠ! কি ক'ব বিশেষি?
কহ হে ধীমন্! এবে কিবা অমঙ্গল
বিঘ্নিছে মঙ্গল-গতি; কেবা কোনখানে
কদাচার আচরিছে—মানব, দানব,
কিম্বা যক্ষ, রক্ষ, দৈত্য, কহ মুনিবর!”
উত্তরিলা ঋষি—“প্রভো! নিবেদি চরণে
সে দারুণ কথা আজি; আজি ধরা-ধামে
কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ—আপনি জানিছ
মহান্ বিপ্লব যত, অদ্যাপি তাহার

নাহি শেষ হে মহেশ ! অশান্তির তরে
আপনি আকুলা রমা, বিষাদ-ব্যথিতা।
অধীরা ধরিত্রী সতী সহিবারে আর
না পারেন, সর্ব্বংসহা—আমারে ডাকিয়া
কহিলা,—"কৈলাসে তুমি যাহ মুনিবর !
উমেশ-উমারে দিয়া দাসীর প্রণতি,
কহিও—এমন করি' কত দিন আর
দিন যাবে অভাগীর ?—জানেন তাঁহারা
কত সহে বুকে মম ; মহা ভূকম্পন,
উল্কাপাত, বজ্রাঘাত, ভীষণ ঝটিকা,
মহামারী আদি যত দৈব বিড়ম্বনা
সব সহি বুক পাতি, সহিবার তরে
গড়িলা বিধাতা মোরে না স'ব কেমনে ?
কিন্তু এ অসহ্য ব্যথা না সহে মরমে
নরের দুরন্তপণা—ক্রোধ-লোভ-বশে
এ উহার রক্ত পিয়ে, রাক্ষসের সম !
ভ্রাতায় ভ্রাতায় বৈর, আর্ত্তনাদ-সহ
জয়নাদ, শোকোচ্ছ্বাস, আনন্দ-উৎসব,
কি যে শুনি কাণে কিছু না পারি বুঝিতে,
অজানা আতঙ্কে হিয়া বিকম্পে সঘনে !

কতদিনে এ বিগ্রহে আসিবে সুশান্তি,
কতদিন এ বসুধা কাঁদিবে বিষাদে ?
শুনেছিনু, এক কালে আবার মানব
লভিবে নবীন জন্ম, দেহের সহিত
পুরাতন পাপ তাপ করিবে বিদায় ;
সত্য যদি সেই কথা, কেন তবে হেন
আঁধারে রয়েছে ধরা, করুণা করিয়া
রুদ্র-রূপে মহাদেব করুন সংহার—
সৃষ্টির অশিব যত পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
জীর্ণ পুরাতন পত্র শীত-অবসানে
খসি পড়ে, পদতলে দলে নর তারে ;
নবীন বসন্তে নব কিশলয়দলে
শোভে তরু-লতা ; তথা নূতন গড়িয়া
করিবে দেবতা পুনঃ মধুময়ী ধরা।
ইহা বিনা কিছু নাহি আসে মম মনে,
সুধিও ঋষভধ্বজে, কি বলেন তিনি ?"
ঈষৎ হাসিয়া হর কহিলা নারদে,—
"কল্যাণী বসুধা হেন কাতরা কি হেতু ?
ভূতলে বারিধি রাজে বিধির আদেশে,
অযুত অর্ণব-যান চলে তদুপরি ;

কত শত জলজন্তু করে আস্ফালন,
কভুবা বাড়বানল দহে হিয়া-তল ;
আপনি পবনদেব যায় যুঝিবারে
আন্দোলিয়া কল্লোলিয়া ঊর্ম্মিদল-সনে ;
কিন্তু দেখ মহামতি ! সেই পারাবার
করিছে আপন কাজ, চাহে কি ফিরিয়া
ক্ষুদ্র-বাধা-বিঘ্ন-পানে ? বসুমতী তবে
এ হেন অধীরা কেন বুঝিতে না পারি।
আদর্শ যাঁহার ধৈর্য্য-সহ সহিষ্ণুতা
দেবলোকে, সেই দেবী নর-নারী-সমা
অধীরা শোকের ভয়ে, অভাগ্যের কথা !
দেখহ বিচারি বৎস ! মর নরগণ
করিছে সংগ্রাম যদি অধর্ম্মের বশে,
কি ক্ষতি ধরার তাহে ? জানিছেন মনে—
যথাকালে জয়ী ধর্ম্ম, না হ'বে অন্যথা।
জগতে সাধুতা-রক্ষা অসাধুতা-নাশ,
ধর্ম্মের একাধিপত্য হইবে নিশ্চিত।
যত দিন যত যুগ যাউক বহিয়া
এ মহা উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে পরিণামে।
যে সৃষ্টি করিলা বিধি আদরে যতনে

তাহা ধ্বংসিবার ইচ্ছা কভু নহে তাঁর।
কে আছে জননী কোথা, দুরন্ত বলিয়া
বিনাশে কোলের শিশু শিলায় আছাড়ি ?
যা হউক, আমাদের শুভাশীষ দিয়া
কহিও সে মেদিনীরে,—ত্বরায় ঘুচিবে
তাঁহার বিপদ-দুখ, বিধির প্রসাদে।”
হৃষ্টচিত্তে দেব-ঋষি পুনঃ প্রণমিয়া
চলিলা মেদিনী-স্থানে, গাহি বীণা-রবে।
ভবানী ভবেশ-মুখ নিরখি কাতরে
কহিলা,—“করুণাময় ! কহ দয়া করি,
নিভিবে সমরানল কতদিন পরে ?”
হাসিয়া পিনাকপাণি কহিলা,—“শঙ্করি !
কর্ম্মফল ভোগে সবে ; করুণা করিয়া
মুছিবে ললাট-লিপি কাহার শকতি ?
জান তুমি নরোত্তম বীরশ্রেষ্ঠ পার্থ—
ধনুর্দ্ধরে, অস্ত্রবিদ্যা শিখিল সুমতি
ইন্দ্রালয়ে দেবেন্দ্রের বরপুত্র ধীর ;
তুষিল কিরাতবেশী আমারে সমরে,
দিনু পাশুপত অস্ত্র পুরস্কার তা’রে ;
গুরু-জ্ঞাতি-বন্ধুগণে নাশিবার ডরে

বিমুখ আহবে আজি সে বীর-কেশরী ;
করিছে কর্ত্তব্য-হেলা মমতায় মজি,
ঘটিছে অধর্ম্ম তাহে— দীর্ঘকালব্যাপী
হতেছে দারুণ রণ সে হেতু, শুভদে !”
“তবে কিবা হবে নাথ ?” সুধিলা অভয়া
শিবেরে, কহিলা প্রভু সাদর বচনে,—
“আমরা আচরি শুভ, অশুভের বেশে,
জান তাহা হৈমবতি ! কুরুক্ষেত্র-রণে
বিশেষ ঘটনা-যোগে অর্জ্জুনের বীর্য্য—
উদ্দীপ্ত করিতে হ’বে দুষ্ট-নাশ-তরে।
তা হ’লে অধর্ম্ম যাবে ত্যজি রণভূমি,
নিভিবে সমর-বহ্নি অচিরে শঙ্করি !”
ক্ষণেক চিন্তিয়া মনে দেব ত্রিলোচন,
অনুচর মণিভদ্রে জলদ-নির্ঘোষে
আদেশিলা—“যাহ ভদ্র ! পাতাল-প্রদেশে
যেখানে অধর্ম্মাসুর করে নিবসতি,
যাহ সেথা, শূল করে করিয়া ধারণ ;
কহিও অনুজ্ঞা মম অসুর-ঈশ্বরে,
কুরুক্ষেত্র-রণক্ষেত্র ছাড়িতে সত্বর।”
চলি’ গেল মণিভদ্র বীর অনুচর

প্রণমিয়া হর-গৌরী-অভয়-চরণে।
ত্রিশূল লইল করে, গলে অক্ষমালা
গৈরিক-রঞ্জিত-বাস নব রবি-বিভা।
আনন্দে শঙ্কর-দাস শঙ্করে স্মরিয়া
ত্যজিল কৈলাসধাম। স্বরগের পথ
বিশুভ্র পাষাণে গড়া, সরল, শীতল।
কতদূরে গিয়া দূত হেরিল অদূরে—
পবিত্র বৈকুণ্ঠপুরী, আকাশ-শিরসে
চন্দ্রকলা শোভে যথা, চাঁদের কিরণে—
গড়িলা পবিত্র পুরী দেবশিল্পিবর।
শারদ-চন্দ্রিকা-নিভ উড়িছে পতাকা
মনোহর! পুণ্যধামে পুলকিত চিতে
করযোড়ে মণিভদ্র করিল প্রণাম;
ভাবুক ভকত যথা দেবালয় হেরি'
(সুদূরে থাকিলে তবু) প্রণমে উদ্দেশে।
কতক্ষণে দেখে ধীর অমর-নগরী,
ইন্দ্রাগার স্বর্ণময়, রত্নচূড় কিবা!
ইন্দ্রধনু-বিভা পুরী, ফিরে না নয়ন
চাহিলে সে আভা-পানে! মধুর হিল্লোলে
ইন্দ্রধনু-বর্ণে মরি উড়িছে কেতন!

সুন্দর নন্দনবন রাজিত সম্মুখে
অমর-আলেখ্য যেন! মন্দার-সুবাসে
সুবাসিত হ'য়ে বলী চলিল কৌতুকে।
কত পথে নিরখিল—শোভিছে অলকা
ধনেশের, রত্নময় অপূর্ব্ব ভবন!
মুকুতা, প্রবাল, মণি, চিত্রিয়াছে কারু
ফল-ফুল-পত্র-রূপে সুচারু প্রাসাদে।
উড়িছে সুবর্ণ কেতু উজলি কিরণে,
হেরিল বিস্ময়ে ধীর যক্ষেন্দ্র-বৈভব।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-যক্ষ-বিদ্যাধর-পুরী
ত্যজিল ক্রমশঃ ধীর, সুধীর গমনে।
অতঃপর শিবদূত উত্তরিল আসি'
গ্রহলোকে, রবি-রশ্মি ধাঁধিল নয়ন;
শঙ্করে স্মরিয়া বেগে ত্যজিল কিঙ্কর
দিব্যলোক, পুণ্যময়ী অমরা নগরী।
  উরিল ভূলোকে দূত, দেখিল চাহিয়া
মর-দেশ; ঊর্দ্ধে রাজে অনন্ত আকাশ;
শস্যশষ্পময়ী পৃথ্বী জাগে পদতলে।
তরুলতাগুল্মাবৃতা প্রকৃতি সুন্দরী
হরিত-অম্বরে মরি ঢাকিয়া আপনা!

জাগিছে অচল-দল, পরশে আকাশ
শেখর ; জলদজাল-নীবী কটিতটে।
তড়াগ, সরিৎ, সিন্ধু, নদ, নদী কত,
(বিমল সলিলে ভরা) হেরিল হরষে।
কোথা শোভে দেবালয়, রাজপুরী কোথা,
দরিদ্রের তৃণগৃহ রহে কোন খানে।
বিটপে বিহঙ্গ বসি, পশুগণ বনে,
নর নারী কার্য্যক্ষেত্রে, চিন্তিছে আহার।—
রাজা, দীন, জ্ঞানী, মূর্খ, সবে সমভাবে
ধ্যায়িছে আহার্য্য, যথা যোগ-রত যোগী !
শ্মশানে জ্বলিছে চিতা ; রয়েছে পড়িয়া
নরের কঙ্কাল, অস্থি-শবাহারী পশু
খেদাইছে প্রতিপক্ষে ভৈরব আরাবে।
সবিস্ময়ে দেখে দূত,—কৌশলী শমন
পাতিয়া মরণ-জাল রেখেছে কৌশলে
ধরার সকল ঠাঁই, নিষাদ যেমতি
বিস্তারে বাগুরা বনে পশু-পাখী তরে।
এইরূপে মণিভদ্র দেখিতে দেখিতে
চলিল পাতালতলে আশুগতি-গতি।
আঁধার পাতালপুরী অমানিশা যথা

মেঘাবৃত ; অন্ধকার স্তূপে স্তূপে যেন
রহিয়াছে, মেঘমালা আকাশে যেমতি।
পশে না সে দেশে কভু সৌরকর-রাশি,
হাসে না আকাশে ইন্দু, হীরাকারা তারা ;
ভাসে না অম্বুভা-আভা, অভ্র-দল-সনে।
নাহি তরু, নাহি লতা ফল-পুষ্পে ভরা ;
ডাকে না একটী পাখী; চরে না কাননে
মৃগযূথ ; দিগঙ্গনা নাহি দেন আনি
তেজোময় গ্রীষ্ম ঋতু, শ্যামলা বরষা,
হরিত শরত, শুভ্রা হেমন্ত-সুন্দরী,
হিমময় শীত কিম্বা মধুমাখা মধু।
দিবা-নিশা অবিভেদ ; কুহেলি-আবৃত
দশ দিক্ ; হায় ! সেই অভিশপ্ত দেশে
সমীর দুর্গন্ধবাহী, প্রতপ্ত সলিল ;
ভীষণ বালুকারণ্য মরুদেশে যথা
আঁধার অরণ্য তথা, সে কাল নগরী !
বহিছেন ভোগবতী, অশনি-নিনাদে
পর্ব্বত-প্রমাণ ঊর্ম্মি ছুটিছে গরজি,
দানব-বিনাশে যথা সর্ব্বনাশী-রূপে
নাচিলা চামুণ্ডা দেবী, খাণ্ডা ধরি করে।

পশিল ত্রিদিববাসী বিস্মিত হৃদয়ে,
অসুর-নগর-মাঝে, (অন্ধকার দেশে)
দেব-ত্রিশূলের দ্যুতি ভাতিল অমনি ;
অমার আঁধারে যেন বিজলীর জ্বালা
জ্বলিল আকাশ-পটে দিগন্ত উজলি !
সে আলোকে দেখে দূত লৌহময়ী পুরী
দৃঢ়া, কৃষ্ণা ; লৌহদ্বার রক্ষিছে দানব,
ভীষণ-আকৃতি যেন যমদূতরূপী।
কহিল কপর্দ্দি-দাস,—"দেবদূত আমি,
পাঠাইলা মৃত্যুঞ্জয় অধর্ম্মের পাশে
কহ তাঁরে।" সবিস্ময়ে দেখিল অসুর—
দেবদূত-দেহ-প্রভা দিব্য-শূল-জ্যোতিঃ।
রাজার আদেশে আনি' লয়ে দূতবরে
চলিল সে প্রতিহারী, ত্রিশূল-আলোকে
অন্ধকারে মণিভদ্র চলিল ঠাহরি।
হেরিল অসুর-সভা লৌহ-সিংহাসনে
বসিয়া অধর্ম্ম, বামে দুর্ম্মতি মহিষী।
ক্রোধ, লোভ, গর্ব্ব, মিথ্যা, অসূয়া, খলতা,
ঘিরি আছে চারি পাশে দানব দানবী।
সবে ঘোর কৃষ্ণকায়, তাম্রবর্ণ কেশ,

আরক্ত নয়নযুগ রক্তজবা-সম ;
বিকট দশনে হাস্য, আস্য ভয়াবহ !
পরিধানে কৃষ্ণবাস, রাজা-রাণী-শিরে
লৌহের মুকুট, কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল ;
শোভিছে শঙ্খের মালা সকলের গলে,
বিভূষিত শুষ্ক দেহ বিকট ভূষণে।
মন্ত্রণা করিছে সবে কেমনে পশিবে
কোন্ ছলে, ধরাতলে মানবের মনে।
দাঁড়াইল দেবদূত সেই সভাতলে
ঘোর অন্ধকার-কূপে অকস্মাৎ যেন
ভাতিল রবির আলো চিরদিন-পরে।
কৌতূহল-মাখা নেত্রে অসুর অসুরী
দেখিল নিমেষ ভুলি সে মধুর ছটা !
যোগাইল অনুচর ত্বরায় আসন,
বসিলা ত্রিদিববাসী পাদ্য অর্ঘ্য ল'য়ে।
দৃঢ়-রবে মণিভদ্র কহিল রাজারে,—
"শিবের সেবক আমি, তাঁহার ত্রিশূল
মম করে ; অসুরেশ ! প্রভুর আদেশ
তোমায়, সুভগ ! তুমি ত্যজ শীঘ্রগতি
কুরুক্ষেত্র-রণক্ষেত্র।" শুনিয়া সভয়ে

উদ্দেশে ত্রিশূলি-পদে করিয়া প্রণতি
কহিল অধর্ম্মাসুর,—"হায় স্বর্গবাসী!
দুর্য্যোধন নৃপতির আমন্ত্রিত মোরা
রণক্ষেত্রে; ছিল সাধ কিছুদিন সেথা
খেলিব আনন্দ-খেলা সদলে মিলিয়া।
সহসা নিষ্ঠুর আজ্ঞা দিলা মহেশ্বর,
লঙ্ঘিলে তাঁহার আজ্ঞা, মহারুদ্র-রূপে
সবংশে ধ্বংসিবে প্রভু, অনল যেমতি
ভস্মে শুষ্ক তৃণদলে! কহিও ধীমন্!
দুই চারি দিন মাত্র বঞ্চিয়া সেখানে
ছাড়িব সে রণক্ষেত্র মহেশ-আদেশে।"
শুনিয়া রাজার বাণী বিরসবদন—
ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ, অনৃত, অন্যায়।
সান্ত্বিয়া কহিল দৈত্য মধুর বচনে,—
"কি হেতু ভাবিছ দুঃখ স্বজন সকলে?
কি যে তেজে জ্বলে দীপ, নির্ব্বাণের বেলা
জান না কি? যাব মোরা কুরুক্ষেত্রে আজি,
মিটায়ে মনের আশা খেলিব সকলে।"
শুনিয়া অধর্ম্ম-কথা, মর্ম্ম জুড়াইল,
দানব-দানবীগণ পূরিল আনন্দে।

স্থধিল অস্থর-রাজে মণিভদ্র ধীর,—
"কহ শুনি ভদ্র! মোরে, কি কুহক-বলে
তোমরা ভুলাও নরে?—বিকৃত আকৃতি
হেরি' নাহি ডরি' নর করে আলিঙ্গন
কেমনে, কহিয়া মোরে, ঘুচাও সন্দেহ।"
উচ্চ হাসি' দিতিস্থত লাগিল কহিতে,—
"এ বেশে, দ্যুলোকবাসী! মানব-সকাশে
কভু নাহি যাই, মোরা কামরূপী সবে।
ধরি অপরূপ কান্তি ভুবনমোহন,
বচনে পীযূষ ক্ষরে, হাসি মধুমাখা;
দেখি তা' অবোধ নর সাধি' দেয় ধরা
আমাদের; অবোধ বিহঙ্গদল যথা
নিষাদের বাগুরায় আপনা প্রদানে।"
পুনরপি দেবদূত জিজ্ঞাসিল তা'রে,—
"শুনিতে বাসনা মম কহ দৈত্যপতি!
এরূপে তোমরা যদি ভুলায়ে মানবে
কর পাপে রত তারে, মন্ত্র-বলে যথা
ভুজঙ্গে লইয়া রঙ্গে খেলে সাপুড়িয়া,
তবে তারে পাপী কহে কি কারণে কহ,
কেন ভুঞ্জে কর্ম্মফল, কেন গঞ্জে সবে?

চুম্বক অয়সে যবে আকর্ষে, সে কভু
না পারে থাকিতে দূরে, কেবা নিন্দে তারে ?"
শুনিয়া হাসিয়া দৈত্য কহিল আবার,
"দেবযোনি তুমি ধীর, উদার, সরল,
তাই ভাবিতেছ হেন ; কদাচারী মোরা
সতত কুকর্ম্মে রত। পিশাচ-অধম
মানবের রক্ত যথা পিয়ে মন-সুখে,
আমরা তেমতি পিয়ি, নর-বক্ষে পশি'—
সুবুদ্ধি, সদ্ভাব তা'র ; পশুর মতন
দুই দিনে করি তারে। সে অমৃত-পানে,
আমরা উল্লাসে নাচি পিশাচের মত।
কিন্তু মহামতি ! মোরা আমন্ত্রণ বিনা
নাহি যাই কারো কাছে, বিধির আদেশে।
আমাদের ডাকে যেবা আত্ম-তৃপ্তি-তরে
যাই মোরা তার কাছে, সেই কর্ম্ম-ফলে
বিধি লিখে পাপ তা'র ললাট-ফলকে।"
পুনঃ কহে মণিভদ্র,—"বড় কৌতূহল
জাগিছে, অসুররাজ ! কহ পুনরপি,
কেমনে তোমারে নরে করে আমন্ত্রণ,
কেন সাধি কাল সাপ বাঁধে নিজ গলে ?"

কহিল অধর্ম্মাসুর,—"শুন মর্ম্ম তবে ;
আমার সাম্রাজ্য, সৌম্য ! মরীচিকা যথা
মরুদেশে (চিরদিন আপাত-মধুর)
দূরে থাকি' দেখে পান্থ বৈজয়ন্ত-সম
শোভমান ! সে উচ্ছ্বাস নারে সম্বরিতে।
যে জন অজিতেন্দ্রিয়, আত্ম-অসংযমী,
তৃষ্ণার্ত্ত, বিষয়াসক্ত, অপবিত্রচেতা,
আত্মরক্ষা-অসতর্ক, আমন্ত্রে সে মোরে
আদরে বসা'তে'তা'র হৃদয়-আসনে,
যমেরে আমন্ত্রে দেব ! নিয়তি যেমতি
অলক্ষ্যে ; আমরা সেই কাতর আহ্বানে
দুর্ম্মতি মহিষী আর সহচর সহ,
মধু আহরিতে যথা মক্ষিকার দল
প্রবেশে কুসুম-বনে—প্রবেশি তেমতি
মানব-মানস-মাঝে, আনন্দিত চিতে।
একবার যে হৃদয়ে পাতি সিংহাসন
দেব-কোপ বিনা কভু নাহি ত্যজি আর।
এই যে দেখিছ বাহু লৌহের পরিঘ,
মানবের ধর্ম্মজ্ঞান চূর্ণ করি ইথে।
"পুনঃ শুন, জিতেন্দ্রিয়, সংযমী যে জন

শুদ্ধচেতা, ভেদি' তিনি ইন্দ্রজাল মম
ধর্ম্মপথে যান চলি (ঠেলিয়া ছলনা
আমাদের), দূরে রহি' নমস্কারি তাঁরে
আমরা, কন্দর্প যথা ত্রিলোচন-প্রতি।"
শুনি কথা দেবদূত মানিল বিস্ময়,
ফেলিল সুদীর্ঘ শ্বাস মানবের দুখে।
অতঃপর মণিভদ্র হইল বিদায়,
চলিল কৈলাসধামে, আনন্দ-সদন।—
জ্যোতির্ম্ময় শূল করে জ্যোতির্ম্ময় দেহ,
চলিল অম্বর-পথে, ত্যজি' পাপ-পুরী।

ইতি শ্রীবীরকুমার-বধ-কাব্যে স্বর্গ-পাতালো
নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ।

নিশাকালে তারা যথা উদয়ে আকাশে
পুঞ্জে পুঞ্জে, রণক্ষেত্র ছাইল তেমতি
কৌরবী পাণ্ডবী সেনা অসংখ্য অপার।
সদর্পে হ্রেষিল অশ্ব, বৃংহণিল করী,
ঘর্ঘরিল রথচক্র, নিনাদিল রথী।
বাদিল দুন্দুভি, ভেরী, দামামার সনে,
পরশিল, কম্বুনাদ সুদূর অম্বরে;
ঘোর রোলে কম্পে ধরা, অধীর বাসুকি,
আকুল বরুণ, স্বর্গে সন্ত্রস্ত দেবতা!
অগ্নিবর্ণ রথ ছাড়ি' পড়িলা ভূতলে
বৃকোদর; লৌহময়ী গুর্ব্বী গদা করে
দণ্ডহস্ত যম যথা, চলিলা ধাইয়া
প্রাচী দিকে; দুর্য্যোধন শার্দ্দূল বিক্রমে
ফিরে যথা, বীরসিংহ পশিল সেখানে।

চলিলা গাণ্ডীবী শূর, দেবদত্ত রথ
চালিলা দ্বারকাপতি, রত্নময়ী বিভা
উজলিছে দশদিকে, শ্বেত অশ্ব চারি
ছুটিছে ঝটিকা-সম, গরজিছে ধ্বজে
পাবনি ; প্রতীচ্যে যথা ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর—
নারায়ণী-সেনা-পতি, গেলা শূর তথা।
স্বর্ণচূড় রথবরে চলিলা আর্জ্জুনি
চতুরঙ্গ দল সহ দ্রোণাচার্য্য যথা
করিয়াছে চক্রব্যূহ অপূর্ব্ব পিঞ্জর
উত্তরে ; ভেদিয়া ব্যূহ বাহুবলে বলী
প্রবেশিল, পশুরাজ প্রবেশে যেমতি
পশুশালে ; জয়দ্রথ দেব-অস্ত্র করে
রোধিল সে ব্যূহদ্বার ; হয়, গজ, চমূ,
না পারিল প্রবেশিতে ; শঙ্করের বরে
অজেয় সৌবীরপতি শমনের সম।
জালাবৃত সিংহ যথা একাকী আর্জ্জুনি
চক্রব্যূহে ; শঙ্কাহীন শঙ্খ নিনাদিল।
কৌরব-শিবিরে হেথা কিশোর লক্ষ্মণ
বীরবেশে রাজসুত সাজিয়া উল্লাসে,
সূতেরে কহিল শীঘ্র আনিতে স্যন্দন।

প্রিয় সখা বৃষকেতু মধুর বচনে
কহিল কিশোরে,—"সখে! গত নিশাকালে
কি হেতু নয়ন-জলে ভাসিল আনন?
সরল বালক তুমি মায়েরে ছাড়িয়া
আসিয়াছ রণক্ষেত্রে, বুঝি বা স্বপনে—
দেখিয়া মায়ের মুখ ঝরিল নয়ন?—
ভক্তি-প্রীতি-স্নেহ-রসে নাহি দ্রবে হিয়া
এ হেন পাষাণ কেবা রহে মর দেশে?"
মৃদু হাসি' উত্তরিল সুধীর লক্ষ্মণ,—
"নহে সখে! মাতৃ-হেতু অধীর হৃদয়,
স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি নহে কর্ত্তব্যের কাছে;
দেখহ উরস মম বাহুযুগ-সহ,
বালক নহি তো আমি যুবক নিশ্চিত;
স্বপনে দেখিনু কালি—জ্যোতির্ম্ময়ী-রূপে
আসিল অমরবালা; দেখি নাই কভু
তেমন মাধুরী কোথা! বিশদ-বসনা
শুভ্র অভ্র শোভে যেন নিশামণি-দেহে!
কহিলা আমারে,—'বৎস! পাপ দেশ ছাড়ি'
আইস আমার সাথে, ল'য়ে যা'ব আমি
অজর অমর ধাম আনন্দ-সদনে।

সুকুমার হৃদি তব কেনরে বাছনি !
গরলিত কর হেন ; জননীর মত
দিব স্নেহ যত্ন, শীঘ্র চল মোর সাথে।’
‘কাঁদিয়া কহিনু আমি—মায়েরে ছাড়িয়া
গেলে আমি, কত ব্যথা পাবেন জননী !
নিত্য শিব পূজে মাতা মোর শুভ-হেতু,
সঙ্কটে পড়িলে যেন তারেন শঙ্কর।
যে অবধি রণক্ষেত্রে আসিয়াছি আমি,
ছাড়িয়া আহার নিদ্রা পাগলিনী মাতা !
হেন স্নেহময়ী মা’রে কি সুখে ছাড়িয়া
যা’ব দেবি ! তব সনে সুখময় দেশে ?’
কহিলেন ভগবতী—‘অবোধ কুমার !
কেবা কার মাতা পিতা—দু’দিনের খেলা
খেলে এ সংসারে নর ; কখন কাহারে
আক্রমিবে মৃত্যু আসি, কে জানে কাহিনী ?
জানিও যশস্বী। ভবে ধর্ম্মই সম্বল,
আর সব মায়াময় ইন্দ্রজাল-সম।
পুনঃ দেখি মা আমার পাগলিনী-বেশে
ধাইছেন কুরুক্ষেত্রে ; পুরাঙ্গনাগণ
তাঁর সাথে বিলাপিছে, খুঁজিছে আমারে।

কাঁদিয়া পিতার পদে কহিছে জননী,—
'কই মোর পুত্রধন, দেহ আনি তারে!'
এ সব স্বপন কালি দেখিনু নিশীথে,
কখন ভিজিল আঁখি, না জানি বারতা।"
শুনি কহে বৃষকেতু—"নাহি কাজ আজি
যুঝিয়া সমরে তব; যাও গুণনিধি!
জননীর কাছে তুমি।" রুষিয়া লক্ষ্মণ
কহিল,—"নহি কি আমি ক্ষত্রিয়-কুমার?—
নহি কি ক্ষত্রিয়-রাজ-রাজেন্দ্র-আত্মজ?
নিশার স্বপন দেখি' ত্যজিব সমর
জীবনের ডরে আমি?—ধিক্ সে জীবনে!
রাখিব পিতার পণ, নাশিব অরাতি,
না হয় মরিব সুখে সংগ্রাম-অঙ্গনে
ক্ষত্রিয়ের চির-বাঞ্ছা! বধি' অরিকুলে
কে না চাহে মরিবারে? কে কোথা অমর?"
কহিতে কহিতে কথা দেখিল লক্ষ্মণ—
সারথি আনিল রথ, সুবর্ণ বরণে
শোভমান; অস্ত্ররাজি ঝলসিছে কত!
অগ্নিবর্ণ চারি অশ্ব হ্রেষা রব করি'
দাঁড়াইল; বীরবর বৃষকেতু চাহি'

কহিল—"প্রাণের সখে! হইনু বিদায়,
জানি না ফিরিব কিনা—জীবন মরণ
ক্ষত্রিয়ের তুল্য দুই সম্মুখ-সমরে।
বাঁচিলে সুযশ লাভ, মরিলে আবার
স্বর্গবাসে স্বর্গসুখ ভুঞ্জিব নিশ্চিত।
তোমরা ভুল না সখে! স্নেহের লক্ষ্মণে,
এইমাত্র সাধ তা'র—করিও স্মরণ।"
আনন্দে রাজেন্দ্র-সুত উঠিল স্যন্দনে,
ম্লানমুখে বৃষকেতু রহিল একাকী;
মদন চলিল যেন বসন্তে ছাড়িয়া,
ভাঙিতে হরের যোগ দুরদৃষ্ট-তরে!
গগন উজলে ভানু, নিজ শৌর্য্য-বলে
উজলিছে অভিমন্যু রণ-ক্ষেত্র-মাঝে
একাকী সে চক্রব্যূহে; আয়ুধ-আতপে
শুকাইছে সেনা-স্রোত; নিদাঘে যেমতি
শুকায় বসুধা-বক্ষ দারুণ উত্তাপে।
ভাঙে যথা পদ্মবন মদমত্ত করী,
রণ-মদে মত্ত বীর তেমতি বিক্রমে
বিদলিছে বিচূর্ণিছে কুরু-সেনাদলে।
কখন মণ্ডলাকারে বিঘূর্ণিছে ধনু,

শিঞ্জিনীর আকর্ষণ, কলম্ব-যোজন,
না পারে লক্ষ্যিতে অরি, অলক্ষ্যে মরিছে,
মরে যথা অকস্মাৎ বৈদ্যুত অনলে।
কভু শেল, শূল, অসি, হানিছে চৌদিকে,
পরিঘ, তোমর কভু ; কিবা ক্ষিপ্রহস্ত !
দ্বিতীয় গাণ্ডীবী যেন ; কৌরব-বাহিনী
ভঙ্গ দিয়া যায় চলি'—মৃগেন্দ্র-সমরে
প্রাণভয়ে মৃগযূথ পলায় যেমতি।
দেখি রুষি' সূর্য্যসুত সূর্য্যসম তেজে
ধাইল বীরেন্দ্র প্রতি ; কহিল কুমার,—
"তৃষিত আয়ুধ মম অঙ্গ-অধিপতি !
তোমার শোণিত-পানে ; কুরুরাজ-তরে—
বাধাইলে রণরঙ্গ, কুমন্ত্রণা-দানে,
এবে সেই কর্ম্মফল, অধর্ম্ম সকল
ভুঞ্জ ভদ্র ! মম করে জন্মের মতন।"
বীরদর্পে উত্তরিল তপন-তনয়,—
"শিশু তুমি নাহি জান কত বল ধরে
কর্ণ-বাহু ! জানে মর্ম্ম জনক তোমার।
জামদগ্ন্য-শিষ্য হায় শিশু-সহ আজি
যুঝিবে, লজ্জার কথা ঘোষিবে জগতে !"

কহিলা সৌভদ্র শূর,—"লজ্জা বটে আজি
মহামতি! যেই দিন কৃষ্ণা-স্বয়ম্বরে
যুঝিলেন পিতা মম পারীন্দ্র-প্রভাবে,
হারি' পলাইলে যোধ! জম্বুকের বেশে;
সে দিনে এ লজ্জা, বীর! কোথা ছিল তব?
যেই দিন কাম্যবনে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
চিত্রসেন, বাঁধি' নিল নিজ বাহু-বলে,
মম পিতৃদেব-শৌর্য্যে পাইলা নিস্তার,
সে দিনে এ লজ্জা, বীর! কোথা ছিল তব?
উত্তর-গোগৃহে যবে বিরাট-নগরে
করিতে গোধন চুরি গিয়াছিলে সবে,
হারিয়া পিতার করে, প্রাণমাত্র ল'য়ে,
ফিরিলে বিবস্ত্র বেশে হস্তিনানগরে,
সে দিনে এ লজ্জা, বীর! কোথা ছিল তব?"
পদাহত ফণি-সম গরজি রাধেয়
তেয়াগিল শরজাল অম্বর আবরি;
আঁখি নাহি পালটিতে, শিক্ষিত আর্জ্জুনি
কাটিল কর্ণের অস্ত্র, কার্ম্মুক টঙ্কারি
ছাড়িল কলম্বমালা, রবি-বিম্ব-দ্যুতি।
বর্ম্ম ভেদি' রক্তধারা বহিল, সরোষে

রাধেয় নিক্ষেপে অস্ত্র ; কতক্ষণ দোঁহে
যুঝিলা ; ত্যজিয়া শর কালাগ্নি-সদৃশ
আর্জ্জুনি, কাটিলা বীর কর্ণের সারথি।
হ্রেষিয়া মরিল অশ্ব ; হেরি' অশ্বত্থামা
রাধেয়ে পশ্চাতে রাখি' আসিল সম্মুখে।
হানিল উলঙ্গ অসি, রবি-রশ্মি-সম
চকমকি ! আর্জ্জুনের অর্দ্ধপথে তাহা
কাটিল, সহস্র খণ্ডে পড়িল ভূতলে।
উলঙ্গি কৃপাণ নিজ কহিলা কুমার,—
"কোন কাজে দ্বিজবর ! বধিব তোমারে,
আসিয়াছ রণক্ষেত্রে উদরের দায়ে !—
ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য হায় সহিবে কেমনে ?
দিনু প্রাণ ভিক্ষা আমি।" কহিতে কহিতে
নাশিলা তুরঙ্গে রঙ্গে ; ভঙ্গ দিয়া রণে
চলি' গেল দ্রৌণি ক্ষোভে, অভিমানে, লাজে।
দ্রৌণি-ভঙ্গ হেরি' রঙ্গে আসিল শকুনি,
হেরিয়া আরক্ত নেত্রে কহিলা শূরেশ—
"হে গান্ধার-রাজ-পুত্র ! তোমারি কুহকে
কৌরব খেলিয়া পাশা লইল জিনিয়া
পাণ্ডবের রাজ্য ধন, পাঠাইল বনে।

তব যশ শুনি শূর! সঞ্জীবনী-পুরে
চাহেন কৃতান্তরাজ দ্যূতক্রীড়া-হেতু
তোমারে; ত্বরায় যাহ বৈতরণী-পারে;
নাহি চিন্তা রথিবর! শরজাল মম
সেই গম্য পথ তোমা আশু দেখাইবে।"
সরোষে শকুনি অস্ত্র হানিল কুমারে,
অনায়াসে মহেষ্বাস উপেক্ষিলা, যথা—
হরিণ-বিষাণাঘাত উপেক্ষয়ে হরি।
লইয়া ভীষণ গদা ধাইলা যেমতি—
বজ্রহস্ত শক্র কিম্বা শম্ভু শূলপাণি!
নিবারিতে নারি শূরে, গদার প্রহারে
পড়িল মূর্চ্ছিত হ'য়ে সৌবল আপনি,
সারথি রথীর সহ ফিরিল তরাসে।
বীরবর প্রতর্দ্দন দুর্ব্বার সমরে
হানিল শাণিত অসি, কাটিলা কুমার
অর্দ্ধপথে; প্রতর্দ্দন হানিল অমনি
শেল, শূল, শরজাল; নিবারিয়া বীর
উন্মোচি কৃপাণ নিজ, আঁখির নিমিষে
প্রতর্দ্দন-শির কাটি' পাড়িল ভূতলে।
উপনীত দুঃশাসন, ক্ষুধিত ভুজগে

পরশিল ভেক যেন ; সরোষে শূরেশ
শিঞ্জিনী আকর্ষি কহে,—"এতদিন পরে
উপাড়িলা হৃদি-শল্য বুঝিবা দেবতা !
"মুক্তকেশী পাঞ্চালী মা যে শোণিত-হেতু,
আজি সে শোণিতে স্নানি, কৃতার্থা হইবে।"
কহে ক্রোধে দুঃশাসন,—"শুভ দিন মম,
তোর শির ল'য়ে, দুষ্ট ! দিব উপহার
কুরুনাথে ; শোকভরে মরিবে ফাল্গুনি,
বৃকোদর ; যুধিষ্ঠিরে সভাসদ করি'
পালিব ; কিঙ্করী হ'য়ে র'বে যাজ্ঞসেনী।"
উত্তরিলা অভিমন্যু মেঘ-মন্দ্র স্বনে,—
"আজিকার রণে যদি প্রাণ রহে তব,
তবে রাজা যুধিষ্ঠিরে করিও কিঙ্কর,
কৃষ্ণারে কিঙ্করী ; ঘৃণ্য কাপুরুষ তুমি,
যুঝিতে তোমার সনে ঘৃণা আসে মনে ;
কিন্তু হায় কি করিব, জানেন বিধাতা
নরের কঠোর ব্রত কর্ত্তব্য-পালন,
তেঁই নিক্ষেপিনু অস্ত্র।—শক্তি থাকে যদি
নিবারি প্রহার মোরে।" বলিতে বলিতে
ত্যজিল আয়ুধমালা, জীমূত যেমতি

নিক্ষেপে করকারাশি প্রথম নিদাঘে।
বাণাঘাতে দুঃশাসন ব্যথিত ব্যাকুল,
অভিমন্যু লক্ষ্য করি' নিক্ষেপিল শর।
সদর্পে সৌভদ্র শূর—ইরম্মদরূপী—
প্রহারিলা দুঃশাসনে, ললাট ভেদিয়া
বহিল প্রতপ্ত লোহ, হারায়ে চেতনা
পড়িল স্যন্দনে বীর গান্ধারীনন্দন;
সারথি হইয়া ত্রস্ত ফিরাইলা রথ,
হাসি' ফিরাইল মুখ রথীন্দ্র আর্জ্জুনি।
হেরিয়া ত্বরায় আসি' কৃপাচার্য্য বীর
ধনুকে যুড়িল গুণ, আকর্ষি শিঞ্জিনী,
অমনি কুমার ত্যজি তীক্ষ্ণতর শর
কাটিল রথের ধ্বজ, কাটিল তুরঙ্গ,
কাটিল সারথি-শির, নামিল ভূতলে
কৃপাচার্য্য; কৃতবর্ম্মা আসিল ধাইয়া
সক্রোধে সৌভদ্রে শূল প্রহারিল বলী;
নিবারি কুমার, পুনঃ হানিলা তোমর
বজ্রী যথা হানে বজ্র, পড়িল লুটিয়া
কৃতবর্ম্মা; রথী ল'য়ে সারথি চলিল।
হেরি' ক্রোধে সত্যশ্রবা গদা আস্ফালিয়া

প্রহারিল ; আর্জ্জুনেয় কেশরি-বিক্রমে
কাড়িয়া লইল গদা ; শাণিত আয়ুধে
মহাবীর সত্যশ্রবা ত্যজিল জীবন।
দেখি' শত শত সেনা বেড়িল কুমারে,
কিন্তু কেবা আঁটে তারে ?—দাবাগ্নি যেমতি
ভস্ম করে তরুরাজি দেখিতে দেখিতে,
তেমতি সৌভদ্র শূর পলকে পলকে—
বিনাশিলা সেনাদলে নিজ ভুজবলে।
মেঘ হ'তে মেঘান্তরে ইরম্মদ যথা,
জ্বালিয়া উজ্জ্বল জ্বালা আনন্দে বিহরে,
তেমতি সে রণক্ষেত্রে বীরত্ব বিকাশি,
বিহরিছে রিপুত্রাস কুমার আর্জ্জুনি।
স্তূপীকৃত ভগ্ন রথ, ভগ্ন অস্ত্ররাশি,
ছিন্ন চর্ম্ম বর্ম্ম মাঝে রথী মহারথী
পড়ি' আছে ; কোন খানে আলিঙ্গি তুরগে
মরিছে সৈনিক ; কেহ মৃত-হস্তি-তলে।
কোথাও মুমূর্ষু জল মাগিছে কাতরে,
কেহ বা অন্তিম কালে ডাকে প্রিয় জনে ;
বহিছে শোণিতস্রোত সঘনে কল্লোলি,
ভাসিছে অযুত লক্ষ নর-শির তাহে।

ভীষণ শ্মশান-মাঝে, অভিমন্যু-রূপে
আপনি শমন যেন খেলিছে কৌতুকে!
ভগ্নোদ্যম কুরু-চমূ সত্রাসে চলিল
সেনাপতি-দ্রোণ-স্থানে; আশ্বাসি সবারে
বীরশ্রেষ্ঠ আদেশিলা সারথির প্রতি—
সত্বরে লইতে রথ কুমার-সকাশে।
দূরে থাকি' মহামতি হেরিলা,—আর্জ্জুনি
রশ্মিময় সূর্য্য-সম, শৌর্য্যময় ছটা,
কৈশোরে সে বীরপণা অতুল ভূতলে!
কহিলা সারথি প্রতি,—"দেখ সূত! চাহি,
সার্থক হইবে আঁখি—দেখ'নি জনমে
এ হেন অপূর্ব্ব দৃশ্য, বিশ্ব-মাঝে কভু!
দেখ'নি এ হেন তেজ, শিশু প্রভাকরে,
দেখ'নি মৃগেন্দ্র-শিশু নাশে করি-যূথে!
চালাও চালাও রথ—বাহুবল মম
সার্থক হইবে আজি বালকের রণে!
অধন্য সে বীরকুলে—যুঝে যেই জন
নির্বীর্য্য-দুর্ব্বল-সহ; অর্জ্জুন-কুমার
অর্জ্জুন-অধিক বীর দেখিনু নয়নে!
জিনিলে গৌরব, হারি বীর-করে যদি

নাহি ক্ষোভ, অপমান, সমরের রীতি।”
ঘর্ঘরি চক্কুর-চক্র, ছুটাইলা বাজী,
সারথি চলিল ত্বরা অরিন্দম-পাশে।
আর্জ্জুনি হেরিলা রণে আচার্য্য আগত,
নির্ম্মল পবিত্র কান্তি, প্রশান্ত গম্ভীর।
সম্ভ্রমে কার্ম্মুক রাখি’ কৃতাঞ্জলি পুটে
প্রণমিলা অভিমন্যু দ্রোণের চরণে।
অপূর্ব্ব-বীরত্ব-সহ বিনয় মিলিয়া,
কষিত-কাঞ্চন-সম শোভিল দ্বিগুণ!
মুগ্ধ নেত্রে দ্রোণাচার্য্য মুহূর্ত্ত হেরিয়া
সে শোভা, কহিলা হাসি’,—“কিবা আশীষিব
প্রাণাধিক! সেনা ভঙ্গ করিছ আমার;
সমর-সমুদ্রে তুমি বাড়বাগ্নি-রূপে
দহিছ বাহিনী-রূপী জলচর-দলে,
কিবা আশীষিবে তোমা’ জলপতি এবে?”
উত্তরিলা অরিন্দম,—“নাহি চাহি দেব!
জয়ের আশীষ আমি; ক্ষত্রিয়ের বাহু
থাকিতে, জয়ের বর কেবা কবে চাহে?
আশীষ দিবেন যদি করিয়া করুণা,
দি’ন তবে পিতৃ-যশ মোর তরে যেন

মলিন না হয় কভু, দাসের কামনা।”
কহিলেন দ্রোণাচার্য্য,—“সার্থক জীবন
এতদিনে অর্জ্জুনের, জানিনু নিশ্চিত।
পুরু-কুল-ইন্দু তুমি, যশের কৌমুদী
অক্ষয়া হউক তব, আশীষিনু আমি।
তবে বীর! বাহুবল দেখাও আমারে,
দেব, নর কুরুক্ষেত্রে দেখুক চাহিয়া।”
কহিতে কহিতে দ্রোণ অম্বর আচ্ছাদি
এড়িলা কলম্ব-কুল, জ্বলন্ত অনল
বর্ষিল অম্বুদ যেন ভস্মিতে অবনী।
গর্জ্জিয়া আর্জ্জুনি বীর বায়ুবাণে ত্বরা
উড়াইল দ্রোণ-অস্ত্র। হানিল বীরেশ
বহ্নিমুখ শরজাল, বিদ্যুতের গতি।
কাদম্বিনী অম্বু যথা ঢালে ধরাতলে
শ্রাবণে, তেমতি দোঁহে শরবৃষ্টি করি’
বিঁধিল, শিক্ষিত দোঁহে, মহাবলে বলী;
আয়সী-আবৃত দেহ ব্যথিল দোঁহার,
মত্ত দোঁহে রণমদে আপনা পাশরি।
প্রহর হইল গত, দেখিল চমকি
সেনাগণ,—শেল, শূল, শর, ভিন্দিপাল,

কুন্ত, শক্তি, অবিরল হানিছে দুজনে,
(লক্ষ্যিতে না পারে অক্ষি) ধন্যবাদে দ্বিজ
দ্রোণাচার্য্য আর্জ্জুনির সমরকৌশল !
ছুটিছে কালাগ্নি যেন আয়ুধের মুখে,
গর্জ্জিছে, জীমূত যথা অশনি-প্রপাতে !

কতক্ষণে অভিমন্যু তীক্ষ্ণতর বাণে
বিনাশিলা তুরঙ্গমে, উচ্চ হ্রেষা-রবে
পড়িল ভূতলে বাজী ; লম্ফে ধরাতলে
নামিলেন দ্রোণাচার্য্য, সলজ্জ আননে।
হেরি' রাজা রুক্মরথ হ'য়ে অগ্রগামী
করিলেন শরবৃষ্টি সুভদ্রা-কুমারে ;
অরিন্দম অভিমন্যু নিক্ষেপি কৃপাণ
কাটিয়া পাড়িলা তা'র শির ভূমিতলে।

অতঃপর আর্জ্জুনিরে ঘেরিল আসিয়া
তিন মহারথী—কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, দ্রৌণি।
সব্যে কৃতবর্ম্মা, শূর রাধেয় দক্ষিণে,
পুরোভাগে অশ্বত্থামা কোদণ্ড টঙ্কারি
ছাড়িল কলম্ব ; শূর মুহূর্ত্তে সম্বরি
সে প্রহার, ক্ষিপ্রহস্তে শত শত শর—

নিক্ষেপিলা লক্ষ্যি সেই তিন বিপক্ষেরে।
কাটিলা কর্ণের গুণ, দ্রৌণির কিরীট,
কৃতবর্ম্মা-সারথিরে; তিন বীর পুনঃ
শাণিত আয়ুধ-শত আঘাতিল শূরে।
তখন সৌভদ্র বলী মহা বাহুবলে,
ধাইল লইয়া গদা, গদার প্রহারে
বিচূর্ণিল কর্ণ-রথ, দ্রৌণির তুরঙ্গ;
মূর্চ্ছাগত কৃতবর্ম্মা পড়িল ভূতলে।
অপূর্ব্ব বীরত্ব হেরি' অন্তরীক্ষে রহি'
দিক্‌পাল ধন্যবাদে সে বীর কুমারে।

দেখিলা সৌভদ্র শূর, স্বর্ণবর্ণ রথে
আসিছে লক্ষ্মণ বীর, রতন কিরীটে
উজলে বিজলী-বিভা, স্বর্ণ-বর্ম্ম-মাঝে
প্রভাকর-প্রভা খেলি' ধাঁধিছে নয়ন!
ঝকিছে আয়ুধ-মালা বরাঙ্গে শিঞ্জনি,
উড়িছে কনক-কেতু রথ-বর-চূড়ে।

সমাদরে অভিমন্যু কহিলা লক্ষ্মণে,—
"কেন ভাই! মহারণে আসিলে যুঝিতে?
মা'-বাপের প্রাণাধিক—যাহ ঘরে ফিরি',

তোমার অভাবে হায়! কতই কাঁদিবে
জনক জননী তব; শাবকে হারায়ে
বিহগ বিহগী যথা কাঁদে নিরজনে!"

কহিলা লক্ষ্মণ,—"শূর! যুঝিবার তরে
আসিনু, জীবন-পণে যুঝিব নিশ্চিত।
কেবা কবে চাহে দয়া সমর-অঙ্গনে,
পুত্রশোকে নাহি কাঁদে কা'র পিতা মাতা?—
তবে তুমি কোন্ প্রাণে যুঝিছ সমরে
প্রচণ্ড-অনল-সম?—কেন নাহি যাহ
মাতৃক্রোড়ে ফিরি'—কিম্বা প্রমোদ-ভবনে
যথায় আনন্দে বধূ বিরাট-নন্দিনী
গাঁথিছেন ফুলমালা পরা'তে তোমারে।
বিরাটবাসিনী যত সহচরী তাঁর
নৃত্য, গীত, বাদ্য, আর বিলাস-বিভ্রমে
তা'রা নাকি অতুলনা! সে সুখ ছাড়িয়া
কোন্ সুখে রণক্ষেত্রে, তুমি শূরমণি?
চঞ্চল মানব-ভাগ্য, মানব-জীবন
কখন ফুরায়ে যাবে, কে জানে বারতা?"

উত্তরিলা অরিন্দম,—"বুঝিনু লক্ষ্মণ!

চিত্ত তব ; যুদ্ধ কভু না হয় উচিত
সুখপ্রিয় ভীরু-সনে ; কর্ত্তব্য-পালনে
প্রাণ যার শত তুচ্ছ, তার সাথে বিনা
না ইচ্ছি যুঝিতে আমি, জানিও নিশ্চিত।
জানিনু সুক্ষত্র তুমি, পার প্রাণ দিতে
অকাতরে রণক্ষেত্রে—কেন না পারিবে
কুরুকুলে ভীরু নর জন্মিবে কি হেতু ?”
দাঁড়াইলা ধনু ধরি' যুগল কুমার,
অশ্বিনীকুমার-যুগ যেন রে মিলিল
বৈরিভাবে ; কিম্বা পুনঃ লব চন্দ্রকেতু
বিরাজিল কুরুক্ষেত্র-সমর-প্রাঙ্গণে !
বিস্মিত কৌরব-চমূ দেখিল চাহিয়া
যুগ বৈশ্বানর যেন মূর্ত্তিমান্ রূপে
বিকীর্ণিছে অগ্নিরাশি শাণিত আয়ুধে।
কখন বিজয়-লক্ষ্মী আর্জ্জুনির শিরে
পরাইছে যশোমালা, কখন লক্ষ্মণে।
কভু শরাসন-শরে, অসি-চর্ম্মে কভু,
কভু গদা ল'য়ে দোঁহে প্রহারে দোঁহারে।
দুজনে কিশোর, রূপে মদনমোহন,
বলে প্রভঞ্জন-সম, তেজে বিভাবসু।

অনন্তর অভিমন্যু বসাইলা চাপে
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ, ছুটিল গৰ্জ্জিয়া
বজ্ররবে অস্ত্রবর—শর নিক্ষেপিয়া
ব্যাকুল হইয়া বলী কহিল লক্ষ্মণে,—
"সম্বর সম্বর বাণ ভাইরে লক্ষ্মণ !
অসংযত চিত্ত মম মত্ত রণমদে,
তেঁই তেয়াগিনু অস্ত্র কালবহ্নি-সম।"
না ফুরাতে কথা, শর পড়িল গর্জ্জিয়া
লক্ষ্মণের বক্ষোদেশে—পড়িল কুমার
রণস্থলে ; অকস্মাৎ নিষাদের শরে
পড়িল বিহঙ্গ যেন শোণিত উগারি !
চাহি অভিমন্যু-পানে কহিল লক্ষ্মণ,—
"পিতৃ-দেব-কৰ্ম্ম-ফল ল'য়ে নিজ শিরে
চলিনু অকালে, ভাই ! তুমি নহ দোষী।"
অধরে রহিল হাসি, ত্যজিল জীবন
ছিন্নমূল তরু-সম, কৌরব-ভরসা।
হাহাকার করি' যত কৌরব-বাহিনী
তুলিয়া সে মৃতদেহ রাখিল স্যন্দনে।
চাহি' মৃত-মুখ-পানে আকুল আৰ্জ্জুনি,
দুইটী মুকুতা-অশ্রু ভাতিল নয়নে।

হেথায় হস্তিনাপুরে রাজ-সভা-মাঝে
শোকাকুল অন্ধরাজ, বামে শোকাকুলা
গান্ধারী, বিষণ্ণমুখে পুরাঙ্গনা যত
শুনিছে সমর-বার্ত্তা সঞ্জয়ের মুখে।—
আশঙ্কা-শঙ্কায়, কভু আনন্দ-বিস্ময়ে,
শুনে যথা নরনারী নিজ ভাগ্য-কথা,
জ্যোতিষী অদৃষ্ট-তত্ত্ব কহেন যখন।
সহসা বিবর্ণ মুখে কহিল সঞ্জয়,—
"মহারাজ! গতজীব কুমার লক্ষ্মণ
অভিমন্যু-শরে এবে!" অশনি-সম্পাতে
পুড়িল সহসা যেন রম্য বনস্থলী!
হাহাকারে কাঁদে যত কুরুনারীগণ
উচ্চরবে! শোকোন্মাদে হারায়ে চেতনা
অভাগিনী ভানুমতী পড়িলা ভূতলে!
সম্বরি নয়ন-অম্বু, লইলা গান্ধারী
নিজ কোলে পুত্রবধূ; ব্যজনিল দাসী,
কেহবা শীতল জল সিঞ্চিল বদনে।
ফিরিল চেতনা হায়! কতক্ষণ পরে
লইয়া শোকের বহ্নি কাঁদিলা জননী,
দ্রবীভূত পুত্রস্নেহ শোকানল-তাপে

বাহিরিল' নেত্রপথে, জাহ্নবীর ধারা!
সান্ত্বনি গান্ধারী দেবী মধুর বচনে,
কহিলেন,—"মা আমার, কাঁদিবার তরে
হ'লে তুমি কুরুকুলে রাজ-রাজেশ্বরী!
আরণ্য-অনল-সম দুর্য্যোধন মম,
আপনি আপন কুল করিছে দহন!
এ দারুণ শোক তব দেখিবার আগে
কেন না মরিনু হায় অভাগিনী আমি!"
কহিল আকুল-কণ্ঠে রাণী ভানুমতী,—
"নাহি নিন্দি নাথে, মাতঃ! এ পোড়া কপালে
এত সুখ স'বে কেন? পাপীয়সী আমি,
তেঁই গেল প্রাণাধিক, ছাড়িয়া আমারে!
অকাল মরণ তার, সহেনা যে আর
এ হৃদয়ে! চাঁদমুখ জাগিছে নয়নে,
কোথা সে চলিয়া গেল না বলি' আমারে!
কত বা কাঁদিল বাছা ডাকিল বা কত
অভাগীরে অন্তকালে, কিছু নাহি জানি!
মাটি যদি ফাটি' পড়ে পশি' তার মাঝে
জুড়াই এ জ্বালা! আজি জানিনু জননি!
পুত্রশোক-সম ব্যথা নাহি ভূমণ্ডলে।"

আবার কাঁদিলা রাণী, কাঁদিলা উচ্ছ্বসি
অন্ধরাজ ; শোক-অশ্রু শত আঁখি দিয়া
ঝরিল ; যেমতি ঝরে বরিষা-গগনে
কাদম্বিনী-অম্বুরাশি অজস্র-ধারায় !

ইতি শ্রীবীরকুমার-বধ-কাব্যে সংগ্রামো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।
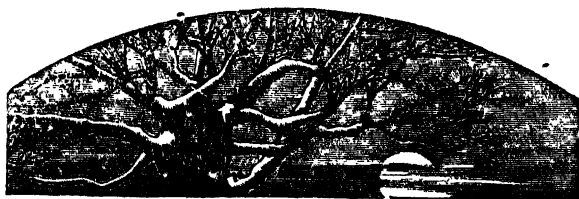
সপ্তম সর্গ।

আকুল উত্তরা সতী পতির কারণে;
বিষাদিতা হেরি' তারে সহচরী-দল
তুষিছে সঙ্গীত-বাদ্যে, কেহবা গাঁথিছে
ফুলমালা; কিন্তু যবে শশীর বিরহে
মলিনা যামিনী ধনী, ফোটে কোটি তারা
আকাশে; কুসুমরাজি রাজে উপবনে,
তবু সে শশাঙ্ক বিনা কে নাশে তিমির?
কতক্ষণে বিধুমুখী দক্ষিণারে চাহি'
কহিলা,—"কেন লো সখি! আকুল এ হিয়া?
জানিনা সংগ্রাম-কথা, অধর্ম্মী, দুর্ম্মতি
কৌরবেরা, তাই ভয় উপজিছে মনে।"
কহিলা দক্ষিণা—"তুমি কি হেতু চিন্তিছ

সীমন্তিনি! সুরজয়ী শ্বশুর তোমার,
দয়িত দ্বিতীয় জিষ্ণু; বৃকোদর বীর
সমর-কেশরী; তাহে নিজে নারায়ণ
রক্ষিছে, মৃগাক্ষি! যত পাণ্ডব-বাহিনী।
বিরাজে তোমার গর্ভে পুরুবংশধর,
যেমতি পুণ্ডরীকাক্ষ অনন্ত-শয়নে
আছিল ক্ষীরোদ-গর্ভে! ভাবি' কুভাবনা
শিশুর অশিব সতি। করিছ কি হেতু?"
শুনি' সে মধুর কথা অশ্রু উথলিল
নয়নে; কহিলা বালা (মুছিয়া তরাসে
পতির অশিব-ভয়ে) "জানি আমি সখি!
নাথের বীরত্ব, জানি পাণ্ডবের শৌর্য্য,
অজেয় অধৃষ্য তাহা বিপক্ষমণ্ডলে।
কেন তবু পোড়া মন এমন করিছে?
বুঝিতে পারি না কিছু অদৃষ্ট-কাহিনী!
কখন দিবার শেষে আসিবে প্রাণেশ
শিবিরে, সে বিধুমুখ বারেক হেরিলে
সকল ভাবনা ভয় পলায় সজনি।
আসেন তপন যবে, অন্ধকার-রাশি
পারে কি থাকিতে কভু বসুধার বুকে?

কিন্তু একি দীর্ঘ দিন, জানে না যাইতে
আজি সখি!" পুনরপি ফেলিয়া নিশ্বাস
কহিলা—"চল গো সখি! সকলে মিলিয়া,
শ্বাশুড়ীর আজ্ঞা ল'য়ে যা'ব দেবালয়ে
পূজিব মা সাবিত্রীরে,* সঙ্কটে শঙ্করী
ত্রাণিবে কিঙ্করী বলি' করিয়া করুণা।"
আবার মুছিয়া অশ্রু, ধরণী-চরণে
প্রণমিয়া বরাননা কহিল কাতরে,—
"জগত-জননি মাগো! নিবেদি চরণে,
রক্ষিও জীবিতনাথে, বন্ধুজন-সহ।
আগে তুমি উত্তরারে রাখিও লুকায়ে
তব বুকে, ঘটে যদি ললাটে তাহার
অকুশল!—দয়াময়ি! লুকাইলে যথা
পতি-ত্যক্তা বৈদেহীরে ও অমিয় কোলে!"
যথায় ফণীন্দ্র-শীর্ষে কনক-আসনে,
বসিয়া মা বসুমতী, নব-কাদম্বিনী—
তনু-আভা, অনুপম সে রূপ-মাধুরী!
ধীরতা-স্থিরতা-সহ করুণা-অমিয়

* সাবিত্রী—কুরুক্ষেত্রে সতীর দক্ষিণ গুল্ফ পতিত হওয়াতে স্থাণুনামক ভৈরব এবং সাবিত্রীদেবীর আবির্ভাব হয়।

বিরাজে যুগল নেত্রে, মধু যথা ফুলে।
উত্তরিল সেথা গিয়া উত্তরা-প্রার্থনা,
অমনি বহিল ধারা দয়ার্দ্র নয়নে।
নিরখি প্রকৃতি সতী মধুরভাষিণী,
কহিলেন মেদিনীরে সাদরে সম্ভাষি,—
"কেন হেন নিরানন্দা বসুধা সুন্দরী ?
কে দিল বেদনা আজি ও দেব-হৃদয়ে ?"
মুছিয়া নয়ন-অম্বু কহিলা জননী
বসুমতী,—"প্রিয়সখি ! স্মরিছে আমারে
পতির অশিব-ভয়ে বিরাট-নন্দিনী
কুরুক্ষেত্রে ; রমণীর পতি-সম আর
কি আছে অবনীতলে কহলো সজনি ?
কিন্তু কি করিব আমি, ভাগ্যলিপি মোছে
সাধ্য কার ?—কর্ম্মফল কে নাশিতে পারে ?
সুধিলা প্রকৃতি পুনঃ কুরুক্ষেত্র-রণে
কত জীব, গতজীব ; কুমতির বশে
মানব রাক্ষস-সম। কহ সুভাষিণি !
এ নিষ্ঠুর রণ-রঙ্গ ভঙ্গ হবে কবে ?"
উত্তরিলা বসুন্ধরা,—"কুরুক্ষেত্র-রণে
নির্ম্মূল ক্ষত্রিয়কুল বুঝি বা সজনি !

চঞ্চলা কমলা দেবী, অধর্ম্মের ভার
আমিও বহিতে নারি, কি ক'ব রমারে ?
দেবর্ষি নারদে তাই, প্রেরিনু সেদিন
উমেশ-উমার কাছে কৈলাস-সদনে।
কহিলেন মৃত্যুঞ্জয় শুনি সে মিনতি,—
"কল্যাণী বসুধা হেন কাতরা কিহেতু ?
ভূতলে বারিধি রাজে বিধির আদেশে,
অযুত অর্ণব-যান চলে তদুপরি,
কত শত জলজন্তু করে আস্ফালন,
কভু বা বাড়বানল দহে হিয়া-তল,
আপনি পবনদেব যায় যুঝিবারে,
আন্দোলিয়া কল্লোলিয়া ঊর্ম্মিদল-সনে ;
কিন্তু দেখ মহামতি ! সেই পারাবার
করিছে আপন কাজ, চাহে কি ফিরিয়া
ক্ষুদ্র বাধা বিঘ্ন পানে ? বসুমতী তবে
এ হেন অধীরা কেন বুঝিতে না পারি।
আদর্শ যাঁহার ধৈর্য্য-সহ সহিষ্ণুতা
দেবলোকে, সেই দেবী নর-নারী-সমা
অধীরা শোকের ভরে, অভাগ্যের কথা !
দেখহ বিচারি বৎস ! মর নরগণ

করিছে সংগ্রাম যদি অধর্ম্মের বশে,
কি ক্ষতি ধরার তাহে? জানিছেন মনে
যথাকালে জয়ী ধর্ম্ম, না হবে অন্যথা।
জগতে সাধুতা-রক্ষা, অসাধুতা-নাশ,
ধর্ম্মের একাধিপত্য হইবে নিশ্চিত;
যত দিন যত যুগ যাউক বহিয়া
এ মহা উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে পরিণামে।
যে সৃষ্টি গড়িলা বিধি আদরে যতনে,
তাহা ধ্বংসিবার ইচ্ছা কভু তাঁর নহে।
কে আছে জননী কোথা, দুরন্ত বলিয়া
বিনাশে কোলের শিশু শিলায় আছাড়ি?
যা হউক, আমাদের শুভাশীষ দিয়া
কহিও সে মেদিনীরে—ত্বরায় ঘুচিবে
তাঁহার বিপদ দুঃখ, বিধির প্রসাদে।”
“সরমে মরিনু সখি! শুনিয়া এ কথা,
তথাপি অধর্ম্ম-পীড়া সহে না পরাণে।
কবে যে কুমতি ত্যজি মানব সকল
রহিবে সুমতি হ’য়ে—বসন্তে যেমতি
জীর্ণ পর্ণ ফেলি জাগে নব কিশলয়।
তুমি মোরে ভালবাস প্রকৃতি সজনি!

বিচিত্র সৌন্দর্য্য রচি সাজাও আমারে
প্রতিক্ষণে ; কিন্তু মনে জ্বলিছে যে জ্বালা
যত দিন না নিভিবে, পুড়িব এমতি !"
কহিলা প্রকৃতি সতী সুমধুর ভাষে—
"দেবের আশ্বাসে দেবি ! ভুলি' যাও এবে
মানবের অত্যাচার ; দেখ পক্ষান্তরে
ধার্ম্মিক, জিতাত্মা আছে দেবতার মত,
নর-রূপে মর-দেশ পবিত্রিছে তারা।
দেবে ভক্তি, স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয়-দমন,
গুরুসেবা, পরপ্রীতি, নিখিলের হিত
কত পুণ্য কর্ম্ম করে ধর্ম্মরত নরে।
সুপুত্রের মুখ চাহি' জননী যেমতি
ভোলেন কুপুত্র-কথা ; তুমিও সজনি !
অধার্ম্মিকে ভুলি' যাও ধার্ম্মিকে স্মরিয়া।
দেখিবারে রণস্থল বড়ই বাসনা
আমার ; উভয়ে চল যাই মর-দেশে,
আমরা দেবের বালা অদৃশ্যরূপিণী।"
হৃদয়ে লভিয়া শান্তি প্রসন্নবদনা
জগদম্বা, অবলম্বি সজনীর কর
চলিলেন কুরুক্ষেত্রে, যামিনী যেমতি

আসেন নিদ্রার সনে অবনীমণ্ডলে।
নিরখিলা দেবীগণ রণস্থল যেন
ভীষণ-জলধি-সম বিভীষিকা-ভরা ;
বহিছে শোণিত-স্রোত, বারিস্রোত-রূপে,
আয়ুধ-শিঞ্জন, মত্ত-গজেন্দ্র-বৃংহণ,
অশ্ব-হ্রেষা, বীর-নাদ, স্যন্দন-নির্ঘোষ,
তরঙ্গ-কল্লোল-রূপে বধিরিছে শ্রুতি ;
ছিন্নশির হয়, হস্তী, মৃত নরগণ
ভাসিছে শোণিত-স্রোতে জলচর-বেশে ;
তাহে ভগ্ন-রথস্তূপ রয়েছে পড়িয়া
রাজিছে জলধি-মাঝে মৈনাক যেমতি।
কহিলা প্রকৃতি—"বটে সত্য বসুন্ধরে !
মানব রাক্ষস-সম কুমতি কারণে—
সবে যেন হিংস্র পশু, পশুর মতন
এ উহার রক্ত পিয়ে নির্ম্মম নিষ্ঠুর !"
"এদিকে চাহিয়া দেখ" কহিলা অবনী—
"কি রঙ্গে পিশাচকুল ফিরিছে সংগ্রামে।"
দেখিলা প্রকৃতি—যত পিশাচ পিশাচী
করিছে শোণিত পান, করিছে চর্ব্বণ
অস্থিরাশি ; মজ্জা কেহ লেহনিছে সুখে।

কেহ চোষে অন্ত্র, প্লীহা, বহিছে বদনে
পূরীষ-মূত্রের ধারা, আশীষিছে তা'রা—
"বর্ষে বর্ষে হেন রণ হউক ভূতলে!"
নিরখি বীভৎস দৃশ্য মুখ ফিরাইলা
প্রকৃতি; কহিলা অম্বা—"দেখ প্রিয়ম্বদে!
"অধর্ম্ম আনন্দে রত নিজগণ-সনে।"
দেখিলা চাহিয়া দেবী—অসুরের দল
উল্লাসে উন্মত্ত; সবে করতালি দিয়া
হাসিছে, নাচিছে কভু গাহিছে সঙ্গীত।
কহিছে অধর্ম্মাসুর অনুযাত্রিগণে—
"পূরিল কামনা আজি, শুন কাণ দিয়া
কি মন্ত্রণা করিতেছে কৌরব সকল!
নির্ব্বাণ-সময়ে দীপ জ্বলে যে সুতেজে,
সে তেজে তেজস্বী হও আজি মিত্রগণ!
শিবের আদেশে যদি হইব বিদায়,
খেল হে! মনের সাধ মিটায়ে সকলে।"
শুনি কথা, দেবীগণ চমকি দেখিলা—
দাঁড়া'য়ে বূ্যহের দ্বারে, আনত আননে
দুর্য্যোধন; মেঘ-মাখা মিহির যেমতি
হীনপ্রভ! চারি পাশে রয়েছে ঘিরিয়া

কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, দুঃশাসন আদি,
দুয়ারে সৌবীরপতি দেব-অস্ত্র-করে।
কতক্ষণে সূর্য্যসুত কহিল রাজনে—
"কি হেতু এ চিন্তা তব, অবনী-ঈশ্বর ?
তুমি আদেশিলে কেবা ডরিবে শমনে ?
পুনঃ আজ্ঞা দেহ রায় ! আমি বাহুবলে
নাশিব সৌভদ্র শূরে, আগ্নেয় আয়ুধে।"
কহে কৃপাচার্য্য শূর ছাড়িয়া নিশ্বাস
কর্ণবীরে,—পুনঃ পুনঃ হারিয়া সমরে
আসিনু আমরা সবে, জীবন লইয়া।
না জানি কিশোর বীর কিবা গুণ জানে,
অঙ্গনাথ ! অস্ত্রে তার আপনি শমন
আছে যেন রিপুগণে নাশিবার তরে।
বৃথা চেষ্টা মহামতি ! কি আর করিবে
জিনিবারে আর্জ্জুনিরে, কি অশুভক্ষণে
পোহাইল নিশা আজি আমা সবা তরে !"
ক্রোধে কহে দুঃশাসন কৃপাচার্য্যে চাহি—
"কি কহিলে হে আচার্য্য ! অথবা তোমারে
বৃথা গঞ্জি, জাতীয়তা ত্যজিবে কেমনে ?
ব্রাহ্মণ স্বভাব-ভীরু, বিদ্যা-বলে কেবা

বিপরীত-পথে যায় প্রকৃতি ছাড়িয়া ?
শিখিয়াছ অস্ত্রবিদ্যা, কিন্তু ভীরুতারে
পার নাহি ত্যজিবারে! হায়! দ্বিজগণ
জীবনের ডরে মরে অবলার সম!
ক্ষত্রকুলে কার প্রাণে হেন দুর্ব্বলতা,
কে ত্যজিবে শিশু-ভয়ে সমর-কামনা ?”
উত্তরিলা অশ্বত্থামা আরক্ত লোচনে—
“পুনঃ পুনঃ রণে হারি আসিছ পলায়ে
শৃগাল-কুকুর-সম!—যাই বলিহারি
বীর-দর্পে! দীন দ্বিজ সহজে দুর্ব্বল,
তেজস্বি-ক্ষত্রিয়-দশা দেখিনু নয়নে,
পড়িছে বাহিনীগণ শিশু-শরাঘাতে,
হেমন্তে কর্ত্তিত শস্য পড়ে যথা ভূমে,
তাহাদের রক্ষিবারে শক্তিমান্ কেবা
কুরুদলে ?—প্রাণ ল’য়ে পলাইলে সবে
পুনঃ পুনঃ! তবু হেন বীরদর্প মুখে!
ভীরু কাপুরুষ দ্বিজে কিবা প্রয়োজন
সমরে ? ক্ষত্রিয়-রত্ন চিরজয়ী রণে!
আইস মাতুল! মোরা পিতৃদেব-সহ
বিপ্রের কর্ত্তব্য যাহা পালিব অচিরে।”

ত্রাসে কৃতবর্ম্মা বীর দ্রৌণি-করে ধরি'
কহিলা—"হে দ্বিজোত্তম ! ক্ষম দুঃশাসনে ;
প্রবল অরাতি এবে মহাবলশালী,
গৃহ-বিবাদের কভু এ নহে সময়।
কি উপায়ে পার্থ-পুত্রে জিনিবে সমরে,
সকলে তাহার চিন্তা কর একমনে। "
পুনঃ কহে দুঃশাসন—"ভাবিতেছি আমি—
ব্যাধ যথা বধে মৃগে অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে—
বধিলা রাঘব যথা লুকায়ে বিজনে
বালীরাজে ; মোরা সবে বধিব তেমতি
অলক্ষ্যে সে আর্জ্জুনিরে, ঘুচিবে যাতনা। "
উত্তরিলা দুর্য্যোধন—"কি কহ অনুজ!
অলক্ষ্যে পশিবে কেবা হর্য্যক্ষের মুখে ?
দেখিছ না শিশু-বেশে কৃতান্ত আপনি
আসিয়াছে রণক্ষেত্রে ভাগ্যদোষে মম !
গ্রাসিছে অসংখ্য সেনা, মহা ঝড়ে যেন
পড়িছে কদলীবন লুটিয়া ভূতলে !
প্রাণাধিক পুত্র মম, কৌরব-ভরসা
পড়িল সৌভদ্র-শরে জনমের তরে !
জানিনা কি দোষে বিধি প্রতিকূল হেন

দুর্য্যোধনে; রাজ্য ধন তুচ্ছ এ জগতে
যশ বিনা; যদি মম কুযশ রটিল,
জীবন রাখিব তবে কি সুখ ভুঞ্জিতে?”
নীরবিলা কুরুনাথ, শার্দ্দূল যেমতি
পিঞ্জরে, নীরব রোষ ঘোর অভিমানে
জীবন্মৃত; রক্ত নেত্র কোকনদ-সম।
কহিলা সৌবীরপতি ক্ষত্রকুলাঙ্গার—
“কি লাগি আকুল তুমি কুরু-কুল-মণি!
একাকী যুঝিয়া কেহ নারিবে জিনিতে
আর্জ্জুনিরে; এক সনে সপ্ত রথী মোরা*
যুঝিব; কাটিব কেহ ধনু, কেহ তূণ,
কেহ অশ্ব, কেহ ধ্বজ, কেহ বা সারথি,
একা আর্জ্জুনেয়, সখে! যুঝিবে কেমনে
সপ্ত-মহারথী-সহ? বিপাকে ফেলিয়া
দলিব সকুলে তারে; নাহি মরে যদি,
পাশুপত অস্ত্রে তারে অবশ্য নাশিব।”
শুনি কথা কৃপ, কর্ণ বিস্মিত স্তম্ভিত,

---

* প্রধানতঃ সপ্ত রথী বলিয়া প্রসিদ্ধি। বস্তুতঃ কৌরবপক্ষীয় সমস্ত রথী, মহারথী মিলিয়া অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সংখ্যা বিস্তর। (মূল মহাভারত দেখ)।

আনন্দে অধীরচিত্ত দুষ্ট দুঃশাসন ;
ক্ষণ চিন্তি' কুরুরাজ কহিলা গম্ভীরে—
"সাধু তুমি সিন্ধুরাজ ! সুযুক্তি দানিলে,
কিন্তু হেন যুদ্ধ কেহ নাহি করে কভু ;
এক রথী সহ রণ সপ্ত রথী মিলি'
অন্যায় সমর বলি' ঘোষিবে জগতে।
নাহি ডরি কারে আমি তবু ভাবি মনে,
রুষিবেন গুরুদেব শুনিলে এ কথা।"
উত্তরিলা দুঃশাসন অশনি-রসনে—
"বলে ছলে সুকৌশলে বিনাশিবে অরি-
ইহাই পরম ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কুলে।
আর যদি কিছুক্ষণ জীয়ে দুষ্ট শিশু,
একাকী সে সর্ব্বসেনা সংহারিবে তবে।
সে হেন ভুজগে মোরা নাশিব কৌশলে,
যে বলে বলুক ইহা অন্যায় সমর ;
না ভাবিব দুঃখ তাহে, রিপুর শোণিতে
অবগাহি, সব ক্ষোভ আনন্দে ভুলিব।"
কহিলা দ্রোণজ—"কেন চিন্তিছ নৃমণি !
ধর্ম্মাধর্ম্ম তর্ক কেন সম্মুখ সমরে ?
বিপদে লভিলে ত্রাণ—রহিলে জীবন,

তবে ধর্ম্ম, তবে ন্যায় পাইবে ভূপতি।
পুরাণে সন্ধানি দেখ!—দেব পুরন্দর
নাশিলা অসুর কত অন্যায় আচরি;
তথাপি সে অমরেশ! জানিও নরেশ!
ছলে বলে সুকৌশলে নিপাতিবে অরি—
এই চির রাজ-ধর্ম্ম, সনাতন রীতি।
কে.স'বে কৌরব-দলে আর্জ্জুনি-বিক্রম,
তরুণ ফণীর দন্তে কেবা কবে জীয়ে?"
উত্তরিলা দুর্য্যোধন—"সত্য মিত্রগণ!
বধ্য জনে যে না বধে, মূঢ় সে জগতে।
অজেয় আর্জ্জুনি, আজি না নাশিলে তা'রে
কৌরবের রণ-রঙ্গ ফুরা'বে নিশ্চিত।
তোমরা সর্ব্বস্ব মম, রাজ্য, ধন, যশ,
বাহুবল; শুন তেঁই মহাবলী যত,
বিচার রাখহ দূরে, করিয়া করুণা
অঙ্গীকার কর আজি, ন্যায় ধর্ম্ম ভুলি'
রিপুত্রাস পার্থপুত্রে নাশিবে সকলে।"
এক সাথে বীরগণ কহিলা হুঙ্কারি—
"তোমা হেতু মহারাজ! এসেছি ত্যজিয়া
রাজ্য, ধন, পুত্র, মিত্র, কলত্র সকলি,

তোমার কার্য্যের লাগি তেয়াগিনু আজি
ধর্ম্ম, ন্যায়; দুঃখ তুমি না ভাবিও মনে;
করিনু শপথ—মোরা ন্যায়, ধর্ম্ম ভুলি'
দুরন্ত সৌভদ্রে সবে বিনাশিব রণে।"
সহসা গর্জ্জিল বজ্র কড় মড় রবে
আকাশে; খসিল উল্কা, কাঁপিল বাসুকি!
কাঁদিয়া কহিলা ধরা—"শুনিলে প্রকৃতি!
বুঝিলে তো প্রিয়সখি! কি জ্বালা এ বুকে?—
অন্যায় সমরে আজি সে বীর কুমারে
বধিবে কেমন করি, মরি তা' স্মরিতে!
নরশ্রেষ্ঠ শূরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন-তনয়,
পাপিগণ-হিংসানলে তৃণ-সম আহা!
পুড়িবে! এ মহাপাপ বহিব কেমনে?
চল যাই বিধুমুখি! আর কি দেখিবে,
নাচুক আনন্দভরে অধর্ম্ম দুর্ম্মতি!"
ধরিয়া প্রকৃতি-কর ধরিত্রী চলিলা
নিজ স্থানে; কত ফোঁটা তপ্ত আঁখি-জল
কমল-কোমল গালে পড়িল গড়ায়ে!
হেথা ছয় জন মিলি আচার্য্য-চরণে
প্রণমিল; কুরুরাজ কহিলা কাতরে—

"কি কহিব গুরুদেব! অভিমন্যু-রণে
মজিল কৌরব-চমূ! এ হেন দুর্দ্দশা
তোমা বিদ্যমানে মম, সহে কি পরাণে?
এবে তুমি সদুপায় না করিবে যদি,
চাহি না জীবন, যশ, মরিব চরণে।"
উত্তরিলা দ্রোণাচার্য্য—"ক্ষান্ত নহি কেহ
যুঝিতে সমরে মোরা প্রাণপণ করি।
অজেয় অর্জ্জুন-পুত্র, অর্জ্জুনের সম
বীরশ্রেষ্ঠ, তেঁই তারে না পারি জিনিতে;
না পাই দেখিতে কোথা আকর্ষে শিঞ্জিনী,
না দেখি যোজিতে শর, জলদ যেমতি
বরিষয়ে, অভিমন্যু তেমতি আঘাতে!
কেবলি মণ্ডলাকারে কোদণ্ড ঘুরিছে
দেখি; মরে মোর সেনা, না পারি রক্ষিতে।
ধন্য শিক্ষা! বালকের ধন্য বাহুবল!
আবার চলিনু আমি যা' করেন বিধি!"
অভিমানে গুরু-প্রতি কহিলা নৃপতি—
"আর্জ্জুনির শৌর্য্যে মুগ্ধ, হে দেব! আপনি,
মরিছে কৌরব-সেনা, অনাথের মত!
কত রাজা রাজপুত্রে আমন্ত্রি আনিনু,

পুড়িতে কি শিশু-শরে পতঙ্গের সম ?
একি সদুপায়, দেব ! উদ্ভাবিনু মোরা,
তাহা বিনা আর কিছু নাহিক ভরসা।”
কহিলেন ভারদ্বাজ—“তব মুখ চাহি
না করিনু কোন কর্ম্ম, কহ কুরুপতি ?
কি মন্ত্রণা করিয়াছ জিনিতে কুমারে,
কহ মোরে বীরবর ! শুনিব শ্রবণে।”
উত্তরিলা দুর্য্যোধন—“নিবেদি চরণে
গুরুদেব ! সপ্ত রথী একত্র মিশিয়া
যুঝিয়া সৌভদ্র-সনে বধিব তাহারে।”
যথা যবে একা পান্থ ভ্রমে বনপথে,
সহসা চমকি উঠে কুলিশ-নিনাদ
শুনিয়া মাথার ’পরে ; রাজার বচনে
চমকিলা তথা শূর দ্রোণ মহারথী,
জ্বলিল অনল-শিখা যুগল নয়নে,
কহিলা আকাশে চাহি—ধিক্ বাহুবল
আমার ! অধর্ম্ম যুদ্ধ আচরিব হেন !
হেন মতে বীর-হত্যা করিলে আমরা,
কি ক’বে অমর নরে দেখ চিন্তি চিতে !
বিধাতার রোষানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া

পোড়াইবে সুখ শান্তি, আত্মার প্রসাদ!
এ কথা শুনিবে যবে পার্থ, বৃকোদর,
যদুনাথ, সেইক্ষণে অস্ত্রানল জ্বালি
ভস্মিবে কৌরব-চমূ হব্যবাহ-রূপে।
অতএব কুরুরাজ! ক্ষান্ত হও হেন—
মহাপাপে; যথাবিধি যুঝিব সমরে।”
কহিলা গান্ধারীসুত দীর্ঘশ্বাস ত্যজি—
“কি কহিছ গুরুদেব!—বলুক জগত
আমার কলঙ্ক গ্লানি ত্রিদিবের সনে;
আসুক গাণ্ডীবী, কৃষ্ণ, বৃকোদর মিলি
রুদ্ররূপে ধ্বংসিবারে কৌরব-বাহিনী;
দেবতার রোষানল উঠুক জ্বলিয়া,
যা’ আছে ভাগ্যের ফল অবশ্য ফলিবে;
কিন্তু শিশু-হস্তে হারি—অপমান হেন
না পারি সহিতে আর! শত মৃত্যু হ’তে
ভীষণ ভীষণতম এ যাতনা মম!
আমার প্রতিজ্ঞা কভু না হবে খণ্ডন,
গুরুদেব! বৃথা যত্ন আয়াস তোমার।
আপনি বিশ্রাম লভ, ছয় জন মোরা
মারিব অজেয় অরি, পারি যেই মতে।—

বলে বা কৌশলে বিজ্ঞ বাঁধিবে অরাতি,
সনাতন রাজধর্ম্ম অবশ্য পালিবে।
আবার বিষাদ-শ্বাস ত্যজিলা সুরথী
দ্রোণাচার্য্য; অভ্র-যোগে প্রভাকর যথা।
হেথায় আর্জ্জুনি বীর গর্জ্জি ভীমনাদে
চক্রব্যূহে নাশে সেনা; শার্দ্দূল যেমতি
নিশার আঁধারে যবে পশে ছাগ-শালে।
অকস্মাৎ সপ্ত রথী হুঙ্কারিল আসি,
নিনাদিল সপ্ত কম্বু, বাজিল দুন্দুভি।
চক্রাকারে সপ্ত রথী বেড়িয়া কুমারে
হানিল অসংখ্য শর, গর্জ্জিয়া ছুটিল
আগ্নেয় আয়ুধমালা ইরম্মদ-তেজে।
নিরখি সৌভদ্র শূর হইলা বিস্মিত,
নিবারিয়া প্রহরণ প্রক্ষ্বেড়ন ধরি,
নিক্ষেপিলা শরজাল সর্ব্ব বিপক্ষেরে।
সপ্ত রথী কেহ শেল, কেহ শূল হানে,
কেহ শর, কেহ কৌন্ত, কেহ বা তোমর,
পরিঘ, পরশু কেহ, পূরিয়া পিঞ্জরে
মৃগেন্দ্রে, নিষ্ঠুর নর আঘাতে যেমতি!
প্রতিঘাতি মহাবলী কহিলা হুঙ্কারি—

বীর-দাপে,—"ধিক্ শত, বীরকুল-গ্লানি—
হেন কাপুরুষ-কার্য্যে! এক রথী সহ
যুঝিতেছ সপ্তজন! হেন পাপাচারে
কেমনে দেখাবে মুখ মানব-সমাজে?
কিন্তু সপ্তজন তুচ্ছ—কোটি জন মিলি'
আইস যুঝিতে যদি, নাহি ডরি আমি,
শিবা-দলে ডরে হরি কবে মহীতলে?"
কহিলা দুঃশলাপতি জয়দ্রথ বলী,—
"বলে, ছলে, সুকৌশলে শত্রু নিপাতিব—
ইহাই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম! রণার্থী আমরা,
দেহ রণ সপ্ত জনে, বীরবর তুমি।"
মহাক্রোধে মহেষ্বাস জীমূত-গর্জ্জনে,
ত্যজে অস্ত্র বজ্র সম লক্ষি' সপ্তরথী।
বহুক্ষণ মহারণ করিলা কুমার,
দানব-সমরে বজ্রী যুঝিলা যেমতি;
বিমানে অমরগণে গাহিলা সুযশ
এক রবে; সপ্তরথী বিস্মিত বিক্রমে!
বহুক্ষণে শূন্য তূণ, অভিমন্যু রথী,—
বিষহীন ভুজগেন্দ্র গর্জ্জিল সরোষে।
তবে দ্রোণাচার্য্য বীর কাটিল কার্ম্মুক,

কাটিল স্যন্দন-ধ্বজ দুর্য্যোধন বলী,
তুরঙ্গে কাটিল রঙ্গে শূর দুঃশাসন ;
কৃতবর্ম্মা সারথিরে নাশিল কৌশলে ;
কোপভরে কৃপাচার্য্য ভেদিল কবচ,
কাটিল কিরীট চারু অঙ্গ-অধিপতি।
অসি চর্ম্ম অবলম্বি অর্জ্জুন-কুমার
অটল সাহসে-যুঝে, ভীষণ শমনে
উপহাসে বীর-মদে প্রমত্ত কেশরী।
আকর্ণ সন্ধানি শর কর্ণ নিক্ষেপিয়া
কাটিল কৃপাণ ; দ্রৌণি ফলক ছেদিল
নিরস্ত্র তনুত্র-হীন, তথাপি আর্জ্জুনি
রথচক্র, ভগ্নধনু, ছিন্ন চর্ম্ম তুলি'
আঘাতিল, দুঃশাসন ললাটে বাজিয়া
পড়িল অবনীতলে, ছয় রথী মিলি'
প্রহারিল বাহুবলে উত্তরা-রঞ্জনে।
ভগ্ন গদা ধরি শূর নিবারে প্রহার,
অবিরল লোহধারা বহিল বরাঙ্গে,
মধুমাসে রাজে যথা শিমুলের তরু
বনমাঝে ! চন্দ্র-মুখ শুকাইছে, মরি !
কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলা শুকায় যেমতি ;

তথাপি সে ধৈর্য্য, শৌর্য্য, গাম্ভীর্য্য অতুল,
মহাঝড়ে হিমাচল অচল জগতে।
কহিল কৌরবরাজ জয়দ্রথ বীরে—
"আর কি দেখিছ সখে! দেব-দত্ত শর
প্রহারি নাশহ অরি, ক্ষিপ্ত হরি সম
অসহ্য শিশুর শৌর্য্য, কেন বিলম্বিছ?"
ঊর্দ্ধে দেখে অভিমন্যু দেব দেবী কত,
সুযশ-মন্দারমালা দোলাইয়া করে
ডাকিছে—"বিজয়ী বীর! ত্যজিয়া সমর
আইস অবনী-ঊর্দ্ধে চিরানন্দ-ধামে।
শ্রান্ত তুমি, এই দেখ পবিত্র চষকে
পিয়াব পীযূষ, চল নন্দন-কাননে!—
অজর অমর দেশ পাপ-তাপ-হীন,
তোমা হেন গুণী তথা নিবসে হরষে!"
হেরি সে অপূর্ব্ব দৃশ্য মুহূর্ত্তে কুমার
স্থান কাল সব ভুলি' রহিল চাহিয়া।
তবে জয়দ্রথ বীর জুড়িলা কার্ম্মুকে
শিব-দত্ত শরোত্তম; বিজলী জ্বলিল
দশ দিকে, অগ্নিকণা ঝলকে ঝলকে
বাহিরিল অস্ত্রমুখে, পড়িল গর্জ্জিয়া

অভিমন্যু হৃদি-তলে ! সোণার তপনে
প্রভাতে গ্রাসিল রাহু জনমের মত !
কাঁপাইয়া কুরুক্ষেত্র পড়িল আর্জ্জুনি
বীরদর্পে বীরর্ষভ বীরেন্দ্র-শয়নে !
পড়িল লক্ষ্মণ যথা শক্তিশেল ফুটি'
লঙ্কাপুরে সিন্ধুতীরে স্বুবর্ণ চন্দ্রমা !
তরুণ বয়স সহ তরুণ বাসনা
আনন্দ, সৌন্দর্য্য, শৌর্য্য ফুরাল সকলি !
নারায়ণী সেনা জিনি ফিরিছে ফাল্গুনি
অকস্মাৎ অশ্বগণ পড়িল ভূতলে
হাঁটু গাড়ি, কপিধ্বজ গর্জ্জিল সহসা ;
(সুশিক্ষিত যদুপতি উঠাইল পুনঃ ।)
শিবিরে সুভদ্রা দেবী রাখিছে সাজায়ে
শ্রান্ত বীরগণ হেতু সুখাদ্য, পানীয় ।
রাখিতে তনয় তরে কনক থালায়
সহসা কাঁপিয়া কর পড়িল গড়ায়ে
ক্ষীর, সর, সুমিষ্টান্ন, সুরসাল ফল,
শীতল নির্ম্মল জল ! সহসা জননী
দশদিক্ অন্ধকার হেরিলা নয়নে !
গাঁথিছে উত্তরা সতী কুসুমের হার

রতন কঙ্কণ হায় খসিল সহসা।
অজানা আতঙ্কে বালা পড়িল মূর্চ্ছিয়া
সখী-কোলে, তোলে সবে ধরাধরি করি’।
অন্তিম শয়নে শুয়ে অর্জ্জুনকুমার
অস্তগামী রবি প্রতি রাখিয়া নয়ন
কহিলা জীমূত-মন্দ্রে, জুড়ি’ করযুগ,—
“দেখ তুমি সর্ব্বসাক্ষী দেব বিভাবসো!
অন্যায় সমরে মোরে নাশিল পামর!
বধিল মৃগেন্দ্রে হায় বিবরে পাইয়া
জম্বুকেরা! এ যে ঘৃণা অসহ্য মরমে!
পিতা মম সব্যসাচী, মাতা বীরাঙ্গনা,
অভিমন্যু আমি কভু না ডরি শমনে;
কিন্তু এ দারুণ ক্ষোভ রহিল হৃদয়ে,
করিয়া অধর্ম্ম যুদ্ধ বধিল আমারে
বীর-কুলাঙ্গার-কুল! কেন না মরিনু
যোগ্য-জন-করে আমি বীরোচিত রণে!
তথাপি আনন্দ-নদ উঠিছে কল্লোলি
ভগ্নবক্ষে—পিতা মম শুনিবেন যবে
আমার মরণ-কথা, বৈশ্বানর সম
দহিবেন, ভস্মিবেন অধর্ম্মী সকলে!

অসহায় অভিমন্যু, দেখিল না এবে
জনক, পিতৃব্যগণ, মাতুল অচ্যুত !
কহিও কহিও তুমি দেব দিবাকর !
এ মহামরণ মম বান্ধব স্বজনে।—
যুদ্ধ নহে হত্যা ইহা রাখিও লিখিয়া
তোমারি রশ্মিতে দেব ! চিরকাল তরে।”
সে অন্তিম বাক্যে যেন তীব্র বিষজ্বালা
জ্বলিল বিপক্ষ-বক্ষে ; ক্রুদ্ধ কাল ফণী
দংশিল প্রহারী জনে মরণের বেলা।
হেনকালে দৌঃশাসনি পাপিষ্ঠ পামর
প্রহারিল ভীম গদা আৰ্জ্জুনি-ললাটে !
কনক-মুকুর-সম সে ললাট চারু
বিদীর্ণ ভীষণাঘাতে ! বহিল নয়নে
শেষ অশ্রু ; ইষ্টদেবে করিয়া স্মরণ
মুদিলা নয়ন শূর জনমের মত !
শিব-তেজোময় অস্ত্র চলিল কৈলাসে,
মানবে দংশিয়া ফণী ছোটে যথা বনে।
ধনুর্ব্বাণ দ্রোণাচার্য্য ফেলিলা আছাড়ি,
মহাক্ষোভে উষ্ণ অশ্রু বহিল কপোলে।

ইতি শ্রীবীরকুমার-বধ-কাব্যে বীরকুমারবধো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টম সর্গ।

রথ চালাইছে বেগে অরুণ সারথি
অস্তাচলে ; স্বর্ণ-যান চলিছে ঠমকে।
পড়িয়া সুবর্ণ রশ্মি অচলের চূড়ে,
তরুশিরে, ধীরে ধীরে যেতেছে সরিয়া,
মুমূর্ষুর আয়ু যথা, (দেখিতে দেখিতে।)
প্রবেশিয়া অস্তাচলে দেব দিনমণি
কহিলা সারথিবরে সাদরে সম্ভাষি,—
"খগেন্দ্র ! স্যন্দন রাখ, রাখ পরিচ্ছদ,
যাব আমি ধরাতলে নরবেশ ধরি।"
অরুণ রাখিল রথ, খুলিলা দিনেশ
জ্যোতির্ম্ময় পরিচ্ছদ ; রাজদূত-বেশে
গেলা রবি কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব-শিবিরে।
নীরবে শিবিরে বসি' রাজা যুধিষ্ঠির

চিন্তাকুল ম্লানমুখ, সমর-সংবাদ
জানিতে ব্যাকুল চিত্ত, চঞ্চল পরাণ।
ক্রমশঃ ফিরিল যত সেনা সেনাপতি ;
আসিল সংগ্রাম-প্রিয় ভীম ভীমবাহু
নিনাদিয়া পৌণ্ড্র শঙ্খ, বিশঙ্ক হৃদয়।
কপিধ্বজ দেবরথ আসি উতরিল,
গর্জ্জিল তুরঙ্গ শ্বেত ; গর্জ্জিল গাণ্ডীব—
ধনুরাজ ; নিনাদিলা বিজয়-উল্লাসে
দেবকম্বু, দম্ভে ধ্বনি পশিল অম্বরে।
ধরি' যাদবেন্দ্র-কর নামিলা ভূতলে
পৌরবেন্দ্র ধনঞ্জয় চিরজয়ী রণে।
সকলে সতৃষ্ণ নেত্রে চাহে পথ পানে
ইন্দুকুল-ইন্দু বীর অভিমন্যু তরে।
হেন কালে দূতবেশী দেব দিবাকর
প্রবেশিল সভামাঝে, মলিন বদনে।
প্রণমি পাণ্ডবনাথে দাঁড়াইলা দূত
অধোমুখে ; হেরি' রাজা কহিলা চমকি,—
"সমর-বারতা কহ শীঘ্র দূতবর !
কতক্ষণে আসিবে সে পুরুকুল-শশী
অভিমন্যু ? কহ মোরে সুমঙ্গল তার।"

মুছি' আঁখি দিনমণি উত্তরিল ধীরে,—
"অভাগা কিঙ্কর দেব! কহিবে কেমনে,
ভয়ঙ্করী কথা হায়! অন্যায় সমরে
পৌরব-গৌরব বীর আর্জ্জুনি নিহত।"
অকস্মাৎ বজ্র যেন পড়িল খসিয়া
শিরোপরি; পঞ্চ ভাই লুটিল ভূতলে
বাতাহত তরুরাজ পড়ে যথা বনে।
হাহাকারি বন্ধুগণ তুলিলা আশ্বাসি'
পঞ্চজনে; বিভাবসু নিজ তেজ দানি'
অলক্ষ্যে রক্ষিলা সেই শোকাকুল হিয়া।
বহিল নয়নে অশ্রু, উচ্ছ্বসে যেমতি
প্লাবনের কালে নদ ভাঙি তীরভূমি।
আর্দ্র-আঁখি বাসুদেব দূতেরে সুধিলা,—
"কহ ভদ্র! রণ-বার্ত্তা, কেমনে যুঝিল
পৌরব-গৌরব বীর তরুণ উদ্যমে?
অন্যায় সমর সাধি' কে তারে নাশিল
ত্যজিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম—কহ বিশেষিয়া।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী যুড়ি যুগ কর,—
"কহি সে কাহিনী প্রভো! মৃগেন্দ্র যেমতি
ধায় দর্পে মৃগপালে, তেমতি কুমার

পশিলেন চক্রব্যূহে নাশিতে অরাতি।
রোধিল সে ব্যূহ-মুখ বীর জয়দ্রথ
শিবদত্ত অস্ত্র করে; শঙ্করের বরে
নারিল সৌভদ্র-সেনা জিনিতে তাহারে।
হয়, হস্তী, পদাতিক, চতুরঙ্গ দল
ফিরিল মলিন মুখে, একাকী কুমার
ব্যূহ-মাঝে, কুঘটনা ঘটাইলা বিধি!
দীপ্ত-বহ্নি-সম বীর অর্জ্জুন-নন্দন
দগ্ধিলা ভস্মিলা ভীমা কুরু-অনীকিনী;
শিঞ্জিনীর আকর্ষণ, আয়ুধ-সন্ধান
না দেখিনু একবার, দেখিনু কেবলি
ঘুরিছে কোদণ্ডবর মণ্ডল-আকারে!
শত শত সেনা হত হইল পলকে,
আপনি কৃতান্ত যেন আজ্ঞাবহ তার।
দেখেছি অনেক যুদ্ধ—বীর-গর্ব্ব বহু
দেখেছি জগতে দেব! কিন্তু নাহি দেখি
হেন শৌর্য্য বীর্য্য কভু কিশোর কুমারে!
প্রবল পবনে যথা পড়ে ধরাতলে
কদলী-কানন, প্রভো! তেমনি পড়িল
সেনা সহ গজ, বাজী, রথ, স্তূপাকারে;

মহাশূর দ্রোণাচার্য্য পরাস্ত আপনি,
কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, দ্রৌণি, দুঃশাসন,
কৃতবর্ম্মা; গান্ধারেয় লজ্জা অপমানে
মৃতপ্রায়; রাজপুত্র লক্ষ্মণ মরিল।
তবে দেব! মনস্তাপে রাজরথিগণে
আরম্ভিল কুমন্ত্রণা; সিন্ধুদেশ-পতি
উদ্ভাবিল যুক্তি,—সবে অধর্ম্ম আচরি'
বিনাশিবে বীরসিংহে! সে কথা শুনিয়া
রুষিলেন দ্রোণাচার্য্য দুরাশয়গণে।
কিন্তু তা'রা দৃঢ়ব্রত, গুরুরে ধরিয়া
লইল নাশিতে সেই বীরকুলোত্তমে।
বহু যুদ্ধে শূন্যতূণ যখন সুরথী,
তখন প্রবল বলে বিপক্ষমণ্ডলী,—
কেহ ধনু, কেহ গুণ, কেহ সারথিরে
কাটিলা; বিজন বনে দাবানল-মাঝে
সন্ত্রস্ত পারীন্দ্র-সম কুমার আর্জ্জুনি;
তথাপি সে ভগ্ন অস্ত্র, রথচক্র লয়ে
যুঝিলা! তথাপি শূর নির্ভয়হৃদয়।
শেষে জয়দ্রথ বীর দেব-অস্ত্র হানি'
পাতিত করিলা ভূমে সে বীর কুমারে—

অনিন্দ্য সুন্দরকান্তি পুরুকুলশশী!
অস্তগামী রবি-পানে চাহিয়া কুমার,
কহিলা দুর্জ্জয় রোষ-অভিমান-ভরে,—
"দেখ তুমি সর্ব্বসাক্ষী দেব-বিভাবসো!
অন্যায় সমরে মোরে নাশিল পামর!
বিনাশিল কেশরীরে বিবরে পাইয়া
জম্বুকেরা! এ যে ঘৃণা অসহ্য মরমে!
পিতা মম সব্যসাচী, মাতা বীরাঙ্গনা,
অভিমন্যু আমি, কভু না ডরি শমনে;
কিন্তু এ দারুণ ক্ষোভ রহিল হৃদয়ে,
সাধিয়া অধর্ম্ম যুদ্ধ বধিল আমারে
বীর-কুলাঙ্গারকুল। কেন না মরিনু
যোগ্যজন-করে আমি বীরোচিত রণে!
তথাপি আনন্দ-নদ উঠিছে কল্লোলি'
ভগ্ন বক্ষে; পিতা মম শুনিবেন যবে
আমার মরণ-কথা, বৈশ্বানর-সম
দগ্ধিবেন ভস্মিবেন অধর্ম্মী সকলে।
অসহায় অভিমন্যু, দেখিল না কেহ
জনক, পিতৃব্যগণ, মাতুল অচ্যুত,
কহিও কহিও তুমি দেব দিবাকর!

এ মহামরণ মম বান্ধব স্বজনে।—
যুদ্ধ নহে হত্যা ইহা রাখিও লিখিয়া
তোমারি রশ্মিতে দেব! চিরকাল তরে।"
সে মহাশয়নশায়ী মুমূর্ষু কুমারে
নিপাতিল দৌঃশাসনি গদা প্রহারিয়া!
অধর্ম্ম অন্যায় এত এ মর জগতে
দেখে নাই রবি শশী যুগযুগান্তরে।
থামিলা আদিত্য দেব মুছিয়া-নয়ন,
অলক্ষ্যে চলিলা দেশে অনিল-বাহনে।
ঘোর-শোক-সিন্ধু-মাঝে ক্রোধের তরঙ্গ
উথলিল; ক্ষত্রগণ স্ফুরিত-অধর
আরক্ত নয়নে ছোটে কালানল-বিভা!
অবিরল অশ্রুজলে ভাসিল ভূপতি,
গিরি-দেহে বহে যেন বরিষার ধারা!
ছিন্নজিহ্ব সিংহ যথা পোড়ে রোষানলে,
কিম্বা যথা শমী বুকে পোষে অগ্নিরাশি;
সেই ক্রোধে ভীমসেন নিক্ষেপিল গদা
ভূমিতলে; শত বজ্র নিনাদিল যেন
অন্তরীক্ষে! মহাশব্দে ত্রাসিল বসুধা!
অধীর গাণ্ডীবধারী, প্রমত্ত কুঞ্জর—

বিদলিত যেন আজি হীন পশু-পদে!
অথবা প্রমত্ত দ্বীপী আপন গৌরবে,
সহসা জম্বুক-দন্তে হেরিল শাবকে!
প্রাণ-প্রিয় পুত্র হত অন্যায় সমরে—
অসহ্য সে শোক বক্ষে, গাণ্ডীব টঙ্কারি
উচ্চারিলা উচ্চরবে—"চল যদুপতি!
এখনি পশিয়া রণে নাশিব এখনি
শিশু-হত্যাকারী মূঢ় পাপী জয়দ্রথে।
নিহত তনয় মোর অন্যায় সমরে,
এখনো বাঁচিয়া আমি! অস্ত্রানলে আজি
ভস্মিব কৌরব-চমূ, চল যদুমণি!"
কহিলা পুণ্ডরীকাক্ষ,—"অশক্ত জগতে
কোন কাজে সব্যসাচী? কিবা তুচ্ছ কথা
জয়দ্রথ বিনাশন! কিন্তু প্রিয়তম!
শ্রান্ত ক্লান্ত সেনাদলে বিশ্রামের কালে
উন্মাদিতে রণমদে, অনুচিত এবে।
প্রভাত হউক নিশা, ঊষা-সমাগমে
নাশিবে সৌবীর-রাজে অবশ্য নৃমণি।"
কহিলা জলদস্বরে শূরেন্দ্র অর্জ্জুন,
"তোমার অনুজ্ঞা সখে! না লঙ্ঘিব কভু,

কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম সাক্ষী নরপতি,
মধ্যম অগ্রজ সাক্ষী, অনুজ দুজন ;
সাক্ষী ক্ষত্রবীরবৃন্দ, দ্বিজ ঋষি যত,
সাক্ষী তুমি নিজে কৃষ্ণ দ্বারকাধিপতি,
সাক্ষী বিশ্ব, সাক্ষী মোর ঊর্দ্ধস্থানবাসী
দেবলোক, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব. কিন্নর,
গ্রহ, উপগ্রহ, নাগ, অসুর সকল,
ভূতপ্রেতপিশাচাদি যে আছ যেখানে,
আমার প্রতিজ্ঞা শুন ! আগামী দিবসে
নাশিব সূর্য্যাস্ত-আগে দুষ্ট জয়দ্রথে,
করিব পুত্রহা-রক্তে পুত্রের তর্পণ,
অন্যথা আপন মুণ্ড কাটিব আপনি।
অধর্ম্মে বিনাশি, ধর্ম্মে রক্ষিতে যে নারে,
ধিক্ তার বাহু-বলে, ধিক্ তার প্রাণে !"
নীরবিলা ধনঞ্জয়, পাণ্ডব-বাহিনী
হুঙ্কারিল শূরকণ্ঠে বীরমদে মাতি।
বাজিল দুন্দুভি, ভেরী, দামামা, বিষাণ,
কাড়া সহ ; ঘোর রোল উঠিল অম্বরে।
সহসা সে বীরনাদ অতলে ডুবায়ে
উছলিল শোকসিন্ধু, সুভদ্রা সুন্দরী

কাঁদিছে আকুল কণ্ঠে নব শোকোচ্ছ্বাসে,
পশিল সে ধ্বনি আসি সভাতল-মাঝে।
চলিলা গোবিন্দ যথা কাঁদিছে ভগিনী;
লুটিছে অবনীতলে হারায়ে চেতনা
ইন্দু-নিভাননা রামা বিরাট-নন্দিনী!
যবে অম্বু কাদম্বিনী ঢালেন ভূতলে,
সমস্ত ধরণী ভিজে হায়! সে উচ্ছ্বাসে,
তেমতি মহিলাকুল নয়ন-আসারে
ভিজিছে, সুভদ্রা মা'র করুণ বিলাপে!
সস্নেহে অনুজা-শিরে প্রদানিয়া কর
কহিলেন দামোদর,—"প্রাণের ভগিনি;
বীরমাতা তুমি ভদ্রে! ক্ষুদ্রাশয়া নারী
অধীরা শোকের ভরে সতত জগতে।
ক্ষত্রিয়ের চিরবাঞ্ছা যে পরমা গতি
তাহাই লভিলা পুত্র বীরকুলোত্তম!
যে খনি প্রসবে মণি, অমূল্য সে ভবে
চিরদিন; অভিমন্যু পুত্ররত্ন যার,
নারীকুলেশ্বরী সেই সুভগা সতত।"
জোয়ারে জাহ্নবী যথা, আদরের ভাষে
উছলিল শোক, কাঁদি' কহিলা সুভদ্রা,—

"কোথা মম সেই ধন, যে ধনের তরে
রত্নপ্রসবিনী-যশ লভিনু ভূতলে ?
কোথা মম সেই ধন, স্নেহে তুমি যারে
গড়িলে অতুল করি' নিজ গুণ দিয়া ?
কোথায় সে ধন মম কহ দয়াময় !
জনকের চির গর্ব্ব, কুলোজ্জ্বল মণি ?
কোথায় সে ধন মম, রূপ গুণ যার
অমরের আকাঙ্ক্ষিত, ত্রিলোকী-দুর্লভ ?
বাছার মুখের খাদ্য রয়েছে পড়িয়া,
কখন খাইবে আসি ? 'এখনি আসিব'
বলি' চলি' গেল, সে যে সদা সত্যবাদী,
কখন আসিবে ফিরি' অভাগীর বুকে ?
সেই চারু চাঁদমুখ দেখিব বলিয়া
আছিলাম পথ চাহি', হায় রে ! সহসা
ভীষণ অশনি খসি' পড়িল হৃদয়ে !
দেখ দেব ! বধূ মোর পড়িয়া ভূতলে,
সরলা বালিকা রমা, জ্যোছনার মত
সেই চাঁদে ছিল, হায় ! একই নিমেষে
ধরিল তামসী-বেশ, সহে কার বুকে ?
পাপাশয় কৌরবেরা অন্যায় সমরে

বধিল বাছারে মোর ; ন্যায় যুদ্ধ করি'
কে পারে জিনিতে তারে, সিংহ-শিশু সে যে !"
তুলিয়া সজল আঁখি কহিলা দ্রৌপদী
মধুর বচনে—"ভদ্রে ! বীর-পুত্র-তরে,
শুধু নয়নাম্বু কভু নহে তর্পণীয়,
যে পুত্র শমন-রূপে করিল দমন,
অধর্ম্মী ক্ষত্রিয়গ্লানি দুরাচার দলে,
যত দিন রবি শশী রাজিবে আকাশে,
কীর্ত্তি-লেখা তার র'বে অমর-অক্ষরে।
আপনা আহুতি দানি' গেছে সে জ্বালিয়া,
যে অনল, তাহে ভদ্রে ! পুড়িবে নিশ্চিত
পাপরাশি, যজ্ঞানলে ইন্ধন যেমতি।
সাজিছে জনক তার পুত্র-শোকাঘাতে
শরবিদ্ধ সিংহ-সম রিপু-নাশ-হেতু ?"
প্রতিজ্ঞা করিলা পার্থ বিনাশিবে কালি
জয়দ্রথে, নহিলে সে বিসর্জ্জিবে প্রাণ ;
পশিল সে প্রতিজ্ঞার ভৈরব আরব
দেব-দেশে ; বৈজয়ন্ত বাসব-আবাসে,
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী যথা কৌতুকে নিরত।
রতন-আসন 'পরে বসিয়া দম্পতী,

শিরে স্বর্ণ রাজছত্রে মণিমুক্তা-রাজি
উজলিছে; ব্যজনিছে বিচিত্র চামর
দুলায়ে কোমল করে সুরবালাগণ।
কত যে রতনদামে ভূষিতা পৌলমী,
ধরার মানব তাহা বর্ণিবে কেমনে?
কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষা পতির গৌরব,
সে ভূষণে বিভূষিতা অমর-ঈশ্বরী;
নাচিছে উর্ব্বশী, রম্ভা, ঘৃতাচী, মেনকা,
মৃদুল পবনে যেন স্থবর্ণ-বল্লরী
সঞ্চালিছে, চারু আভা পড়িছে ছড়ায়ে!
গাহিছে কিন্নরীকুল, তুচ্ছ তার কাছে
বাসন্তী-কোকিলা-কণ্ঠ, সুধাধারা যেন
প্রতি তান লয়ে আহা উঠিছে উথলি!
স্বরগীয় বীণা, বাঁশী, সারঙ্গ, সেতারা,
বাজিছে বাদিত্র কত, বাজাইছে সুখে
হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, বিদ্যাধর সবে।
কনক মন্দারমালা ল'য়ে নিজ করে
দিতেছেন শচী যারে "প্রসাদ" বলিয়া,
ধন্য সে কৃতার্থম্মন্য, অন্যে আকাঙ্ক্ষিছে
ভাগ্য তার; যোগ্যতারে আরাধিছে মনে।

সহসা চঞ্চলচিত্ত বৃত্র-নিসূদন;
তুলিল তরঙ্গভঙ্গী, প্রভঞ্জন যেন,
প্রশান্ত নির্ম্মল মহাসরসীর জলে ;
নিরখি পুলোম-বালা কহিলা কাতরে,—
"কেন প্রভো ! অন্যমনা, দোষী ও চরণে
কিসে দাসী ?—কিম্বা কোথা কিবা কুঘটনা
ঘটিয়াছে আচম্বিতে, কহ সে বারতা !—
টলে কি অচল কভু সমীরের ভরে,
জলধি শুকায় কভু তপনের তাপে ? "
শচী প্রতি সুরপতি কহিলা সাদরে,
"অমর-ঈশ্বরী তুমি দোষের অতীতা,
কে না জানে সেই কথা বৈজয়ন্ত পুরে ?
সত্য অনুমান তব মঞ্জুলভাষিণি !
কুঘটনা ঘটিতেছে ধরাতলে এবে,
মম বর পুত্র পার্থ (জান তারে সতি !)
নরোত্তম ; হত আজি কুরুক্ষেত্র-রণে
পুত্র তার অভিমন্যু অন্যায় সমরে।
পুত্রশোকে, আর ঘোর অধর্ম্মাচরণে
জ্বলন্ত কালাগ্নি সম ধনঞ্জয় আজি
প্রতিজ্ঞা করেছে,—কালি সূর্য্য-অস্ত-আগে

পুত্রহা সৌবীররাজে বধিবে সমরে,
না হয় ত্যজিবে প্রাণ; দেবগণ কভু
পুত্র কিম্বা মিত্র জনে না করে মমতা;
কিন্তু অধার্ম্মিকে নাশ, ধার্ম্মিকে রক্ষণ
দেবের এ কার্য্য সতি! জানিছ সে কথা।
তাই ভাবিতেছি, চল! দুজনে মিলিয়া
যোগমায়া-পদাম্বুজ পূজিব যতনে।
পতিরতা, পতিপ্রাণা, চির-অনুকূলা
তুমি দেবি! শ্রীমন্দিরে চল যাই দোঁহে।”
পতির বচনে সতী হইলা সম্মতা;
বাসব-আদেশে ত্বরা আনিল মাতলি
রত্নময় দিব্য যান পুষ্পক বিমান।
আরোহিলা হৃষ্ট মনে অমরদম্পতী
সেই যানে; শশধর-রোহিণী-বিরহে
শূন্য যথা নীলাকাশ, ত্রিদিব তেমতি।
কতক্ষণে উত্তরিল মন্দির-সমীপে
দেব-রথ; আখণ্ডল শচী-করে ধরি’
চলিলেন পদব্রজে, বরাঙ্গ-বিভায়
উজলিল তরুলতা কনক-কিরণে।
মন্দিরে বিরাজে গুরু, দেব বৃহস্পতি

মৃগাজিনে, ধ্যানমগ্ন ত্রিলোচন যথা।
রহিয়াছে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য সম্ভার,
হেম-পদ্ম, পারিজাত, নব বিল্বদল,
তাম্রকুম্ভ-পরিপূর্ণ মন্দাকিনী-বারি ;
বিস্তারিছে পূতগন্ধ ঘর্ষিত চন্দন ;
বিরাজিছে হোমকুণ্ড, স্বর্ণকুম্ভ ভরা
আজ্যরাশি, স্তরে স্তরে সজ্জিত ইন্ধন।
কুশাসনে চারি পাশে ব্রহ্মর্ষি সকলে
করিছেন পাঠ বেদ, গায়ত্রী, প্রণব।
পশি' সেথা ইন্দ্র শচী, করিলা প্রণতি
ঋষিগণে ; আশীষিলা সকলে সাদরে।
  কতক্ষণে সুরাচার্য্য খুলিলা নয়ন,
উদিলা মিহির যেন তিমির ভেদিয়া।
আনন্দে বন্দিলা ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর সহ
গুরু-পদ ; বৃহস্পতি সুধিলা আশীষি—
"কেন হেথা দেবরাজ ! কেন মা পৌলমি !
কিবা আচরিব আমি, কহ তা আমারে।"
করযোড়ে শচীনাথ কহিলা বিনয়ে,—
"ও পদ-প্রসাদে গুরো ! সকলি মঙ্গল ;
নরোত্তম অর্জ্জুনের হিত-ইচ্ছা-হেতু

যোগমায়া-পদাম্বুজ পূজিব আমরা,
প্রসন্ন অন্তরে দাসে দেহ অনুমতি।"
আনন্দে অমর-গুরু বসায়ে আসনে
দিলা উপচার যত; ভকতি-অন্তরে
পূজিলা সুরেন্দ্র শচী, বহু স্তুতি করি'।
স্বর্ণ মেঘাসনে বসি' বিশ্ববিমোহিনী
যোগমায়া উরিলেন আনন্দে মন্দিরে,
শিশুর কাতর ডাকে জননী যেমতি
ফেলিয়া সকল কাজ আসেন ছুটিয়া।
রতন আসনে দেবী বসিলা হাসিয়া,
সম্ভ্রমে পদারবিন্দ বন্দিলা দম্পতী;
কহিলা আনন্দময়ী—"কি হেতু স্মরিছ,
কহ তাই অসুরারি! বিশেষি আমারে।"
উত্তরিলা দৈত্যরিপু—"নিবেদি চরণে,
জননি! সে কথা এবে; ধার্ম্মিকপ্রবর
মম বর পুত্র পার্থ; অন্যায় সমরে
বিনাশিল জয়দ্রথ তনয়ে তাহার।
সেই ক্ষোভে রোষে পুড়ি' জিষ্ণু ধনুর্দ্ধর,
করিল প্রতিজ্ঞা কালি বধিবে সংগ্রামে
সিন্ধুরাজে (বাহুবলে) রবি-অস্ত-আগে;

নতুবা আপন মুণ্ড কাটিবে আপনি।
জগতে সাধুতা-রক্ষা অসাধুতা-নাশ,
দেবের কর্ত্তব্য ইহা জানিছ জননি!
তাই কহি, দয়াময়ি! দয়া করি' দাসে;
রক্ষিবে অর্জ্জুনে কালি আত্মহত্যা-পাপে।"
হাসিয়া কহিলা দেবী—"অবশ্য রক্ষিব
ধনঞ্জয়ে; জয়দ্রথ অন্যায় সমরে
বিনাশিল আর্জ্জুনিরে, ভুঞ্জিবে সে ফল;
জীবন ত্যজিবে মূঢ় বিধির ইচ্ছায়;
ভাগ্য-লিপি কর্ম্মফল ইহাই তাহার!"
নিজ স্থানে সুরেশ্বরী করিলা প্রস্থান;
ফিরিল সুরেন্দ্র শচী বৈজয়ন্তধামে।
হেথা অনুচর-মুখে শুনিল কাহিনী
বিজয়-গৌরব-মদ-মত্ত দুর্য্যোধন,
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ, সূর্য্যাস্ত না হ'তে
বধিবে সৌবীরনাথে, হইলে অন্যথা
আপনি আপন প্রাণ করিবে বিনাশ।
কহিল কৌরবপতি গুরুদেব-স্থানে—
"পুত্রশোকভরে, প্রভো! সাজিছে ফাল্গুনি
বিনাশিতে সিন্ধুনাথে; দিনু ও চরণে

জয়দ্রথ-প্রাণ, কালি রক্ষণীয় তব।”
কহিলা আচার্য্য—“নৃপ! কালি মোরা সবে
রক্ষিব সৌবীররাজে করি’ প্রাণপণ,
কিন্তু সে দুরাশা বলি’ মনে লয় মম,
দেবকুল অনুকূল ধার্ম্মিকের প্রতি।”
তবে ভানুমতী-পতি—কর্ণ, কৃপ, দ্রৌণি,
কৃতবর্ম্মা বীরে কহে করিয়া মিনতি,—
“দুরন্ত কৃতান্ত-তেজে সাজিছে বিজয়
নাশিতে তনয়-অরি জয়দ্রথ শূরে।
যদি বধিবারে নারে রবি-অস্ত-আগে,
মরিবে কিরীটী নিজে, প্রতিজ্ঞা করিলা।
ইহা সম ভাগ্য আর কি আছে আমার,
আপনি মরিবে অরি—ক্ষুধিত শার্দ্দূল
আপনি আপন মাংস করিবে ভোজন!
সিন্ধুরাজ জয়দ্রথে করিতে রক্ষণ
সবে মিলি’ প্রাণপণে তোমরা সকলে
যুঝিবে, মিনতি মম রাখ বীরগণ!”
উত্তরিলা রথিবৃন্দ দম্ভোলি-নির্ঘোষে—
“অবশ্য রাজেন্দ্র! মোরা করিব রক্ষণ
প্রাণপণে সিন্ধুনাথে; মরিবে নিশ্চয়

বিফলপ্রতিজ্ঞ পার্থ ; এতদিন-পরে
হইবে, কৌরব-গর্ব্ব ! সার্ব্বভৌম তুমি ।”
পরে জয়দ্রথ শূরে কহিলা গোপনে
দুর্য্যোধন—“সব কথা শুনিয়াছ সখে !
রাখ এবে নিজ প্রাণ, বাঁচাও আমারে ;
লুকাইয়া রহ যেন না পায় খুঁজিয়া
তোমারে অর্জ্জুন কালি রবি-অস্ত-আগে ।”
উত্তরিল সিন্ধুরাজ—“কেন লুকাইব,
রণে আমি নরবর ! যমে নাহি ডরি ।
রুষিয়া আসিছে অরি মারিতে আমারে,
মরিব আনন্দে আমি ক্ষত্রোচিত রণে ।
কিম্বা যদি ভাগ্যলক্ষ্মী করেন করুণা,
বধিব পার্থেরে আজি নিজ ভুজবলে,
সিন্ধুদেশ-পতি আমি বহুসেনাপতি,
তুচ্ছ প্রাণ রক্ষা-হেতু কেন পলাইব ?”
কহিল কৌরবনাথ—কেবা নাহি জানে
তব শৌর্য্য, যশ, তব সমর-দক্ষতা ?
আহবে অক্ষম ভাবি' নাহি কহি তোমা,
লুকাইতে কহিতেছি নিজ হিত তরে ।
তোমারে না পায় যদি রবি-অস্ত-আগে,

মরিবে ফাল্গুনি তবে নিজ শরানলে;
বিজ্ঞ তুমি ভাবি' দেখ অজেয় অরাতি,
হেনরূপে মরে যদি কি ভাগ্য আমার!"
কহিল দুঃশলাকান্ত প্রসন্ন অন্তরে,—
"তব হিত লক্ষ্য মম; তব শুভ হেতু
অকার্য্য আমার কিছু নাহি ভূমণ্ডলে।
কিন্তু লুকাইব কোথা, পাণ্ডবের চর
ফিরিছে সকল স্থানে আশুগতি-গতি।
কুচক্রী কেশব কোথা কোন চক্র করে
কে জানে, বুঝিয়া কহ বিজ্ঞবর তুমি।"
উত্তরিল দুর্য্যোধন—"চর্ম্মণ্বতী-তীরে
ভৈরব-মন্দির রাজে; যাহ নরোত্তম!
আজি নিশাযোগে সেথা—কালি দিবাশেষে
আসিও পার্থের মৃত্যু দরশন তরে।
ছদ্মবেশে যাহ শূর, শত্রু-নাশ-হেতু
কি না করে জ্ঞানী জন দেখহ বিচারি।"
উষার আঁচল ছাড়ি' হাসিল তপন
পূর্ব্বাচলে; স্বর্ণ-কান্তি ধরিল ধরণী।
বাজিল সমর-বাদ্য দামামা, দুন্দুভি,
তুরী, ভেরী; কম্বুরবে কাঁপিল অম্বর।

গর্জ্জিল চক্ষুর-চক্র গজ বাজী সহ ;
নিনাদিল রথিগণ দম্ভোলি-নির্ঘোষে।
গদা ধরি' বৃকোদর (দণ্ডধর যথা
মৃত্যুরাজ) আক্রমিল কুরুকুলরাজে।
প্রচণ্ড কোদণ্ড করে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর,
আরম্ভিল মহাযুদ্ধ দ্রোণাচার্য্য সনে।
কৃতবর্ম্মা সহ রণে পশিল সাত্যকি ;
মহাবাহু সহদেব শল্যরাজ সনে ;
নকুল শকুনি সহ ; বিরাট নৃপতি
কৃপাচার্য্য বীর সনে যুঝিল সমরে।
পদাতি পদাতি সহ, রথী রথী সনে,
গজে গজে, হয়ে হয়ে বাজিল সমর।
দুঃশাসন-পুত্রে তথা হেরিয়া কেশব,—
"কহিলা,—হা ধিক্! তুই ক্ষত্রকুলগ্লানি!
কেমনে মুমূর্ষু জনে নাশিলি সমরে।"
সরোষে অর্জ্জুন শূর কহিলা গর্জ্জিয়া,—
"ধর্ অস্ত্র নরাধম! তোর রক্তদানে
প্রথম তর্পণ করি অভিমন্যু তরে।
বয়সে কিশোর তুই, শত শত আশা
জাগিছে মরমে তোর, কিন্তু মহাপাপে

আকর্ষিল' মৃত্যু তোরে করাল কবলে !"
অভিমানী দৌঃশাসনি করিল প্রহার
ধনঞ্জয়ে ; টঙ্কারিয়া কোদণ্ড গাণ্ডীবী
দিব্য অস্ত্রে মুণ্ড তার করিলা দ্বিখণ্ড।
শত শত গজ, বাজী, রথী, মহারথী
মরিল যুঝিতে আসি' অর্জ্জুনের সনে।
কহিলা গাণ্ডীবী তবে নারায়ণ প্রতি—
"হে সখে ! চালাও রথ যথা জয়দ্রথ ;
রচিয়াছে ব্যূহ গুরু, শরানল জ্বালি
পুড়াইব, পাপাশয়ে খুঁজিব চৌদিকে।"—
বলিতে বলিতে কথা দেখিলা সম্মুখে,
হুঙ্কারি আসিল শূর তপন-তনয় ;
প্রলয়ের কালে ক্রুদ্ধ বায়ুপতি যেন,
ক্রুদ্ধ যাদঃপ্রতি সহ মিলিল সহসা !
ছুটিল আয়ুধমালা বিজলী জ্বলিয়া,
বধির মানবশ্রুতি শত বজ্র-রবে !
অথবা সহসা যুগ আগ্নেয় ভূধর
নিঃস্রাবিল দ্রব-অগ্নি লহরে লহরে !
নিদাঘ-মধ্যাহ্নে যথা তীক্ষ্ণ তেজোময়
সহস্রাংশু, সব্যসাচী আজিকার রণে

ধরিলা তেমতি তেজ, অসহ্য ভূতলে।
জ্বলে যথা হোমানল লভিলে আহুতি,
তেমতি অর্জ্জুন-শৌর্য্য পুত্র-শোকে আজি!
ভঙ্গ দিল সূর্য্যসুত, ভঙ্গ দিল ক্রমে
দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, দ্রৌণি, কৃতবর্ম্মা আদি।
ভেদিয়া অভেদ্য ব্যূহ, দেব-শঙ্খ-নাদে
কাঁপাইল অরিদলে; পলাইল যত
কুরুসেনা; বৈনতেয়-গরুড়-প্রতাপে
বেগে যথা ফণিকুল পলায় বিবরে!
ভগ্ন উরু, ছিন্ন কর, অন্ধ যুগ আঁখি
বহু সেনা, আর্ত্তনাদ উঠিল সঘনে!
কহিলা অর্জ্জুন চাহি জনার্দ্দন-পানে,—
"এত দিন প্রিয়তম! উপদেশ তব
পালি নাই ভাল করি,—ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে যুঝিবে নিজ শক্তি-অনুসারি;
হায় রে! মমতা-বশে পারিনি' করিতে
জ্ঞাতিবন্ধু-নাশ-ভয়ে অভাজন আমি!
করিয়াছি অভিনয় গাণ্ডীব ধরিয়া,
সেই পাপে বিধি বুঝি কাড়ি' নিলা মম
প্রাণাধিকে, প্রাণসখা! দেখ আজি চাহি'

সত্যই যুঝিনু আমি আপনা বিস্মরি।"
ধীরে উত্তরিলা কৃষ্ণ—"কর্ম্ম দেবতার ;
নিমিত্তার্থ যবে তুমি, আপনা প্রদানি
করিবে নিষ্কাম চিতে, কার্য্য যথাবিধি।
এবে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম জয়দ্রথ-বধ,
কর তাই প্রিয়তম! ব্যূহ ত ভেদিলে,
নাশিলে অনেক সেনা, বিমুখিলে কত ;
যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিনু ঠাহরি,
কিন্তু সিন্ধুরাজ কোথা না পাই সন্ধান।"
কহিলেন সব্যসাচী—"বিধির ইচ্ছায়
শেষ যদি আয়ু মোর, রক্ষিবে কেমনে ?
অনুষ্ঠেয় কার্য্য মম করিনু অচ্যুত !
করিব যাবৎ বাঁচি, ক্ষোভ নাহি তাহে।
অর্দ্ধ দিন গত দেখ ! বহু সেনা-ক্ষয়,
এবে কি করিব প্রভো ! কহ সবিশেষ।"
উত্তরিলা বাসুদেব—"কুরুকুলাঙ্গার
লুকাইলা জয়দ্রথে নাহিক সংশয় ;
যতক্ষণ মম দেহে রহিবে জীবন,
পার্থের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হবে না কদাপি।
সাজায়ে রেখেছে রথ দারুক সারথি,

আপনি যুঝিব আমি, পোড়াব নিশ্চিত
শরানলে কুরুক্ষেত্র ; মরিবে পুড়িয়া
অধর্ম্মী সৌবীরপতি রবি-অস্ত-আগে।
বাহুবলে বলী তুমি সুর-নর-জয়ী,
তাই সহি' আছি, তব গৌরব-কারণে।"

রাখিতে বাসব-কথা, উরিলা বিমানে
মহাদেবী ; নীলাম্বুধি ভেদিয়া যেমতি
উঠিলা ইন্দিরা মাতা সমুদ্র-মন্থনে ;
উজলিল শূন্যতলে জ্যোতির্ম্ময়ী ছটা,
দেখিয়া বিস্মিত নেত্রে দিক্‌পালগণ
সসম্ভ্রমে প্রণমিল সে রাঙা চরণে।

মারুতে কহিলা দেবী—"যাহ' বায়ুপতি !
দুর্য্যোধন-দূত-বেশে ; চর্ম্মণ্বতী-তটে
ভৈরব-মন্দির-মাঝে আছে জয়দ্রথ,
যাও আশুগতি-পতি, ত্বরা তার কাছে।
প্রবঞ্চিয়া আর্জ্জুনিরে বধিল সমরে,
প্রবঞ্চনা-মৃত্যু তার হইবে ভুঞ্জিতে !
যেই ধরে বিষধরে, আশীবিষ-বিষে
জ্বলে মরে সেই জন, কর্ম্মফল-হেতু।

কহিও সৌবীররাজে—সন্ধ্যা সমাগত,
এখনি মরিবে পার্থ দেখুক আসিয়া।”
দৈববাণী-রূপে দেবী কহিলা সম্ভাষি
কৃষ্ণার্জ্জুনে—“নাহি ভয় জিষ্ণু, বাসুদেব,
ধার্ম্মিকে সতত ধর্ম্ম করেন রক্ষণ,
পার্থের প্রতিজ্ঞা কভু না হবে অন্যথা।
এখনি হইবে অস্ত দেব দিবাকর,
তাহে ভয় নাহি করি’ না করি’ সন্দেহ,
অর্জ্জুন প্রস্তুত হও মরণের তরে ;
শিকারীর ফাঁদে বাঘ ছুটি’ আসে যথা,
তেমতি আসিবে রিপু মরিতে সাধিয়া।”
শুনি’ কথা কৃষ্ণার্জ্জুন সম্ভ্রমে নমিলা
দেবীর উদ্দেশে ; যেন দ্বিগুণ শকতি
লভিল হৃদয় মন দেবদত্ত-বলে।
তপনে ঢাকিলা দেবী মায়া-আবরণে ;
দুরন্ত শিশুরে ধরি’ জননী যেমতি
ঢাকেন আতপ-তাপে আপন অঞ্চলে।
গাহিয়া বিহঙ্গকুল সন্ধ্যার বন্দনা
চলিল আপন নীড়ে, রঙ্গে সঙ্গি-সনে ;
ফুলবনে সূর্য্যমুখী, সরসে নলিনী

মুদিল প্রফুল্ল মুখ বিষাদ-কাতরা ;
সুরভি কুসুম-রেণু মাখিয়া সাদরে
শীতল সায়াহ্ন-বায়ু বহিল মৃদুল ;
ভুলিল কৌরব-সেনা পাণ্ডব-বাহিনী,
ভ্রান্তি-মদে মত্ত সবে, সময়ের কথা !
হেথা বায়ুদেব ধরি রাজদূত-বেশ
ভৈরব-মন্দিরে গেল আঁখির নিমেষে ;
রুদ্ধ দ্বার ধরি' করে মধুর বচনে
কহিলা—"সৌবীররাজ ! স্মরিছে তোমারে
কুরুপতি ; অস্তগত সহস্রকিরণ,
অর্জ্জুন মরিবে এবে, আইস দেখিতে।"
আনন্দে অধীর বীর খুলিল দুয়ার,
দ্রুত চাহে নেত্র তুলি' আকাশের পানে,
সন্ধ্যার আঁধার-ভরা অম্বর অবনী।
রতন-অঙ্গুরী চারু প্রদানিল দূতে
পুরস্কার ; রণক্ষেত্রে চলিল ত্বরিতে—
জয়দ্রথ, মহোল্লাসে পতঙ্গ যেমতি
জ্বলন্ত অনলে ধায় চঞ্চল-হৃদয়।
দেখে রথী পূর্ব্বমুখে বসিয়া গাণ্ডীবী
মৃগচর্ম্মে, যোগে রত যোগীশ্বর যথা ;

বদন গাম্ভীর্য্য-ভরা শান্ত সমাহিত,
বিষয়-বাসনা যেন ত্যজিয়াছে মন ;
বাম পাশে পড়ি' আছে কোদণ্ড গাণ্ডীব
অক্ষয় তূণীর যুগ ; দক্ষিণে বসিয়া
মাধব ; ঘেরিয়া আছে সেনাগণ যত।
মহাবীর ভীমসেন আস্ফালিছে গদা,
বজ্র-শব্দে স্তব্ধ সবে কৌরব-বাহিনী।
মলিন পাণ্ডব-চমূ, জীমূত যেমতি
নীরব, আঁধারপূর্ণ বরিষণ-আগে।
দেখি' শূর সিন্ধুনাথ সস্মিত-আননে
আসিল অর্জ্জুন-কাছে, যে রঙ্গে কুরঙ্গ
মুমূর্ষু কেশরী-পাশে আসে অনায়াসে।
 হেন কালে খুলি' নিলা বিশ্ববিমোহিনী
দিনেশের আবরণ, ফুটিল সহসা
বিকাশি সহস্র রশ্মি সৌরকররাশি!
বিস্মিত স্তম্ভিত সবে, ইন্দ্রজাল যেন
বিধাতা বিস্তারি আজি, ভুলাইলা নরে!
উঠিয়া বিজয় বীর ধরিলা গাণ্ডীব,
(আকর্ষি শিঞ্জিনী) রোষে রক্তজবা-আঁখি—
কহিলা দুঃশলানাথে জলদ-গর্জ্জনে,—

"শিশু-হত্যাকারী মূঢ়! ছিলি পলাইয়া
তুচ্ছ মরণের ডরে, শত ধিক্ তোরে!
বিফল ক্ষত্রিয়-দেহ কি লাগি ধরিলি?—
অধর্ম্ম কর্ম্মের ফল এড়াবি কেমনে?—
কেমনে অদৃষ্ট-লিপি মুছিবি দুর্ম্মতি?"
ঊর্দ্ধ করি' শরাসন, ক্রোধ-কম্প-ভাষে
উত্তরিল সিন্ধুরাজ—"তোমারে বধিয়া
লভিব সুযশ আমি এ অবনীতলে;
দ্যুলোক ভূলোকবাসী দেখুক চাহিয়া
অর্জ্জুনের মৃত্যু আজি জয়দ্রথ-করে।"
ছাড়িলা কিরীটী শর দীপ্তানল-সম,
সম্বরিয়া জয়দ্রথ আয়ুধ ত্যজিল;
কাটি' তাহা অর্দ্ধপথে পার্থ ধনুর্দ্ধর
নিক্ষেপিল পুনঃ অস্ত্র; পলকে পলকে
অশনি পড়িছে খসি' যেন রণস্থলে!
কতক্ষণে ব্রহ্ম-অস্ত্র ত্যজিল কিরীটী
কালান্তক কাল-সম! আয়ুধ-গর্জ্জনে
কাঁপিল বসুধা, উল্কা পড়িল খসিয়া
মুহুর্মুহুঃ! ব্যতিব্যস্ত আকাশে অমর!
নিরখিয়া, প্রাণপণে সিন্ধুদেশ-পতি

নিবারিতে কত অস্ত্র করিল ক্ষেপণ,
কিন্তু বৃথা, মহা শর কণ্ঠদেশে পড়ি'
কিরীট-কুণ্ডল সহ কাটিল মস্তক,
ভূধরের চূড়া যেন পড়িল ভাঙ্গিয়া ;
উঠিল কৌরবদলে হাহাকার-ধ্বনি।

বাজিল বিজয়-বাদ্য পাণ্ডবের দলে,
জয়োল্লাসে কৃষ্ণ, ভীম, পার্থে আলিঙ্গিলা।
অস্তে গেল বিভাবসু, হেরি সর্ব্বজন
চলিলা শিবির-পানে রণ পরিহরি।

ইতি শ্রীবীরকুমার-বধ-কাব্যে শত্রুনিপাতো নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ।
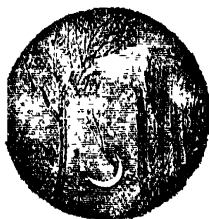
নবম সর্গ।

আকাশে সুন্দর চাঁদে ঢাকিয়াছে আসি'
কাদম্বিনী ; তারাবলী রয়েছে লুকায়ে।
নিজ-বংশ-ক্ষয়ে বুঝি ক্ষোভে নিশামণি,
লুকাইল বরানন জলদাবরণে !
খুলিয়াছে বিভাবরী চন্দ্রিকা-বসন,
(নব বিধবার সম) মলিন দুকূল
ভেদি' সে রুচির আভা উঠিছে ফুটিয়া !
পাণ্ডব-শিবিরে হেথা পতিহারা সতী
অভাগী বিরাট-বালা, নব শোকাবেশে
বৃন্ত-চ্যুত পুষ্প-সম রয়েছে পড়িয়া।
সে সুখ-শয়ন-কক্ষ শ্মশানের সম,
দহিছে হৃদয় যেন চিতার আগুনে।
জাগাইয়া গত-কথা স্মৃতি-নিশাচরী

পোড়াইছে সুখ, শান্তি, জীবিত-কামনা ;
সে কেশকলাপ আজি লুটিছে ধূলায় ;
ছিঁড়িয়া মুকুতামালা কবরী-বন্ধন,
তরুণ-তপন-আভা সুন্দর সিন্দূর—
নারীর অমূল্য ধন—ফেলেছে মুছিয়া !
নাহি দোলে গণ্ডদেশে কনক-কুণ্ডল,
নাহি কণ্ঠে রত্ন-কণ্ঠী ফুলমালা সহ ;
কেয়ূর, কঙ্কণ, শঙ্খ, কাঞ্চী মনোহর,
সুচারু মঞ্জীর ; সেই কৌষেয়-বসন
কোথা আজি ? দীনা হীনা কাঙালিনী-সমা
কেন পাণ্ডু-কুল-লক্ষ্মী, স্নেহের কলিকা ?
হায় রে সর্ব্বার্থসার অমূল্য রতন,
আজি তা' অতল-তলে ফেলেছে হারায়ে !
বসন ভূষণ তুচ্ছ, জীবনের সব—
সুখ, সাধ, শান্তি আজি গিয়াছে চলিয়া !
ভাঙে যবে তরুরাজ মহাঝটিকায়
আশ্রিতা লতিকা ছিঁড়ে ফুলকুল ল'য়ে।
চারি পাশে শোকাকুল সহচরীগণ
নীরব ; তপন-হারা-পঙ্কজিনী-পাশে
করে কি ভ্রমরী আসি' মধুর ঝঙ্কার ?

কতক্ষণে ধরি' বালা দক্ষিণার কর,
কাঁদিয়া কহিল—"সখি! এ বিষম জ্বালা
কতক্ষণ স'ব হায়, পারি না যে আর!
মূর্চ্ছাবশে পড়ে ছিনু, ভাল ছিনু তবু,
চেতনা ফিরিল কেন মৃতেরে মারিতে?
জানিতাম প্রাণনাথ যদি যান আগে
পরদেশে, পোড়া প্রাণ যাবে তাঁর সাথে!
হায় রে কঠিন হিয়া এখনো ফাটেনি,
এখনো রয়েছে প্রাণ,—রয়েছে কেমনে?
আমি যে থাকিতে নারি মুহূর্ত্তের তরে,
না হেরি সে চন্দ্রানন; কয়েছিনু নাথে—
"আনি দিও প্রাণাধিকে, আচার্য্যে জিনিয়া"(১)
না করে অন্যথা প্রভু এ দাসীর কথা,
আজি কেন গেল চলি' ফিরিল না আর!
হাসিয়া চলিয়া গেলা ভুলায়ে আমারে,
উত্তরা-সর্ব্বস্ব-ধন কে লইল কাড়ি'?
হারায়ে অমূল্য মণি জনমের মত,
এ পোড়া জীবন হায়! কাটাব কেমনে?"

(১) ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

কাঁদিল দক্ষিণা সখী, কাঁদিল অমনি
সখীদল ; ত্রিযামার নয়ন-আসারে
নাহি তিজে কোন্ ফুল কুসুম-কাননে ?
পুনঃ অভিমান-ভরে কহিল রূপসী,—
"জানিতাম প্রিয়সখি ! দয়াময় তিনি ;
অরাতির শত শরে না হয় কাতর
বীর-হিয়া ; কিন্তু তাহে বজ্রাধিক বাজে
নিরখিলে স্বেদ-কণা উত্তরা-ললাটে !
শত শত আততায়ী আনন্দে যে নাশে,
উত্তরার অশ্রু হেরি কাঁদে সে কাতরে !
আজি যে উত্তরা তার—সেই প্রাণাধিকা
জীবন্তে মরিছে পুড়ি'—আর তো তেমনি
না নিভান কাল-বহ্নি সাধিয়া কাঁদিয়া !
সব তাঁর প্রবঞ্চনা, বুঝিনু সজনি !
বুঝিনু হৃদয়নাথ নির্ম্মম, নিষ্ঠুর।"
আবার কাঁদিয়া বালা কহিল কাতরে—
"না সখি ! নিষ্ঠুর নহে প্রিয়তম মম ;
সরল, করুণাময়, প্রেমময় হেন
আর নাহি ! বিভু তাঁরে মানসে গড়িলা !"
উচ্ছ্বসি কাঁদিল বালা, কাঁদিল সঙ্গিনী,

বরষায় নদী যথা ভাসায় দুকূল,
আপন হৃদয়োচ্ছ্বাস রোধিতে না পারি।
চাহিয়া পর্য্যঙ্ক-পানে কহিল আবার—
"সত্য কি গো এ আকাশে সেই সুধানিধি
হাসিবে না এ জনমে সে জ্যোছনা ঢালি'?
আর কি সে সুধামাখা প্রেম-সম্ভাষণে
তুষিবে না পোড়া হৃদি—জনমের মত
উত্তরার সাধ আশা ফুরা'ল সকলি?
তাঁর সে উন্নত আশা, পবিত্র কামনা,
সকলি ফুরায়ে গেল কিশোর বয়সে?
সখি রে! বালিকা আমি বিধির চরণে
এত কি করিনু পাপ—কোন্ দোষে কহ
হারানু সর্ব্বস্ব ধন অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে?
সাধিনু ধরারে কত করিয়া মিনতি,
লুকাইতে অভাগীরে সে দয়ার্দ্র কোলে;
পূজিনু অভয়া মা'রে যম-ভয়-হরা,
কেহ না শুনিল হায় অভাগীর কথা!
শুনেছি শ্বশুরগণ দেব-অংশ সবে,
নারায়ণ নরোত্তম; সবে মহামতি,
রিপুত্রাস, মহেষ্বাস, অজেয় সমরে,

তেঁই এ দারুণ ক্ষোভ, প্রাণনাথে মম
নারিলা রক্ষিতে কেহ সে বিপত্তি-কালে!"
মুছায়ে আঁখির ধারা কহিল দক্ষিণা,
"আজি রণে বরাননে! পতিবৈরী তব
জয়দ্রথে বিনাশিলা শ্বশুর তোমার।
পাপরাশি-সহ পাপী গেল যমপুরে।"
তিতিয়া নয়ন-জলে কহিল উত্তরা—
"মরিল নাথের অরি, কিন্তু সহচরি!
দুঃশলা পিসীরে স্মরি' ফাটিছে এ হিয়া!—
সে অভাগী আমা হেন সহিছে বেদনা,
সেও রে মরিছে পুড়ি' এমনি অনলে!
হায় রমণীর বুকে এ যাতনা-সম,
নাহি আর পীড়া সখি! অবনীমণ্ডলে।"
স্বর্গে মন্দাকিনী-তটে বসি' একাসনে
হর-গৌরী; কহিছেন যোগীন্দ্র শঙ্কর
গঙ্গার উৎপত্তি-কথা—কোন্ শুভক্ষণে
প্রেমময় হরিপ্রেম হয়ে মূর্ত্তিমতী,
বিশ্বের আরাধ্যা দেবী সহসা জাগিলা!
জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছুটিল কেমনে
পুণ্যপ্রভা; জীবলোক-সুধা-ধারা-সম!

সে পবিত্র ইতিহাস শুনিছে বসিয়া
দেবদেবীগণ, পূর্ণ বিস্ময় উল্লাসে।

সহসা প্রফুল্ল মুখ করিয়া মলিন,
শঙ্করী মধুরভাষে কহিলা শঙ্করে,—
"কাঁদিছে উত্তরা দেব! পতি হারাইয়া
মরদেশে; শোক-মোহে মানব-হৃদয়
সতত ভাঙ্গিয়া পড়ে, কেবা নাহি জানে?
বিশেষ বৈধব্য-জ্বালা তরুণ বয়সে,
অসহ্য রমণী-বক্ষে, প্রভো দয়াময়!
অনুমতি মাগে দাসী ও রাঙা চরণে
সান্ত্বনিতে উত্তরারে জুড়াইতে হিয়া।"

কহিলা করুণনেত্রে বিভূতি-ভূষণ,—
"তব যোগ্য কাজ দেবি! করিবে অবাধে,
কার সাধ্য বাধা দিবে, বিঘ্নবিনাশিনি!"

আশারে সম্ভাষি' শিবা কহিলা সাদরে,—
"যাও ত্বরা বিধুমুখি! কাঁদিছে যেখানে
বিরাটরাজের সুতা পতিহারা সতী;
তোমা বিনা সুবদনে! নাহি কেহ কভু,
মানবের শোক-জ্বালা জুড়াইতে আর।

তুচ্ছ শুভে ! দগ্ধদেহে অমৃত-সিঞ্চন ;
তোমার মোহিনী ছটা, দগ্ধ বুকে যার
ঢালে সুধা, নব প্রাণ লভে সে অভাগা।
তোমারি আশ্বাসে ভোলে মরদেশবাসী
রোগ, শোক, দরিদ্রতা, অব্যক্ত বেদনা।
কেবলি মানব-দেশে তুমি সুহাসিনি !
নাশিছ অসহ্য জ্বালা বিতরি করুণা।"

দাঁড়াইলা আশাদেবী ভুবনমোহিনী
অপরূপ রূপ মরি ! ইন্দ্র-চাপ-বিভা
অম্বরে ; ভূষণজ্যোতিঃ উঠিল উজলি !
সুরচিত কেশপাশ মেঘমালা-সম,
কনক মন্দারদাম রাজিছে কুন্তলে,
চন্দ্রাননে হাসিরাশি জাগিছে সতত,
চাঁদের সুন্দর দেহে জ্যোছনা যেমতি !
প্রণমি অম্বিকা-পদে কহে বিম্বাধরা,—
"চলিনু, তোমাব আজ্ঞা পালিতে জননি !
যথাবিধি সান্ত্বনিব বিরাট-বালারে।"

হেথা স্তব্ধ বিভাবরী, প্রতিক্ষণে যেন
নব শিখা বিস্তারিছে নব শোকানল
উত্তরার সুকোমল হৃদয় দহিতে।

পতির পবিত্র চিহ্ন, বসন, ভূষণ,
আয়ুধ, পাদুকা ; সেই আদর সোহাগ,
সেই হাসি অভিমান—স্তূপীকৃত সুধা
অন্তরে বাহিরে এবে জাগিয়া জাগিয়া,
রুষিয়া দংশিছে যেন কালফণি-বেশে !
হা বিধি ! নারীর হিয়া কি দিয়া গড়িলে ?
লৌহপিণ্ড দ্রবে তাপে, অশনি-আঘাতে
গিরিচূড়া হয় গুঁড়া, কিন্তু রে অবলা
বজ্রাধিক বজ্রাঘাতে মরিয়া মরে না !
মূর্চ্ছাপন্না-অবসন্না-উত্তরা-শিয়রে
বসিলা মোহিনী আশা, সুস্বপন যথা
অলক্ষ্যে করেন দয়া নিদ্রাতুর জনে।
হেরিলা—চেতনাহীনা আর্জ্জুনি-বাসনা
অগ্নি-তাপ-তপ্ত যেন অমল নলিনী !—
শিরীষ-কুসুম-সম সুকুমার দেহ
লুটিছে ধূলায় মাখা অবনীর কোলে !
প্রভাত-শশাঙ্ক-সম বিবর্ণ মাধুরী,
ব্যথিল আশার হিয়া সে দৃশ্য দেখিয়া !
কাটে যবে কাল-কীট বনশোভা ফুলে,
নাহি লাগে ব্যথা কার মরমে মরমে ?

লাক্ষারস-মাখা যেন রাঙা করতল
প্রসারি, যতনে দেবী দিল বুলাইয়া
উত্তরার দেহে, যথা স্নেহে সন্তর্পণে
ব্যথিত শিশুরে মাতা তোষেন আদরে।
স্বপ্ন-ছলে দেখা দিয়া জননীর রূপে,
কহিলা অমৃতময় মধুর বচনে,—
"উঠ মা! স্নেহের ধন নয়ননন্দিনি!
আয় মোর পোড়া বুকে, চাঁদমুখ হেরি'
জুড়াই প্রাণের জ্বালা উত্তরা আমার!
জামাতা চন্দ্রমা মম, দুহিতা রোহিণী,
বড় সাধ মনে ছিল, রাজ-সিংহাসনে
বিরাজিবে দুই জন, বৈকুণ্ঠে যেমতি
লক্ষ্মী-সহ নারায়ণ করেন বিরাজ!
হায় রে! সে সাধ মম কাড়িলা বিধাতা,
আজি তোর হেন দশা দেখিনু নয়নে;
কিন্তু মা! সম্বর শোক, গর্ভবাসে তব
কুরুকুলোজ্জ্বল-মণি রয়েছে উত্তরা!
খনি-মাঝে মণি-সম! তাহারি আভায়
আলোকিবে কুরুকুল, দেখিও বাছনি!
অভিমন্যু-সম সেই গুণী, জ্ঞানী, বীর,

রাজ-রাজেশ্বর পুত্র, রাখিবে জগতে
পিতৃ-পিতামহ-যশ বিধির আশীষে।
"পুনঃ কহি প্রাণাধিকে! প্রাণপতি তব
ইহলোকে যশ, কীর্ত্তি অর্জ্জিয়া শূরেশ,
পরত্র পরমা গতি লভিয়াছে এবে।
বহুদূরে স্বর্গপুরে, স্বর্ণসিংহাসনে,
বসিয়াছে মহামতি; মন্দাকিনী-জলে
অবগাহি দেবদেহ লভিলা সুন্দর!
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী-সহ তুষিছে সাদরে
বরপৌত্র বীরোত্তমে! গন্ধর্ব্ব কিন্নর
পালিছে সৌভদ্র-আজ্ঞা কিঙ্করের সম।
রাখিয়াছে তোমা লাগি' দেববালাগণে
পাতিয়া কনকাসন, অভিমন্যু-বামে;
জীবনের কার্য্যশেষে যাবে তুমি সতি!
পতি-লোকে; পতি-সহ বঞ্চিবে হরষে!
বীরের দুহিতা তুমি বীরের ভগিনী,
বীর-পুত্রবধূ, বীর-জায়া সুবদনে!
বীরের জননী হবে কিছুদিন পরে,
সহ তুমি পতি-শোক বীরাঙ্গনা-রূপে।"
এত বলি আশাদেবী চলিলা স্বস্থানে,

উঠিল বিরাট-সুতা পাইয়া চেতনা।
ভাসিল যুগল আঁখি জননীর মোহে,
ঝরিল শিশির কত ইন্দীবর-দলে!
বিলাপি কহিল বালা—"এসেছিলে যদি
মা আমার! অভাগিনী উত্তরার কাছে,
কেন তারে ছেড়ে গেলে?—আজি তার মত
কেবা আছে কাঙালিনী, অভাগিনী আর?
যে দেব-দুর্লভ নিধি দিয়াছিলে মাগো!
আমারে, সে মণি মম লইল হরিয়া
নিরমম কাল চোর! সে দুখের কথা
বলিতে বালিকা আমি পারি না জননি!
তথাপি বাঁধিনু বুক তোমারি আশ্বাসে,
ভাঙিলে জীবন-খেলা যাইবে অভাগী
পতি-লোকে; সেই মুখ নিরখিব পুন,
পুন সে মধুর ভাষে জুড়াইবে হিয়া;
জন্মিবে তাঁহার পুত্র, দেখিব তাহাতে
সেই রূপ, সেই গুণ!—তপন-কিরণে
চন্দ্রমা কিরণময় আকাশে যেমতি।
তাই ভাবি যাবে দিন—তোমার আশীষে
স'ব মা! এ মহাশোক বীরজায়া-সম।"

পোহাইল বিভাবরী; পূর্ব্বাশার দ্বারে
ঢালিয়া প্রবালদ্রব, প্রকৃতি সুন্দরী
চিত্রিল বিচিত্র রঙে উষার লাগিয়া;
করে যথা আলেপন, অলিন্দে, প্রাঙ্গণে,
বঙ্গবালা—নববধূ আসে যবে ঘরে।
কুরুক্ষেত্রে দুই দলে হইল ঘোষণা
বিশ্রামি সংগ্রামে আজি, মৃতের উদ্দেশে
কৌরব পাণ্ডবগণ করিবে তর্পণ।
নীরব সমরক্ষেত্র, নীরব বাহিনী,
নীরব গজেন্দ্র বাজী; মূক বীর যত।
নিলীন চক্কুর-চক্র, ঘর্ঘরি ভৈরবে
ছুটিল না রণস্থলে অনল উগারি;
বাজিল না রণবাদ্য, বীরের উদ্যম
বাড়াইতে—ফণী যথা ডমরু-বাদনে।
খরস্রোতা-পুণ্যতোয়া-সরস্বতী-তটে
পদব্রজে নিরানন্দে চলিল পৌরব।
পবিত্র দুকূল দেহে, উত্তরীয় গলে,
করতলে তিল, কুশ, কোশাকুশী সহ;
কৃষ্ণপক্ষ শশিসম ক্ষীণ ম্লানবেশে
চলিল বিষণ্ণ-মুখে রাজ-রথী যত।

কুরুক্ষেত্র-প্রান্তভাগে নীরব শিবিরে,
শরশয্যা-নিপতিত কুরু-পিতামহ,
পূর্ব্ব-শির, সর্ব্বদেহ ভেদিয়াছে শর
নীরন্ধ্র, কণ্টক যথা শাল্মলী বিটপে।
নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, হিংসাদ্বেষহীন,
জিতাত্মা, নিঃসঙ্গ, যোগী, শোক-মোহাতীত,
সর্ব্বভূতে দয়াময়, ব্রহ্ম-সমাহিত,
প্রাণ মন মগ্ন সেই পরম পুরুষে,
অনন্ত-শয়নে যেন শায়িত কেশব,
যোগনিদ্রা-নিমীলিত নয়ন-পঙ্কজ।
অলক্ষ্যে জাহ্নবী মাতা দিতেছেন মুখে
সুধা-ধারা, শান্তিদেবী বুলাইছে গায়
পদ্ম-কর ; সত্য, ক্ষমা করিছে ব্যজন।
নাহি ব্যথা, নাহি জ্বালা, নাহি চিন্তা-ভয়,
কৃতান্ত পলায় দূরে সে বীরত্বে ডরি!
এ হেন অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে নাই আর
নর-ধরা, ইহা-সহ কি দিব তুলনা!
তুমি পুণ্যবতী দেবি বসুধা জননি!
নর-রত্ন দেবব্রতে ও পবিত্র কোলে
দিলে স্থান, হিমাচলে শঙ্কর যেমতি!

পুণ্যবান্, ভাগ্যবান্, হে অমর কবি—
দেব দ্বৈপায়ন! তুমি চিত্রিলে সুক্ষণে,
এ মহামহিম চিত্র অমর-বন্দিত!

কতক্ষণে দুর্য্যোধন দাঁড়াইল আসি'
ভীষ্মদেব-পদতলে; ল'য়ে পদধূলি
কহিল—"প্রণমি দেব! শুভাশীষ দেহ।"
কহিলা গাঙ্গেয় বীর মধুর বচনে,—
"এতদিনে শুভ দিন দিলা কি দেবতা,
আসিলে কি রণ-বাঞ্ছা ত্যজি' সুযোধন!"
উত্তরিল কুরুরাজ,—"নহে পিতামহ!
অত্যাজ্য সমর মম থাকিতে জীবন;
দাসেরে ছাড়িলে তুমি, রণ-মদে মাতি'
নিদারুণ তব শোক ভুলিব নৃমণি!
গত দুই দিনে বহু বান্ধব মরিল,
তর্পণ করিব তেঁই বিরামি আহবে।"

কহিলা শান্তনু-সুত—"কি আর কহিব?
রাখ বৎস! রাখ মম অন্তিম বচন।
নির্ম্মূলি ক্ষত্রিয়কুল কুরুক্ষেত্র-রণে
কি ফল লভিবে তুমি কুরুকুলপতি?

মোরস্তরে কাতরতা করিছ কি হেতু ?
অমর এ মরলোকে কেবা কোনখানে ?
সময়ে চলিনু আমি—সুদীর্ঘ জীবন
কাটাইনু দেবতার শুভাশীষ-রূপে।
এখনও ত্যজি' রণ দেহ ধর্ম্মরাজে
প্রাপ্য তার, রাজলক্ষ্মী হউন অচলা।"
উত্তরিল গান্ধারেয়—"হায় পিতামহ !
ভঙ্গ দিব রণ-রঙ্গে কি সুখ ভুঞ্জিতে ?
অযুত অযুত রথী শায়িত সমরে,
কি সাধে বাঁচিব কহ বিধি যদি বাদী ?
সুপুত্র লক্ষ্মণ, প্রিয় মিত্র জয়দ্রথ,
ভ্রাতুষ্পুত্র দৌঃশাসনি নয়ননন্দন
হারাইনু কালি রণে, এ জনমে আর
লভিব না শান্তি-সুধা, নিতান্ত জানিনু ;
অবনী শাসিনু দেব ! যেই বাহুবলে,
পরদেশে যা'ব সেই বাহুবল-সহ ;
সুপাত্র ক্ষত্রিয় যত যাবে মোর সনে,
রহিবে পাণ্ডব-লাগি শূন্যা বসুমতী !"
অভিমানে অভিমানী ত্যজিল নিশ্বাস,
কাঁপিল আগ্নেয়-গিরি উগারি পাবক !

প্রদক্ষিণ করি' ভীষ্মে চলিল সত্বর,
পদব্রজে কুরুরাজ সরস্বতী-তটে।

হেথা সরস্বতী-জলে, অগ্রজ-আদেশে
পুত্রের উদ্দেশে পার্থ করেন তর্পণ।
সম্মুখে দাঁড়া'য়ে ঋষি ধৌম্য পুরোহিত,
কুশহস্ত, বেদমন্ত্র উচ্চারে গম্ভীরে।
তীরে যত বীর রথী কাতারে কাতারে,
বিশাল পাদপ যথা প্রশান্ত কাননে।
মেঘাবৃত নভ যবে, অরণ্য যেমতি
গম্ভীর, মলিন, স্থির, শোকাকুল হিয়া!

তবে বীর সব্যসাচী শূন্যপানে চাহি'
কহিলা পরত্রবাসী পুত্রে সম্বোধিয়া,—
"কোথা তুমি বাপধন! তোমা হেতু আজি
ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য অর্জ্জুন-জীবন!
সুপুত্র উজলে কুল, সুযশ তাহার
রবি-শশি-সহ রাজে অবনী-মাঝারে;
কত যে করেছ তৃপ্ত পুত্ররূপে তুমি,
অভাগা জনক তব কহিবে কেমনে?

কুরুকুল-মণি তুমি যে লোকেই থাক,
স্নেহাশীষ-সহ লহ এ তর্পণ মম;
দানশীল, যাগশীল, ব্রহ্মচর্য্য-রত,
পবিত্রাত্মা, পুণ্যতীর্থ-অবগাহী জন,
ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, গুরু-শুশ্রূষা-নিরত,
পায় যেই শুভগতি জীবনের শেষে,
সেই গতি লভি' তুমি, কুলোজ্জ্বল-মণি!
হও তৃপ্ত প্রাণধন! লহ জলাঞ্জলি।
যেই বলী বাহুবলে যুঝে রণস্থলে,
নাহি দেয় ভঙ্গ রণে জীবনান্ত বিনা,
ধর্ম্মযুদ্ধে অরিকুলে বধি' যেই জন
ত্যজে প্রাণ রণস্থলে, যেই শুভ গতি
লভে সেই, সেই গতি লভি' তুমি আজি
হও তৃপ্ত প্রাণধন! লহ জলাঞ্জলি।
সহস্র সহস্র ধেনু, রাশি রাশি ধন,
বিতরে যে যজ্ঞকালে; গৃহহীনে গৃহ
যে দেয় ক্ষুধিতে অন্ন, তৃষিতে পানীয়,
তার সম শুভ গতি লভি' পরদেশে,
হও তৃপ্ত প্রাণধন! লহ জলাঞ্জলি।
দৃঢ়ব্রত ঋষিগণ তপস্যার বলে,

একপত্নী-পরায়ণ নিজ ব্রতাচারে,
লভে যে পরমা গতি, পুণ্যবান্ তুমি
লভি' সেই গতি আজি নিজ পুণ্যবলে
হও তৃপ্ত প্রাণধন! লহ জলাঞ্জলি।
মহাশোকানলে দহি' যে ধীমান্ কভু
নাহি হয় বিচলিত কর্ত্তব্য-পালনে;
সেই মহাত্মার গতি লভি' তুমি আজি
হও তৃপ্ত প্রাণধন! লহ জলাঞ্জলি।
পূতাত্মা, বিজিতেন্দ্রিয়, কর্ত্তব্য-পালক,
সর্ব্বভূতে সমদর্শী, লজ্জাশীল, ক্ষমী,
বিশ্বপ্রেমী, বিশ্বসেবী, জীবের অভয়,
সত্যব্রত যেই গতি পান পরলোকে,
সর্ব্বগুণান্বিত তুমি জগতে অতুল,
সেই গতি লভি' আজি বিধির আশীষে,
হও তৃপ্ত প্রাণধন! লহ জলাঞ্জলি।”

নীরবিলা ধনঞ্জয়, যুগল নয়নে
বহিল সলিল-ধারা; পাণ্ডবের পতি
কহিলা কাতর-কণ্ঠে শূন্য-পানে চাহি,
“কুরুকুল, অভিমন্যু! পবিত্রিলে তুমি,

হায় রে অভাগা মোরা হারানু অকালে
তোমা ধনে! রাজ্য-ধন শত অপেক্ষায় ;
মাণিক হারানু হায় তুচ্ছ কাচ-তরে।
ভিখারী হইয়া কেন না রহিনু বনে
তোমারে লইয়া বুকে অমূল্য রতন!
পুষ্পহীন বৃক্ষ যথা শশিহীনা নিশা,
জলহীন সর সম রহিনু আমরা
তোমা বিনা, চন্দ্রানন! রূপ গুণ তব,
স্মরিতে অভাগা সবে বাঁচিনু জগতে!
সকলি সহিল হায়! এ পাষাণ বুকে,
তথাপি, দুখের কথা কহিব কাহারে---
সাজাইয়া রাজলক্ষ্মী বিধবার বেশে
কেমনে দেখিব নিত্য।" কাঁদিল ভূপতি,
কাঁদিল ক্ষত্রিয়কুল নরবর-সনে!

ক্ষণেক্ষণে নরপতি মুছি' আঁখি-জল,
ফেয়াগিল দীর্ঘশ্বাস হলাহল-মাখা,
চির-মৌন-ক্ষোভ-রাশি উঠিল আন্দোলি
আগ্নেয়-ভূধর-বক্ষে রুদ্ধ অগ্নি যথা!
কহিলা উচ্ছ্বাস-ভরে—"পূর্ণ এত কালে

সেই পাপ, নারায়ণ! যে পাপের লাগি'
মজিল কৌরবকুল, হারা'নু কুমারে,
(সর্ব্বস্ব দিলাম ডালি দুর্য্যোধন-মুখে!)
কাল অক্ষক্রীড়া সেই, বুঝি' না বুঝিনু,
উন্মত্ত হইনু যথা প্রমত্ত কুঞ্জর;
অবোধ পতঙ্গ সম রঙ্গে বহ্নি মাঝে
পড়িনু ঝাঁপায়ে আমি, পোড়াতে সবলে!
আজি যে অনল-উষ্ম পীড়িত মরমে—
গরজিছে ভয়ঙ্কর আত্মগ্লানি রূপে।

ভীষণ বাসনী আমি! সহস্র ধিক্কার
দেহ মোরে দামোদর! অনাবৃত ভাষে;
দেহ গালি রবি, শশী, গ্রহ, তারা যত
অনিল, অম্বর, অভ্র, দশদিশি নির্ঘোষি;
কর ঘৃণা গুরু বন্ধু! কহ শত মুখে—
'ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অধর্ম্ম নিরত!'
মম দ্যূতাসক্তি-বশে হত রাজ্যধন,
হতমান ভ্রাতৃগণ রাহুগ্রস্ত রবি,
হতমানা পাঞ্চালী নারীকুলেশ্বরী,
সমগ্র ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল আহবে,

মরিল প্রাণের ধন অন্যায় সমরে।
অনুতাপ-পরিতাপে পূর্ণ এ হৃদয়,
আমারি পাপের চির-ভরা এ শ্মশানে।
এত দিনে হা বিধাতঃ! বিষবৃক্ষে ফল—
ফলিল, জ্বলিল বুকে অনন্ত পাবক।
এই ত পাপীর দণ্ড মঙ্গল দেবতা।
এই ত উচিত নাথ! ন্যায়বান তুমি।

ইতি শ্রীবীরকুমার বধ কাব্যে নিবৃত্তিনাম
নবমঃ সর্গঃ।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষ ধর্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতং।
বৈকুণ্ঠস্য চ যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥
শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়।

সম্পূর্ণ।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি বিষয়ে মাননীয় মহাত্মা-দিগের অভিপ্রায়।

পূজনীয় ৺বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, C. I. E. মহোদয়ের পত্র।

পণ্ডিতবর শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ভাজনেষু।

প্রিয়বরেষু

"কাব্যকুসুমাঞ্জলির একটী কবিতা পড়িয়াছি। কবিতাগুলি বড় সুমধুর। এখনকার বাঙ্গালা কবিতার অনেক কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরাজি যে না জানে, সে বোধ হয় সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। এই কবিতাগুলিতে সে দোষ নাই। বাঙ্গালা ঠিক খাঁটি বাঙ্গালা। উক্তি ও আন্তরিক। কবিতাগুলি সরল, সুমধুর ও সুপাঠ্য। গ্রন্থকর্ত্রীকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলাম।

১৩ই মাঘ। ১৩০০ সাল। শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্র।

ভাই তারাকুমার,

তুমি আমাকে "'প্রিয়প্রসঙ্গ'-রচয়িত্রীর "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" পুস্তকখানি পাঠ করিতে দিয়া যথার্থই সুখী করিয়াছ। পুস্তকখানি পড়িয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। যে খানেই খুলি, সেই খানেই মন আকৃষ্ট হয়। সকল কবিতাগুলিই বিশদ, উদার, গম্ভীর ও মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। "কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই যিনি ইহা পাঠ করিবেন তিনিই গ্রন্থকর্ত্রীর ক্ষমতা এবং প্রতিভা অনুভব করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার প্রতিভার ছটায় মোহিত এবং পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। আমি আশীর্ব্বাদ করি

যে, গ্রন্থকর্ত্রী ভগবানের কৃপায় দীর্ঘজীবিনী হইয়া বঙ্গভাষাকে উজ্জ্বল এবং বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া চিরযশস্বিনী হউন।

১০এ জানুয়ারি। ৯৪। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাইকোর্টের জজ পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্র।

নমস্কারপূর্ব্বকনিবেদনমিদং—

আপনার প্রকাশিত, শ্রীমানকুমারী প্রণীত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি ও পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ইহার কবিতা এতই সরল ও সুন্দর ও সুগভীর পবিত্র-ভাব পূর্ণ যে তাহা আপনার ন্যায় সাধু ও সহৃদয় ব্যক্তির নিকট যে এতাদৃশ প্রশংসা লাভ করিবে ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই রচনাগুলি দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষার যে সুফল ফলিয়াছে ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। এই সুন্দর গ্রন্থখানি যথাযোগ্য সুন্দর আকারে প্রকাশ করিয়া আপনি সাহিত্যসমাজের যথার্থই উপকার করিয়াছেন। কিমধিকমিতি।

১০ই অক্টোবর। ৯৩। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহোদয় গ্রন্থকর্ত্রীকে লিখিয়াছেন।

ভদ্রে!

* * * আপনি সেই অমর কবি (মাইকেল) মধুসূদন দত্তের বংশ, কবিতামৃতময়ী ভ্রাতুষ্পুত্রী। আপনার কবিতার ও কবিত্ব-[illegible] কথা আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? [illegible] [illegible] আমার একজন ভক্তিভাজন [illegible]।

তাঁহার মত আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আপনার সুলাল কবিতার অক্ষরে অক্ষরে আপনার সরল রমণী-হৃদয়ের কবিতামৃত প্রবাহিত, অক্ষরে অক্ষরে কল্পনার উচ্ছ্বাস, অক্ষরে অক্ষরে ভাবুকতার তরঙ্গ। নারায়ণ আপনাকে দীর্ঘজীবিনী করিয়া আপনার মত রমণীরত্নের দ্বারায় বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা সমুজ্জ্বল করুন।

২৯এ অক্টোবর। ৯৩। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ট্রান্‌স্লেটার, চন্দ্রনাথ বসু

এম্, এ, বি, এল্, মহোদয়ের পত্র।

ভায়া !

শ্রীমতী মানকুমারী দাসীর অনেকগুলি কবিতা পড়িয়াছি। কবিতাগুলি বুঝিতে পারিয়াছি, চিনিতে পারিয়াছি, অর্থাৎ কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানিতে পারিয়াছি। এবং জানিতে পারিয়াছি বলিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। অনেক দিনের পর একটী খাঁটি মন, একটী ঋজু হৃদয়, একটী সত্ত্বগুণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। এখনকার বাঙ্গলা কবিতা প্রায়ই চিনিতে পারি না, সে জন্য আমি বড়ই কাতর। তাই মানকুমারীর কবিতা পড়িয়া আমার এত উল্লাস হইয়াছে। মনে হইয়াছে আমাদের মত স্থূল প্রাণীকে নিষ্কাম বিশ্বজনীন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারে এমন প্রাণীও দেশে এখনও আছে। শ্রীমতী মানকুমারীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা না হইলেও আমাদের পক্ষে ইহা বড়ই আহ্লাদের কথা। * * *

১লা চৈত্র। } তোমার
১২৯৯ সাল। } চন্দ্র।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ের পত্র।

ওঁ

কবিকুলরত্ন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহোদয়েষু

বিপুল সম্মান ও প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন—

মহাশয়ের নিকট হইতে 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়া কি পর্য্যন্ত পুলকিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে আমার অপরিচিত নহে। যখন উহার অন্তর্গত 'আমাদের দেশ'-শিরস্ক কবিতা প্রথম নব্যভারতে প্রকাশিত হয়, তখন আমি উহার নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তি মুখস্থ করিয়াছিলাম,—

"সদা ভোগে কর্ম্মভোগ,
দেহে ভরা নানা রোগ,
বয়স না হ'তে কুড়ি আগে পাকে কেশ;
জাতিতে পুরুষ যারা,
লিখি পড়ি হাড়সারা,
ভাই ভাই দলাদলি সদা হিংসা দ্বেষ"

পুনশ্চ—

"দিন কত ছুটোছুটি,
দিন কত ফুটোফুটি,
তার পর ফিরে আসে হ'য়ে আধ মরা।
আমাদের দেশ শুধু বকাবকি-ভরা"।

কবি যেমন দেশানুরাগ উদ্রেক করিতে পটু, তদপেক্ষা [illegible] উদ্রেক [illegible] অধিক পটু। দেবতার প্রতি ভক্তিভাব, দিব্য-

মাতার স্নেহ, প্রেমাস্পদ ও প্রেমাস্পদার আন্তরিক প্রেমভাব, দরিদ্রের দুঃখ জন্য বিষম আক্ষেপ, বালিকা বিধবার চিরবৈধব্য ও কৌলীন্য-প্রথা প্রচলনের জন্য শোক প্রকাশ করিতে কবি যেমন সক্ষম, এমন অতি অল্প কবি বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যায় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। 'মায়ের কুটীর'-শিরস্ক কবিতা হৃদয়-বিদারক। উহা পড়িবার সময় অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলাম না। ইচ্ছা হইল যে, আমার যে ক্ষুদ্র মাসিক আয় আছে, তাহা হইতে টাকায় পনের আনা তিন পয়সা দরিদ্রদিগের জন্য ব্যয় করিয়া এক পয়সা করিয়া নিজের জন্য রাখি, তাহাতেই যেমন হয় চালাই। যে কবি এমন ভাব ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ে উদ্রেক করিতে পারেন, তিনি সামান্য কবি নহেন। "মলয় বাতাস"-শিরস্ক কবিতা শঙ্করাচার্য্যের উক্তি স্মরণ করাইয়া দিল,—"বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তম্"—সাধু ব্যক্তি, বসন্ত-বায়ুর ন্যায় লোকের হিতসাধন করিয়া বেড়ান। আমি নিশ্চয় জানি,—যে কবি শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যোপযুক্ত ভাব যে কবি আনিতে পারেন, তিনি সামান্য কবি নহেন। উপরে যে কয়েকটী কবিতা উল্লিখিত হইল, তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কবিতাগুলি অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখযোগ্য ;—

(১) 'ঈশ্বর'। (২) 'শিবপূজা'। (৩) 'ভাঙ্গিও না ভুল'। (৪) 'মা'। (৫) 'ভ্রমর'। (৬) 'নীরবে'। (৭) 'আসিব কি ফিরে ?' (৮) '[illegible]' (৯) 'প্রিয়বালা'।

দূর হউক, সকল কবিতাই যে উল্লেখ করিতে হয় দেখি। নিরুপায় হইয়া বাছনি কার্য্য হইতে বিরত হইলাম। আপনি এই

বিষয়ে গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য। আমাদের ছেলেবেলায় একটীও স্ত্রীকবি ছিলেন না। এক্ষণে দেশে অনেকগুলি উদিত হইয়াছেন, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। ইতি।

পুনশ্চ---গ্রন্থকর্ত্রীকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ দিবেন। আমি তাঁহার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল কামনা করি।

৭ই কার্ত্তিক।
ব্রাহ্ম সক ৬৪। | আপনার অনুগত শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

ভট্টপল্লীনিবাসী গুরুকুলাগ্রগণ্য সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন

মহোদয়ের অভিপ্রায়।

বৎসে। তোমার কাব্যকুসুমাঞ্জলি ও কুনকাঞ্জলি ১২ পুস্তকের কবিতা পাঠ করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, যেমন অজ্ঞান শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে আনন্দে পূর্ণ হয়, অথচ বাক্য দ্বারা সে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে না, আমিও তেমনি আমার আনন্দ বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। যে ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদের বশীভূত হইয়াছিলেন, সেই ভক্তি তোমার হইয়াছে, আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ভক্তি অনন্যা ও অচলা হইয়া জীবলোকের উপদেশ ও নিস্তারস্বরূপ হউক। বৎসে! তুমি সুখী ও চিরজীবিনী হও।

১৩০৪ সাল।
১০ই চৈত্র। | [illegible] ...নী।

[illegible]